The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 848 | 13 December 2024 | শুক্রবার ২৮ অগ্রহায়ন ১৪৩১

Trump Wants Deport 'Even Kids Who Are Here Legally with illegal parents
>> Page 18

Farooki bhai is pure magic: Bijori Barkatullah
>> Page 19

Bangladesh elected VP of UN Human Rights Council
>> Page 18

Eric Adams doesn't rule out switch to the GOP
>> Page 18

মহান বিজয় দিবসে সম্পাদকের শুভেচ্ছা

মহান বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর হামলার বিরুদ্ধে রুখো দাঁড়িয়েছিল। ছিনিয়ে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

মোদির কাছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ধর্ণা

মনোয়ারুল ইসলাম

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের অবনতিতে ধাক্কা লেগেছে ভারতীয় ব্যবসা বানিজ্যে। ২০ বিলিয়ন ডলারের বাজার তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সাবেক ও পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়াকে কেন্দ্র করেই দু দেশের সম্পর্কের অবনতি। রফতানী ও মেডিক্যাল ব্যবসায় বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত। পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দিতে রাজি নন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। তাদের প্রশ্ন হাসিনার দায় নিয়ে আমরা কেন বাজার হারাবো। তারা ঢাকা-দিল্লী সংকটে অস্থির হয়ে উঠছেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের আশংকা দু'দেশের এই সংকট দীর্ঘায়িত হলে বাংলাদেশের আমদানী রুট পরিবর্তন হতে বাধ্য। তারা চীন ও পাকিস্তানসহ পার্শ্ববতী এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

'অধিকাংশ নিউইয়র্কার অবৈধদের ডিপোর্টেশনের পক্ষে'

আজকাল রিপোর্ট

অধিকাংশ নিউইয়র্কার অবৈধদের ডিপোর্টেশনের পক্ষে।নিউ ইয়র্কের বেশিরভাগ বাসিন্দা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ লক্ষ কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের নির্বাসনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে । যার অর্ধেকই ল্যাটিনো। গত মঙ্গলবার, সিয়েনা কলেজের জরিপে এ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

আজকাল রিপোর্ট

সাংবাদিকদের জন্য অধিক বিপজ্জনক দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ)। বিপজ্জনক এসব দেশের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। শীর্ষে রয়েছে ফিলিস্তিন, পাকিস্তান এবং মেক্সিকো। বার্তা সংস্থার খবরে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার আরএসএফ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, ২০২৪ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৪ সাংবাদিক। এদের মধ্যে পাঁচজন বাংলাদেশি। সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক ৯টি দেশের মধ্যে শীর্ষে থাকা ফিলিস্তিনের পরই রয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর নাম। গত জানুয়ারি থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

আরএসএফ-এর প্রতিবেদন অনুসারে, এ বছর বিশ্বব্যাপী ৫৪ সাংবাদিকের এক তৃতীয়াংশ নিহত হয়েছেন ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে। ইসরাইলি সশস্ত্র বাহিনীর হাতে এ বছর নিহত হয়েছেন মোট ১৮ জন সাংবাদিক। যাদের ১৬ জন গাজায় আর বাকি দুজন লেবাননে নিহত হয়েছেন। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

দুই বোনের ব্যাংক হিসাব তলব

আজকাল রিপোর্ট

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। এছাড়া 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট' এবং চৌধুরী জাফরউল্লাহ সরাফতের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। পাঁচদিনের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

হাসিনা এখন ভারতের গলার কাঁটা

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে ভারত উভয় সঙ্কটে পড়েছে। ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে বিপদের দিনে তাকে ফেলে দিতে পারছে না। আবার তাকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ফলে একদা বন্ধু হলেও শেখ হাসিনা এখন ভারতের গলার কাঁটা। বাংলাদেশের সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সামনের দিনে দুই প্রতিবেশির সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা এখনও স্পষ্ট হচ্ছে না। ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে প্রবল আস্থার অভাব দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে এখন ভারতবিরোধী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভারতেও চলছে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা। কঠিন এই চ্যালেঞ্জের সময়ে শেখ হাসিনার উপস্থিতির কারণে ভারত বেশ সমস্যায় আছে। বাংলাদেশে গত ৫ই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার পতন হলে তিনি এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

গভর্নর হোকুলের সতর্কতা জারি

২ ফুট তুষারে ডুবতে পারে নিউইয়র্ক

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের আগামী বুধবারের আসন্ন তুষার ঝড়ের কবল থেকে সতর্কভাবে থাকার আহবান জানিয়েছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। এ সময় নিউইয়র্কে ২ ফুটের বেশি তুষারপাত হতে এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

হাসিনার বক্তব্য ভারত সমর্থন করে না: বিক্রম মিশ্রি

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য সমর্থন করে না ভারত। কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের নেতৃত্বে ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ নিয়ে এ কথা বলেছেন দেশটির পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি মনে করেন এটা বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের মধ্যে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $14.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন ।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি ।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections • Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem, Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বিনামূল্যে পরামর্শ
কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না
যোগাযোগঃ 917-282-9256
email: moinlaw@gmail.com
বিস্তারিত দেখুন ১১ নম্বর পৃষ্ঠায়
Moin Choudhury, Attorney at Law

ইন্স্যুরেন্স! ইন্স্যুরেন্স!!
আমরা ফ্রি কোটেশনের ব্যবস্থা করে থাকি।
সবধরণের গাড়ি, বাড়ি এবং ব্যবসায়িক ইন্স্যুরেন্সসহ
Taxi Limousine Insurance Expert!
212-721-0001
32-47 57TH STREET, WOODSIDE, NY 11377
www.megainsurance.nyc
MEGA insurance BROKERAGE
RAJIB AHMED, President & CEO

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting, IRS Enrolled Agent, IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
PCA & CDPAP SERVICE
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight Health System
Anthem.
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H Senior Whole Health.
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম সিরিয়া : কোথা থেকে, কোন পথে
১২ পৃষ্ঠায়

সোহরাব হাসান-এর কলাম 'স্বল্পকালীন' অন্তর্বর্তী সরকার কত মাস পর নির্বাচন দেবে?
০৫ পৃষ্ঠায়

হাসান মাহমুদ-এর কলাম ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ
০৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ফ্লোরিডা রিসর্টে অভিযান পরিচালনাই কাল হলো

এফবিআই ডিরেক্টর ক্রিস্টোফারের বিদায়

আজকাল রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডা রিসর্টে অভিযান পরিচালনাকারী এফবিআই ডিরেক্টর 'ক্রিস্টোফার রে' তার পদে আর থাকছেন না। এই অভিযানই তার কাল হয়েছে। নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ফ্লোরিডার বাড়িতে এফবিআই অভিযান পরিচালনা করার কারণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার গত বুধবার বলেন, আগামী জানুয়ারিতে জো বাইডেনের মেয়াদ শেষে তিনি পদত্যাগ করবেন।

ক্রিস্টোফার রে বুধবার এফবিআই ব্যুরো কর্মীদের কাছে বলেন, তিনি জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের মেয়াদ শেষে পদত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছেন। নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি এই কাজের জন্য তাঁর অনুগত কাশ প্যাটেলকে মনোনীত করেছেন।

ডিরেক্টর রে টাউন হলের এক বৈঠকে বলেন যে, তিনি কয়েক সপ্তাহের চিন্তার পরে পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন। দশ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় তিন বছর পরে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর তিনি এফবিআই পরিচালককে দায়িত্ব দেবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার রে-কে বরখাস্ত করার আগেই তিনি পদত্যাগ করবেন। আসন্ন ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে তিনি এ পথ বেছে নিয়েছেন।

ক্রিস্টোফার এজেন্সির কর্মীদের বলেন, 'আমার লক্ষ্য হল আমাদের মিশনের দিকে মনোনিবেশ করা। আমেরিকান জনগণের পক্ষে আপনি প্রতিদিন যে অপরিহার্য কাজগুলো করছেন সেদিকে নজর দেওয়া।

এফবিআইকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানান। যদিও ব্যুরো নিজেকে বিস্ফোরক তদন্তের একটি স্ট্রিংয়ে জড়িয়ে পড়েছিল, যার মধ্যে দুটি গত বছর ট্রাম্পের পৃথক অভিযোগের দিকে পরিচালিত করেছিল।

ট্রাম্প ইতোমধ্যে প্যাটেলকে এফবিআই ডিরেক্টর হিসাবে মনোনিত করেন এবং একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ক্রিস্টোফারকে নিয়ে বারবার তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য 'বাপা'র ২২ লাখ টাকা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য ২২ লাখ টাকা দিয়েছে বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)। গত সোমবার নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কার্যালয়ে বাপার পক্ষ থেকে ২২ লাখ টাকার চেক কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদার নিকট হস্তান্তর করেন বাপা'র প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক ডিটেকটিভ রাসেলুর মালিক।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাপা'র সাবেক সভাপতি লেফটেন্যান্ট সৈয়দ সুমন, সাবেক সভাপতি

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের নির্বাচনে 'খসরু-সুয়েব' প্যানেল ঘোষণা

আজকাল রিপোর্ট

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা প্রবাসীদের সামাজিক সংগঠন কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসাসিয়েশন অব ইউএসএ'র ২০২৫-২০২৭ সালের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে 'খসরু-সুয়েব' প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছেন। গত ৯ ডিসেম্বর এস্টোরিয়ার একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই প্যানেলের সভাপতি পদে টাইম টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরুকে সভাপতি এবং সংগঠনের

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

ছেলের বউকে ট্রাম্প রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিলেন

আজকাল রিপোর্ট

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার জামাতা জেরেড কুশনারের বাবা, চার্লস কুশনারকে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। এবার ছেলের বউ কিম্বারলি গিলফয়েল ট্রাম্পকে গ্রীসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিলেন। এমন সময় ট্রাম্প তাকে বেছে নিলেন যখন গিলফয়েলের সঙ্গে তার স্বামী জুনিয়র ট্রাম্পের ছাড়াছাড়ির গুঞ্জন চাউর হয়েছে চারদিকে।

কিম্বারলি ফক্স নিউজের সাবেক হোস্ট এবং রাজনৈতিক অর্থদাতা। তিনি ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

গ্রীসে রাষ্ট্রদূত হিসেবে গিলফয়েলের নিয়োগের ঘোষণার সময় ট্রাম্প তাকে বছরের পর

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

সভায় ফজলুল হক মিলন

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

আজকাল রিপোর্ট

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে বিএনপিকে ঐক্য বদ্ধ থাকতে হবে বলে মনে করেন ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি ফজলুল হক মিলন। গত ৬ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। এসময় অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে নির্বাচন দেয়ার আহ্বানও জানা তিনি।

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

নরসিংদী সমিতির নতুন কমিটি

শামীম সভাপতি, বাবুল সম্পাদক

আজকাল রিপোর্ট

শামীম গফুরকে সভাপতি এবং আহসানুল হক বাবুলকে সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত করে নতুন কমিটি গঠন করেছে নরসিংদী জেলা সমিতি। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসাবে রয়েছেন ইকবাল এ ভুঁইয়া।

জানা গেছে, নির্বাচনে অন্য কোন প্যানেল না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালমান জাহিদ জুয়েল 'শামীম-বাবুল'প্যানেলকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

গতকাল ১০ ডিসেম্বর উডসাইডের গুলশান টেরেসে নব নির্বাচিত কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করান। দুই নির্বাচন কমিশনার মো. হুমায়ন কবীর ও মো. এ মামুন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আরো

এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

সভাপতি শওকত ওসমান রচি, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার

আজকাল রিপোর্ট

আগামী দুই বছরের জন্য নিউইয়র্ক কেন্দ্রিক সাংবাদিকদের সংগঠন 'আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাব' নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ মেয়াদের এই নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছেন শওকত ওসমান রচি, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মশিউর রহমান মজুমদার। গত ৯ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় কণ্ঠভোটে তারা নির্বাচিত হয়েছেন। রচি বাংলা খবর ডট নিউজের সম্পাদক এবং মসিউর খবর'র সম্পাদক।

এছাড়া ৯ সদস্যের নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে আছেন, সহ-সভাপতি মনজুরুল হক (সাপ্তাহিক প্রথম আলো), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক (সাপ্তাহিক আজকাল), কোষাধ্যক্ষ মল্লিকা খাঁন মুনা (মাই টিভি), কার্যকারী সদস্য দর্পণ কবীর (দেশকণ্ঠ), মোহাম্মদ সাঈদ (সাপ্তাহিক প্রবাস), তোফাজ্জল লিটন (দৈনিক প্রথম আলো) ও শামীম আহমেদ (টিবিএন২৪)।

প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাঈদ'র সভাপতিত্বে

এরপর ৩৪ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনে বাড়ি
- পাবলিক অকশনে বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শরট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
150 Groat Nack Road, Groat Nack, New York-11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
মোঃ আব্দুল খালেক
IATA Accredited
Approved Travel Agent সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+Tax
ওমরাহ্
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যবস্থা করে থাকি।
গ্যারান্টি সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে সহযোগীতা প্রদান করা হয়

One Key MLS
Fazle
SHOHAG KHAN
Licensed Real Estate Sales
Cell : 1- 917 770 1341
Office : 1- 516 800 5160
Email: shohag. khan@hotmail.com

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
LAILAC INSURANCE BROKERAGE INC.
One Stop Services
Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646--361-0250
Authorized IRS e-file Provider
37-47 73rd Street. Suite # 217
Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-255-6783
Fax: 718-255-6783
usbanglatax@yahoo.com
lailacinsuranceinc@yahoo.com
Services: Individual & Business Tax Services, Immigration Services
Loan Modification, Auto, Home & Business Insurance, Real Estate

www.banglabosoti.com
এ মাটি আমার,
এ জমিন আমার...
Bangla Bosoti
বাংলা বসতি
Hotline +88 09644100800
For Details Please Call
+88 01321100800, +88 01708152444-7
Corporate Office: 49, Lake Circus, Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka-1205, Sales Office: Axis Delvista (3rd Floor), 7/1, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka-1207. E-mail : info@banglabosoti.com

সম্পাদকীয়

দেশের মানুষকে স্বস্তি দিন

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের অসন্তুষ্টি চরমে উঠেছে। রাস্তায় বের হলেই ছিনতাইকারীদের কবলে পড়তে হয়। ঘরেও কেউ নিরাপদ নয়। অহরহ ঘটছে চুরি-ডাকাতির ঘটনা। খুন, রাহাজানির পাশাপাশি চলছে বিস্তর চাঁদাবাজি। ফুটপাতের বাদাম বিক্রেতাকেও নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়। আতঙ্কের বিষয় হলো অপরাধীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি। টুঁ শব্দটি করার উপায় নেই।

গত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে সারা দেশে চার শর বেশি ডাকাতি ও দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। লুটপাটকারী অপরাধীরা পাঁচজনের বেশি হলে ডাকাতি আর কম হলে দস্যুতার মামলা হয়। এসব ঘটনায় বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে তিন শতাধিক মানুষ। জানা যায়, হতাহতদের বেশির ভাগই রিকশা কিংবা অটোচালক বা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র বলেছে, ৫ আগস্টের অব্যবহিত আগে ও পরে সারা দেশে অনেক থানা-ফাঁড়িতে হামলা ও লুট করা হয়। এ সময় পাঁচ হাজার ৭৫০টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছয় লাখ ৫১ হাজার ৬০৯ রাউন্ড গুলি লুট হয়। এ পর্যন্ত যৌথ অভিযানে চার হাজার ৩৩১টি আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। তবে এখনো লুট হওয়া এক হাজার ৪১৯টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুই লাখ ৬৩ হাজার ১৫৩ রাউন্ড গুলির খোঁজ নেই। ধারণা করা হয়, এগুলো অপরাধীরা ব্যবহার করছে।

এ ছাড়া অভিযোগ আছে, অবৈধ পথেও অনেক আগ্নেয়াস্ত্র দেশে প্রবেশ করছে এবং অপরাধীরা সেগুলো সংগ্রহ করছে। এদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীগুলোর জোরদার অভিযান বা প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে। দিন দিন অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে। জানা যায়, শুধু রাজধানীতেই ডাকাতি ও দস্যুতায় পাঁচ শতাধিক দুর্বৃত্ত জড়িত রয়েছে। তাদের বেশির ভাগই জামিনে। রাজধানীতে অপরাধ করেই আশপাশের এলাকায় পালিয়ে যায়। আইন-শৃঙ্খলা বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে যেসব অভিযান চলছে, তা যথেষ্ট নয়। কঠোরতম অভিযানের মাধ্যমে এই অপরাধীদের দমন করা না গেলে সমাজে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়বে।

মানুষ এক বেলা কম খেয়ে হলেও শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে চায়, নিরাপদে ঘুমাতে চায়। মৌলিক চাহিদাটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিংবা শান্তি ও স্থিতি বিঘ্নিত হওয়ায় মানুষ আজ চরমভাবে হতাশ। মানুষের হতাশা যেন আর না বাড়ে সে জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। যেকোনো মূল্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। এসব গল্পের কিছুটা উঠে আসছে সংখ্যাতত্ত্বেও। বিবিএস বলছে, অক্টোবরের পর নভেম্বরেও খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ঠেকেছে ১৩.৮০ শতাংশে। যদিও গত ২ ডিসেম্বর শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি জানিয়েছে, বাস্তবে মূল্যস্ফীতি আরও বেশি থাকে। সার্বিক মূল্যস্ফীতি ১০-১১ শতাংশ দেখালেও প্রকৃত অর্থে তা ছিল ১৫-১৭ শতাংশে। জীবনযাপনের খরচ বৃদ্ধির হিসাব নিয়ে সরকারি সংস্থার এমন কারচুপির মধ্যে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে আগামী অর্থবছরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি নয়, বরং সংকোচনমুখী যাত্রা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। অর্থনীতিবিদ ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, বাজারে স্বস্তি ফেরাতে সরবরাহ বাড়ানোর বিকল্প নেই।

> শুধু খাদ্যপণ্য নয়, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের মতো খাদ্যবহির্ভূত খাতেও সাধারণ মানুষকে সামাল দিতে হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির চাপ। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনায় এবং মূল্যস্ফীতির প্রভাবে প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন। এখনও যারা টেনেটুনে দারিদ্র্যসীমা পার করে বসবাস করছেন, তারা লড়াই করছেন উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে

মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দেয়ার জন্য পণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি বৃদ্ধি ছাড়া সহজ বিকল্পও নেই তাদের পরামর্শে। ড. আবদুর রাজ্জাক আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে আমদানি বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

শুধু খাদ্যপণ্য নয়, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের মতো খাদ্যবহির্ভূত খাতেও সাধারণ মানুষকে সামাল দিতে হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির চাপ। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, করোনায় এবং মূল্যস্ফীতির প্রভাবে প্রায় সাড়ে ২৭ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছেন। এখনও যারা টেনেটুনে দারিদ্র্যসীমা পার করে বসবাস করছেন, তারা লড়াই করছেন উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমে যাওয়ার সুখবর আসবে না রাতারাতি; কিন্তু জনগণকে স্বস্তি দিতে পদক্ষেপ নিতে হবে অতিদ্রুত।

‘স্বল্পকালীন’ অন্তর্বর্তী সরকার কত মাস পর নির্বাচন দেবে?

সোহরাব হাসান

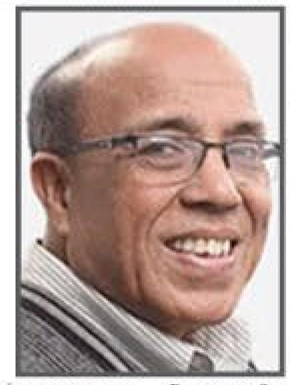

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ কত দিন, সে কথা আইনে লেখা নেই। উপদেষ্টা পরিষদ এ-সংক্রান্ত যে অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করেছে তাতে বলা হয়, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ হবে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার দিন পর্যন্ত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি আপিল বিভাগের মতামত নিয়ে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা কতজন হবেন, তা অধ্যাদেশের খসড়ায় সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। বলা হয়েছে, একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা যতজন নির্ধারণ করবেন, ততজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি স্বনামধন্য এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন।

এতে আরও বলা হয়, প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা পদে থাকার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ও কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত না হন। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৪ জন সদস্য আছেন।

সেদিক থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, বর্তমান সরকারের কোনো উপদেষ্টা পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না। যদিও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের একাংশ নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জাতীয় নাগরিক কমিটি তাঁদের কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করছে। কমিটির একজন নেতা জানিয়েছেন, নাগরিক কমিটি একটি প্ল্যাটফর্ম হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে যারাই তাদের নীতি আদর্শ মানবেন, তাঁরা যুক্ত হতে পারবেন।

> বাংলাদেশে সব সরকারই জাতীয়। কোনো বিজাতীয় সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। অতীতে সেনাবাহিনী বন্দুকের জোরে ক্ষমতা নিয়েও বলেছে, এটা জাতীয় সরকার। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজের পছন্দসই দলকে জাতীয় সরকার বলে দাবি করে। কিন্তু তারা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে

বাংলাদেশে এবারই প্রথম অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়নি। ১৯৯০ সালে এরশাদবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ ছিল তিন মাসের মতো। যদিও ১৯৯১ সালের ৮ অক্টোবর নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বিএনপির নেতা ও ৫ম জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুর রহমান বিশ্বাস।

বাংলাদেশে সব সরকারই জাতীয়। কোনো বিজাতীয় সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। অতীতে সেনাবাহিনী বন্দুকের জোরে ক্ষমতা নিয়েও বলেছে, এটা জাতীয় সরকার। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজের পছন্দসই দলকে জাতীয় সরকার বলে দাবি করে। কিন্তু তারা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও ২০০১ সালে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করে বিদায় নেয়।

কিন্তু গোল বাঁধে ২০০৬-০৭ সালে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। আওয়ামী লীগসহ তৎকালীন সব বিরোধী দল সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের বিষয়ে আপত্তি জানালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বাকি পাঁচ বিকল্পে না গিয়ে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হন। এরপর ১ / ১১-এর পালাবদলে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার দুই বছর ক্ষমতায় থাকে। তারা ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

প্রশ্ন উঠেছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার কত দিন দায়িত্বে থাকবে, কবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে?

এ বিষয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রবল মতভেদ আছে। কেউ বলছেন, সরকারের উচিত দ্রুত নির্বাচন দিয়ে চলে যাওয়া। কেউ বলছেন, সংস্কারকাজ শেষ না করে নির্বাচন দিলে ফের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হবে। আবার কারও মতে, নির্বাচিত সরকার জনগণের জন্য কিছু করেনি। অন্তর্বর্তী সরকার যত দিন খুশি থাকুক।

এ প্রেক্ষাপটেই নির্বাচন কবে হবে-এ নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল আছে। আমাদের ধারণা, সংস্কার ও নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়েও অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। উপদেষ্টারাও একেকজন একেক কথা বলছেন। নির্বাচনের দিন-তারিখ নিয়ে প্রথমে কথা বলেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

যে কারণে ভারতকে তার বাংলাদেশ নীতি বদলাতেই হবে

খাজা মাঈন উদ্দিন

ধাক্কা বোধ হয় কাটেনি ভারতের। বাংলাদেশে দেড় দশকে জেঁকে বসা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভারত হয়তো ভাবছে, সত্যিই! কী করে হলো জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার বিপ্লব?

কী উপায়ে একটি দল এবং আরও নির্দিষ্ট করে বললে ঢাকায় জমিদারসুলভ এক ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা’র ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থ রক্ষার নীতি সাজানো যায়-সেই প্রশ্নে এর আগে পররাষ্ট্রনীতির পণ্ডিতদের দিল্লিই ধাঁধায় ফেলেছিল।

কিন্তু আজকের বাস্তবতা হলো, হাসিনা জনরোষের তোড়ে পালিয়েছেন এবং হাজার অপরাধ করেও তিনি আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে প্রতিবেশীর দুয়ারে ঠাঁই পেয়েছেন। নির্ভরতার কী অপূর্ব প্রতিদান! কী দুর্ভাগ্য অন্য সব স্বৈরাচারী শাসকদের, যাঁরা তাঁদের অভিভাবকদের দেশে আশ্রয় পাননি!

হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার বড় প্রমাণ রাখল ভারত। গদি ছাড়তে বাধ্য হওয়ার আগপর্যন্ত হাসিনা তিন তিনটি নির্বাচনে কৌশল করে ক্ষমতায় ছিলেন। এ বিষয়ে ভারতের মনোভঙ্গি ছিল, হাসিনা চালাকি করে করে ক্ষমতায় থেকেছেন, তাতে ভারতের কী!

এখন বাংলাদেশের পতিত স্বৈরশাসককে ‘বিশেষ খাতির’ করায় যে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘিত হচ্ছে, সে বিষয়টি গ্রাহ্যই করছে না দিল্লি। গণহত্যা ও ব্যাপক দুর্নীতির দায়ে হাসিনা দণ্ডিত হলে তাঁর দিল্লিতে অবস্থান ভারতের জন্য বিব্রতকর হতে পারে, সে বিষয়টিকেও তারা আমলে নিচ্ছে বলে মনে হয় না।

ভারতের নেতাদের আচরণ ও ভাষাভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা বাংলাদেশে তাঁদের ‘স্বর্গ’ হারিয়েছেন। এখন একটি নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকঠাক করা দরকার-এমনটি দিল্লি ভাবছে বলে মনে হচ্ছে না।

ভারতীয় কৌশলবিদেরা অবশ্য ধরে নিয়েছেন, বাংলাদেশের আগামী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুনরুত্থান শিগগিরই সম্ভব হবে না। তাই হয়তো তাঁদের কূটনীতিকেরা নতুন ‘বন্ধু’র খোঁজ করছেন।

নয়াদিল্লির সাউথ ব্লক এখনো পরিষ্কার বিবৃতি দেয়নি, ভারতের বাংলাদেশ নীতিতে পরিবর্তন আসছে। বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়ার ঘোষণাও দেওয়া হয়নি রাজনৈতিক মহল থেকে।

ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দিল্লি বরং একধরনের অহংবোধ দ্বারা তাড়িত হচ্ছে এবং মাতব্বর ‘বড় ভাই’-এর মতো আচরণ করছে। ভারত সম্পর্কে এই ধারণা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাজধানীতেও বিদ্যমান।

বাংলাদেশের চলমান বিপ্লব খোলাসা করেছে, ভারত সম্পর্কে খুব একটা সুখস্মৃতি এ দেশের তরুণ প্রজন্মের নেই। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাংলাদেশের বিজয় দেখেনি তারা, দেখেছে হাসিনার গোপন ও প্রকাশ্য অত্যাচারী কার্যকলাপের প্রতি ভারতের সমর্থন। তাই ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের উচিত ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া। বাংলাদেশ এবং এর ৫০ বছরের জনমিতির ধরন এবং সম্ভাবনা বোঝা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে দিল্লিওয়ালাদের কাজ কারবার দেখে মনে হয়, ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা তাঁদের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ এবং জাতীয় ইমেজ নিয়ে অনেকটাই বেখবর।

না হলে কেন বাংলাদেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি অবজ্ঞা দেখাবে ভারত? ভারতের মানুষ যেভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চায় এবং কিছু মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই বাংলাদেশিরা হাসিনার শাসনকে তাসের ঘরের মতো তছনছ করে দিয়েছে।

একশ্রেণীর ভারতীয় মিডিয়ার প্রচার দেখে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি ভারতের ক্ষমতাবলয়ের আধিপত্য বিস্তারের অসংবেদনশীল মানসিকতা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়। তাঁদের কেউ কেউ বাংলাদেশে অতিকল্পিত সাম্প্রদায়িক আক্রমণের গল্প ফাঁদেন এবং বাংলাদেশবিরোধী প্রোপাগান্ডা চালান।

ভারতের অভ্যন্তরীণ কিছু গোষ্ঠীর উসকানি এবং বাগাড়ম্বরের ফল হিসেবে সেখানে বাংলাদেশের দুটি মিশনে সম্প্রতি উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা আক্রমণ করেছেন।

বাংলাদেশ বিপ্লবের মাত্র এক মাসের মধ্যেই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শান্তি রক্ষার্থে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তিনি ইসরায়েল-হামাস এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতির তুলনা করেছেন।

প্রতিবেশী দেশে বিপ্লবী পরিবর্তন ভারতীয় মানসে কী ক্ষত তৈরি করেছে, তা ভারতের নেতাদের এসব কথার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

অতি সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> বাংলাদেশের চলমান বিপ্লব খোলাসা করেছে, ভারত সম্পর্কে খুব একটা সুখস্মৃতি এ দেশের তরুণ প্রজন্মের নেই। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাংলাদেশের বিজয় দেখেনি তারা, দেখেছে হাসিনার গোপন ও প্রকাশ্য অত্যাচারী কার্যকলাপের প্রতি ভারতের সমর্থন। তাই ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের উচিত ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া। বাংলাদেশ এবং এর ৫০ বছরের জনমিতির ধরন এবং সম্ভাবনা বোঝা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ

হাসান মাহামুদ

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বলতে বুঝায় দুটি দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে। দুটি দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক এক হিসেবে বহুমাত্রিকও। দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিচালনা করাকে দ্বিপাক্ষিকতা বা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বলা যায়। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক যদি প্রতিবেশী দেশের সাথে হয়, তাহলে তা অন্য যে কোনো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তুলনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। এটি মোটামুটি বিশ্বজুড়েই কূটনৈতিক ভাবে স্বীকৃত এবং মেনে চলা হয়।

ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। এমনকি দুটি দেশের মধ্যে সোনালী অতীত থাকায় সম্পর্কে গভীরতাও অনেক বেশি। কিন্তু গত চার মাসে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা ছন্দপতনের সুর খুঁজে পাচ্ছেন কূটনীতিকরা, বিশেষজ্ঞরা। এর পেছনে দৃশ্যমান দুটি কারণও উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষ করে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে। আবার, অনেকে ইঙ্গিত করছেন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ইস্যুতে ভারতের কিছু সংগঠনের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপকে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে সম্প্রতি যে বিষয়টি খুব বেশি আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তা হলো- ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা।

গণমাধ্যমের একাধিক বিশ্লেষক একে 'তথ্য সন্ত্রাস' বলেও উল্লেখ করছেন। ভারতে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ভাষণ, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন এবং সামাজিক মাধ্যম-সব মিলিয়ে যে আখ্যান তৈরি করা হচ্ছে, তা দেশটির হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক সাধারণ মানুষও বিশ্বাস করে ফেলছেন। এর কিছুটা আঁচড়ও লাগছে দুই দেশের কূটনৈতিক চ্যানেলে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাকে যেমন তথ্য সন্ত্রাস ম্লান করে দেয়। অনেকটা তেমনই এসব আখ্যান প্রভাব ফেলছে দুই দেশের সামাজিকতায়, সম্পর্কে।

গণমাধ্যমে বহুল প্রচলিত একটি বিষয় জেঁকে বসেছে যার নাম তথ্য সন্ত্রাস। তথ্য সন্ত্রাস মানে মিথ্যা তথ্যের দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে সন্ত্রাস সৃষ্টি বা সন্ত্রাসের উস্কানি দেয়া। কোনো কায়েমী গোষ্ঠীর দ্বারা সাম্প্রদায়িক বা অন্য যে কোনো হীন স্বার্থে মিথ্যা, বানোয়াট, অতিরঞ্জিত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য বা মিডিয়া প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছড়িয়ে, শ্রেণী সম্প্রদায় বা জাতিগত হানাহানি ও রক্তক্ষয় সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মীয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল তথ্য সন্ত্রাসের পর্যায়ভুক্ত। বিশেষ করে সংবাদপত্র এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এ সন্ত্রাস ছড়ানো হলেও পুস্তক- পুস্তিকা, লিফলেট-পোস্টার, ভাষণ-বিবৃতি, মোটিভেশন-গুজব, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, এনজিও এবং চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত গল্প, নাটক ও সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমেও তা ছড়াচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতোই। তথ্য সন্ত্রাস ও ইয়েলো জার্নালিজম প্রায় একে অপরের সমার্থক।

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যমে একটা বিরোধিতার সুর দেখা যাচ্ছিল। তবে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের পর তা যেন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। তথ্য সন্ত্রাস যেন জেঁকে বসেছে ভারতের কিছু গণমাধ্যম এবং কিছু সংগঠনের মধ্যে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের এই ঘটনার পর থেকে ভারতের গণমাধ্যমে এক ধরনের 'যুদ্ধংদেহী' মনোভাব দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেদনের ভাষা, উপস্থাপনা এবং তথ্য যাচাই না করেই তা প্রকাশ করা হচ্ছে ভারতের এক শ্রেণির গণমাধ্যমে।

বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমেও। এক্স বা ফেসবুক পোস্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হচ্ছে 'সেভ বাংলাদেশি হিন্দুজ', 'প্রে ফর বাংলাদেশি হিন্দুজ' প্রভৃতি। 'হাজার হাজার হিন্দুকে বাংলাদেশে হত্যা করা হচ্ছে', 'হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে', 'হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে' এ ধরনের উদ্ভট বাক্য প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন বিক্ষোভ থেকে। আবার সেগুলো প্রকাশ করছে দেশটির বিভিন্ন গণমাধ্যমে।

তবে এসব খবর পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভারতের মূল গণমাধ্যমে নয়, আঞ্চলিক গণমাধ্যমেই বাংলাদেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে বেশি। যদিও অঞ্চলের গণমাধ্যমের কিছুটা প্রভাব অন্য অঞ্চলেও পড়ে।

একটা সময়ে ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ আর ভারতে 'সুসম্পর্ক' নিয়ে অনেক খবর প্রকাশিত হতো। শেখ হাসিনা ভারতের শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় ভারতীয় মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো এক সময় পক্ষে অবস্থান নিত। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে

ভারতের সংবাদমাধ্যম ভূমিকা বদলিয়েছে। অর্থ্যাৎ, ভারতের মিডিয়ায় এর আগে যেভাবে ভারত-বন্ধু শেখ হাসিনার প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেখিয়েছে, ঠিক সেই পথেই অধিকাংশ মিডিয়া হাসিনা সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনুস পরিচালিত অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কারণ, তারা মনে করছে বাংলাদেশের এই সরকার ভারতের বর্তমান শাসকদলের বিরোধী। শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে মূলধারার গণমাধ্যম বাংলাদেশ নিয়ে একটা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছে। তারা বারবার প্রশ্ন তুলছে, বাংলাদেশের সরকারের পরিচালনা নিয়ে, কারা এই সরকার পরিচালনা করছে তা নিয়ে।

ভারতের কিছু হিন্দুত্ববাদী নেতা-নেত্রীদের রাজনৈতিক মনোভাব বা চিন্তাভাবনাকেও এর এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

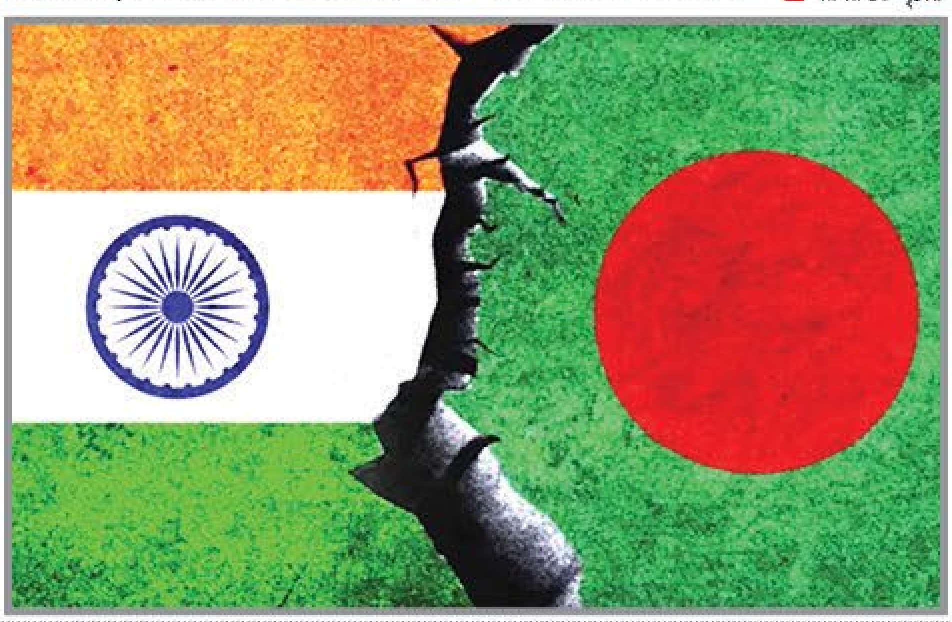

বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেল বন্ধ হওয়ার গুজব, বাংলাদেশে মুসলিমদের হামলায় হিন্দু মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের দাবিতে ভারতের প্রতিমা বিসর্জনের ভিডিও প্রচার, শ্যামলী পরিবহনের বাসে হামলার মিথ্যা তথ্য, চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবীর ওপর হামলার ভুয়া দাবি এবং বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা হতে পারে জানিয়ে যুক্তরাজ্যের ভ্রমণ সতর্কতা জারির বিভ্রান্তিকর খবর। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলা হয়, তাহলে এসব আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবাই বেশি জরুরী। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে চেষ্টাকে আরও প্রশ্রয় দিলে সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচড় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়ে দুদেশেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র মাধ্যম আলাপ-আলোচনা

'মুন্নী সাহার মত হতে চাই'

আমিনুল ইসলাম

সাংবাদিক মুন্নী সাহা এখন কই আছেন আমার জানা নেই। তবে তিনি অতি অবশ্যই আমার এই লেখা পড়বেন। এর মাঝে নিশ্চয় আপনারা জেনে গিয়েছেন, মুন্নী সাহার ব্যাংক একাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। এর বেশিরভাগ টাকাই তিনি তুলে নিয়েছেন। এখন মনে হয় আছে ১৪/১৫ কোটি টাকা। ২০০৮ সালে সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এশিয়ান স্টাডিজে মাস্টার্স শেষ করে এক মুহূর্তও আর দেরি করি নি। সোজা বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে- সাংবাদিকতা করবো। কিংবা খবর পাঠ করবো। সে অনুযায়ী আবেদন করতে শুরু করলাম। এর মাঝে ঢাকার নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হসাবে জয়েন করেছি। কিন্তু আমার তো ইচ্ছে- সংবাদ মাধ্যমে কাজ করার। তাই আবেদন করে যাচ্ছিলাম। এক সময় এনটিভি থেকে ডাক আসলো। দুইটা ইন্টার্ভিউ দেয়ার পর ফাইনাল ইন্টার্ভিউ দিতে গেলাম তখনকার এনটিভির মালিকের রুমে। তিনি আমাকে বললেন - আপনার যে যোগ্যতা। আপনি কি আদৌ এ কাজ করবেন? আমি হেসে বললাম - করবো বলেই তো আবেদন করেছি। তিনি এবার হেসে বললেন - আপনি অনেক ভালো

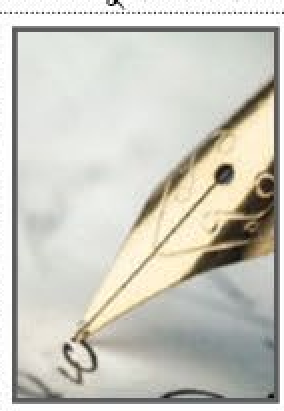

জায়গায় পড়াচ্ছেন। বরং সেখানেই থাকুন। আমি এবার হেসে বললাম - এর মানে আমার চাকরিটা হচ্ছে না; তাই তো? - না না। আপনি চমৎকার করে কথা বলেন। আপনি চাইলে জয়েন করতে পারেন। কিন্তু আমার ধারণা আপনি যেখানে আছেন, সেখানে থাকাই ভালো। এরপর আমাকে অফার দেয়া হয়েছিলো সংবাদ পড়তে। কিন্তু আমার মা যেতে দিলেন না। এত কিছু লেখার কারন হচ্ছে- আজ যখন দেখতে পেলাম মুন্নী সাহার ব্যাংক একাউন্টে ১৩৪ কোটি টাকা! তখন সোজা গিয়ে খানিক গুগল করলাম। যদিও আমি উনাকে চিনি। এরপরও ভালো করে জানার জন্য। তিনি ইডেন কলেজ থেকে বিএসসি (ডিগ্রী) পাশ করেছেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রিলিমিনারী মাস্টার্স করেছেন। এছাড়া ভোরের কাগজ এবং এটিএন নিউজে সাংবাদিকতা করেছেন। এই হচ্ছে উনার যোগ্যতা। মানে সাংবাদিকতা করতে এসে উনার ভাগ্য খুলে গিয়েছিলো। ঢাকায় গুলশান লিঙ্ক রোডের পাশে ডুপ্লেক্স বাড়ি আছে। ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা! তাহলে বুঝতে পারছেন তো- কারা সাংবাদিকতা করতো? আর আমরা কেমন সংবাদ পেতাম! আমি শুধু চিন্তা করছিলাম- আমাদের পক্ষে কি এক জীবনে এত টাকা ইনকাম করা সম্ভব? পড়াশুনা পেছনেই প্রায় ৩০ বছর কাটিয়ে দিয়েছি। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স-মাস্টার্স করেছি। এরপর সুইডেনে আরেকটা মাস্টার্স। ইংল্যান্ডে পিএইচডি করে এখন এস্তোনিয়ায় ছোট একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি। ইউরোপে থাকছি ২০ বছর হতে চলেছে। পৈতৃক সূত্রেই আমি মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের মানুষ। বাবার ঢাকায় একটা অতি সাধারণ বাড়ি আছে। গ্রামে কিছু সম্পত্তি। এই টাইপ আরকি। সেই আমার পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না পুরনো বাড়িটা ভেঙে একটা নতুন বাড়ি বানানো। মানে জায়গা আছে। কিন্তু বাড়ি বানানোর টাকা নেই। আশপাশের লোকজন এসে প্রায়ই বলে- ভেঙে পড়বে না-তো! অথচ দেখেন মুন্নী সাহারা শত কোটি টাকার মালিক বনে গিয়েছেন। কারন উনারা দিনে-রাতে বিকিয়েছেন। লিখতে গেলে অনেক কিছু লেখা যায়। কারন আমি উনাকে কিছুটা হলেও চিনি এবং জানি। শুধু এত টুকু বলি- ওই আমলে অনেক মানুষকে বলতে শুনেছি- মুন্নী সাহার মত হতে চাই। আমি এসব শুনে ভাবতাম- একটা মানুষ, যে কিনা সকাল-বিকাল বিকোচ্ছে। ছেলে-মেয়েগুলো কিনা এর মত হতে চায়! কোন দিন শুনেছেন- কেউ এই আমাদের মত হতে চায়? যে জীর্ণ বাসায় থাকে, রিকশায় কিংবা সিএনজিতে করে এখানে-ওখানে যায়। মুন্নী সাহারা এমনি এমনি তৈরি হয় না। এদের তৈরি করা হয়। যাদের দেখে পুরো সমাজ এদের মত হতে চায়। শাসক গোষ্ঠী এভাবেই কিছু চকচকে মানুষ তৈরি করে রাখে। আর পুরো সমাজ ওই চকচকের পেছনেই ছুটে বেড়ায়।

লেখক: কলামিস্ট।

কারন উনারা দিনে-রাতে বিকিয়েছেন। লিখতে গেলে অনেক কিছু লেখা যায়। কারন আমি উনাকে কিছুটা হলেও চিনি এবং জানি। শুধু এত টুকু বলি- ওই আমলে অনেক মানুষকে বলতে শুনেছি- মুন্নী সাহার মত হতে চাই। আমি এসব শুনে ভাবতাম- একটা মানুষ, যে কিনা সকাল-বিকাল বিকোচ্ছে। ছেলে-মেয়েগুলো কিনা এর মত হতে চায়! কোন দিন শুনেছেন- কেউ এই আমাদের মত হতে চায়? যে জীর্ণ বাসায় থাকে, রিকশায় কিংবা সিএনজিতে করে এখানে-ওখানে যায়। মুন্নী সাহাররা এমনি এমনি তৈরি হয় না। এদের তৈরি করা হয়। যাদের দেখে পুরো সমাজ এদের মত হতে চায়। শাসক গোষ্ঠী এভাবেই কিছু চকচকে মানুষ তৈরি করে রাখে। আর পুরো সমাজ ওই চকচকের পেছনেই ছুটে বেড়ায়

২০০৮ সালে সুইডেনের লুন্ড ইউনিভার্সিটি থেকে এশিয়ান স্টাডিজে মাস্টার্স শেষ করে এক মুহূর্তও আর দেরি করি নি। সোজা বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে- সাংবাদিকতা করবো। কিংবা খবর পাঠ করবো। সে অনুযায়ী আবেদন করতে শুরু করলাম। এর মাঝে ঢাকার নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হসাবে জয়েন করেছি। কিন্তু আমার তো ইচ্ছে- সংবাদ মাধ্যমে কাজ করার

‘টম অ্যান্ড জেরি’: অদম্য জেরি’কে হারানো সম্ভব নয়!

অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করছেন রিলিজিয়াস ক্লিনজিংয়ের বয়ানও। এ রকম একটা চরমপন্থী, বিভক্তি সৃষ্টিকারী, পরিচয়বাদী রাজনৈতিক পরিবেশে ভোটের রাজনীতি করা রাজনীতিবিদদের সামনে ক্রমাগতভাবে চরমপন্থী হয়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি হয়। বাংলাদেশকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরম আপত্তিকর মন্তব্যটির কারণ সম্ভবত এটিই। বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সরকার, মিডিয়া এবং রাজনীতির সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া আমাদের সামনে এই আলাপও নিয়ে এসেছে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারত কি সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যেটা মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চল তো বটেই, ভারতের জন্যও ভালো হবে? এই প্রশ্নের উত্তরও নিশ্চয়ই খুঁজব আমরা

সৈয়দ আব্দুল আজিজ

কার্টুন ছবির আদলে উপমহাদেশে এখন চলছে টম ও জেরি’র বাস্তব যুদ্ধ। ‘টম’ এর অবলম্বন হলো তার দৈহিক ও শারীরিক সামর্থ্য, ফুটচাল আর ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে দৈহিক আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও লড়াকু মানসিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর বাস্তবধর্মী সিদ্ধান্তের ফলে জেরি সবসময়ই অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য। ‘টম’ এর প্রতিটি আক্রমণে মনে হয় ‘জেরি’ বুঝি শেষ! কিন্তু না, ভেংচি কেটে বিজয়ীর বেশে সব ফুটচাল ভেঙে বেরিয়ে আসে জেরি। দুর্দান্ত নাটকীয়তা আর রোমাঞ্চে ভরা ‘টম অ্যান্ড জেরি’ কার্টুন ছবিকে দৃশ্যত বিনোদনমূলক মনে হলেও প্রতীকী এ ছবির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের লড়াই। ১৯৪০ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে নির্মিত ছবিটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তদপরবর্তী শীতল যুদ্ধকৌশল তুলে ধরা হয়েছে। এ সময়ে শক্তিধর মার্কিন বলয়ের সঙ্গে ছোট ছোট রাষ্ট্রের টিকে থাকার লড়াই চলছিল। তবে বিশ্বব্যাপী তুমুল জনপ্রিয় এ ছবিটির নির্মাতা উইলিয়াম হানা (১৯১০-২০০১) এবং জোসেফ বারবেরা (১৯১১-২০০৬) হয়তো কল্পনাও করতে পারেন নাই যে, তাদের ছবি ‘টম অ্যান্ড জেরি’ ২০২৪ সালে এসে ভারত-বাংলাদেশ এর পরিস্থিতিকে এভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে! ‘টম’ চরিত্রে ভারত আর ‘জেরি’ চরিত্রে বাংলাদেশকে কল্পনা করলে যেন হুবহু মিলে যায় ছবির ঘটনা প্রবাহ আর চরিত্রগুলো। শক্তিশালী টমকে সাহায্য করার জন্য আছে বুচি (ইঃপয) নামের কালো বিড়াল (কালো কোটধারী) আর আছে প্রেয়সী ‘টুডলস’ (ঞড়ড়ফষবং), যার কাজ হচ্ছে সব সময় ‘টম’ এর মন জয় করা আর জেরিকে টমের জালে আটকে ফেলার উস্কানী দেয়া। ভারত-বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি আর টম-জেরি’র কার্টুন ছবির বিষয় যেন একাকার হয়ে গেছে।

টম (ভারত) এর বহুমুখী চরিত্র

‘টম’ প্রতিপক্ষ ‘জেরি’কে শায়েস্তা করতে নানা কৌশল এবং বহুমুখী ফাঁদ তৈরি করে। জটিল সব পরিকল্পনার সঙ্গে নানা সরঞ্জাম দিয়ে জেরিকে আটকে ফেলার ব্যবস্থা করে। এসব কলাকৌশল পূর্ণ করতে টম বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়, অভিনয়ের আশ্রয় নেয়: যেমন সংগীতশিল্পী রূপে, জেরি’র বন্ধু রূপে এমনকি কোনো কোনো সময় সে পাহারাদারের (চৌকিদার) ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো সময় জেরির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আদ্যোপান্ত জেরিকে নাকাল করতে টম ধূর্তামীর আশ্রয় নেয়, কিন্তু পদে পদে অদূরদর্শীতা আর অদক্ষতার কারণে পরাস্ত হয়। রাগে ক্ষোভে হতাশা থেকে টম পুনঃ পুনঃ জেরিকে ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়।

অদম্য জেরির রণকৌশল!

কার্টুন ছবিতে টম জেরি’র যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও অধিকাংশ পর্বে জেরিকে বিজয়ী আর টমকে পরাজিত হতে দেখা যায়। জেরি টমের পাতানো ফাঁদকে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে টমের বিরুদ্ধেই কাজে লাগায়। কিছু কিছু পর্বে টমকে জেরি’র ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। টম কোনো কোনো সময় জেরিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলেও শেষ অবধি জেরি পাকড়াও অবস্থা থেকে মুক্ত হয়। এতে টমের বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিছু কিছু পর্বে টম ও জেরি একত্রে শত্রু’র মোকাবিলা করে এবং তাদের মধ্যে লুকানো বন্ধুত্ব প্রকাশ পায়। সামগ্রিকভাবে ‘টম অ্যান্ড জেরি’ কার্টুন ছবি বিশ্লেষণ করলে জেরির আচরণে অদম্য সাহসীকতা, অভিযোজনশীলতা (অফড়ঢ়ঃধনরষরঃু), সৃজনশীলতা (ঈৎবধঃরারঃু), দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা, প্রতিপক্ষ টমের অস্থিরতা ও তাড়াহুড়োর দুর্বলতাকে কাজে লাগানো এবং টমের বিরুদ্ধে হাল না ছাড়ার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

আগ্রাসী টম (ভারত), আক্রান্ত জেরি (বাংলাদেশ)!

ফিরে আসা যাক ছবির জগৎ থেকে বাস্তবে। প্রতিবেশী দেশ দু’টি ভারত আর বাংলাদেশ (টম এবং জেরি) এখন শীতল যুদ্ধের মুখোমুখি। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চলা অত্যাচার নিষ্পেষণ শেষে বাংলাদেশ এর মুক্তিতে ভারত হারিয়েছে তার নির্ভরযোগ্য দল এবং প্রেয়সীকে (ছবিতে ‘বুচি’ বা কালো বিড়াল এবং ‘টুডলস’)। উন্মত্ত ভারত এখন শুরু করেছে নতুন যুদ্ধ; এসব আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের মুখে আক্রান্ত বাংলাদেশ, কীভাবে মোকাবিলা করবে সেটাই দেখার অপেক্ষায়!

বাংলাদেশ: চির উন্নত মম শির!

বাংলাদেশ শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে সব কালে, সব সময়। ইতিহাস সে কথাই বলে। বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে অঞ্চলটি ছিল শস্য-শ্যামলে, ফুল-ফসলে সমৃদ্ধ এক জনপদ। বাণিজ্যে ছিল শক্তভিত্তি। জাহাজ, বস্ত্রশিল্পসহ সমুদ্রবাণিজ্যে ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। বৃটিশদের ১৯০ বছরের লুণ্ঠনে সমৃদ্ধ এ জনপদ পরিণত হয় বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চলে। বৃটিশদের বদৌলতে কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের জৌলুসের কাছে চাপা পড়ে যায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ। সীমাহীন এসব বঞ্চনা আর লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে লড়াই সূচনা করে এ অঞ্চলের মানুষ, বৃটিশ শাসন অবসানে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে এই অঞ্চলেরই নেতৃবৃন্দ। আবার বঞ্চনা আর বৈষম্যের প্রতিবাদে নিজেদের গড়া পাকিস্তানকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলে বিদায় করতেও বিলম্ব করেনি। ১৯৪৭ থেকে ২০২৪ এই ৭৭ বছরে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

শেখ হাসিনার ব্যাপারে ভারতকে কড়া বার্তা দিতে হবে

বর্ষা বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান নিয়ে নানা বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা যদি ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে অপপ্রচার চালান, সেটি বন্ধ করার জন্য আমাদের শক্ত অবস্থান নিতে হবে। ভারতকে খুব স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে, শেখ হাসিনার এ ধরনের অপকর্ম আমাদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ হাসিনা ভারতে থেকে বাংলাদেশে তাঁর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করছেন, সেটি আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। এটা বন্ধে ভারতকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশ-ভারত পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকলে তাতে দুই দেশই লাভবান হতে পারে। আস্থার যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের জনগণকে প্রাধান্য দিতে হবে

আ ন ম মুনীরুজ্জামান

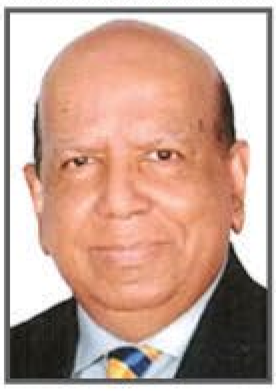

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। শেখ হাসিনার ক্ষমতা থেকে বিদায়ের পরে দুই দেশের সম্পর্ক একটা শীতল পর্যায়ে চলে গেছে এবং সেটির উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; বরং দিন দিন আরও অবনতি হচ্ছে। বলা চলে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে একটা টানাপোড়েন চলছে।

ইদানীং কিছু ঘটনা এই টানাপোড়েনকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। ভারতের ত্রিপুরায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলা হয়। এটা ভিয়েনা চুক্তির পরিপন্থী। এ ছাড়া ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক লেখালেখি চলছে। ভারতীয় টেলিভিশনে বাংলাদেশ নিয়ে ভুল ও উসকানিমূলক তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। এটা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

'বর্ষা বিপ্লব'-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে ভারত সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। এ কারণে তারা বাংলাদেশের নতুন পরিস্থিতিকে এখন পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কটা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব ১৬ বছর ধরে ভারত বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ হাসিনাকে এককভাবে সমর্থন দিয়ে আসছিল। অনেকটা এই সমর্থনের কারণেই শেখ হাসিনা তাঁর ১৬ বছরের স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অথচ পর্যবেক্ষক পর্যায়ে আমরা বারবার বলে এসেছি, দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের জনগণকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। ভারতের নীতিনির্ধারকদের ভুল নীতির কারণে দেশটি সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সার্বিক একটি বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের একে অপরের সঙ্গে বসবাস করতে হবে, এই ভৌগোলিক বাস্তবতা পরিবর্তন সম্ভব নয়। দুই দেশের জনগণ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে একটি কার্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক থাকাটা একেবারে বাঞ্ছনীয়। এর কোনো বিকল্প রাস্তা আমরা দেখি না। বিশেষ করে বর্তমান আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন নতুন যে চ্যালেঞ্জ আসছে, সেখানে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক যাতে আরও বৃদ্ধি পায়, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দিক থেকেও পদক্ষেপ নেওয়ার আছে। ভারতে বাংলাদেশের দূতাবাস ও উপদূতাবাসের মাধ্যমে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল, কার্যত সেই পদক্ষেপ দেখছি না। ভারতে প্রচারিত ভুল তথ্য মোকাবিলা করার উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বর্তমানে দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কোনো হাইকমিশনার নেই। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি দূতাবাসে যদি নেতৃত্বের অভাব থাকে, তার একটি প্রভাব পড়া তো স্বাভাবিক।

গত কয়েক মাসে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ঢিলেঢালাভাবে কাজ করতে দেখছি। একটি বিপ্লবোত্তর বাস্তবতায় আমাদের পররাষ্ট্রনীতি যে রকম গতিশীল হওয়া দরকার ছিল, সেখানে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তাদের কাজের ধারা এখনো গতানুগতিক, নতুন উদ্যোগ নেওয়ার চিহ্ন দেখা যায়নি। আমাদের উচিত হবে, পররাষ্ট্রনীতি ও পররাষ্ট্রবিষয়ক কার্যক্রম (বিশেষ করে যেসব রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ) আরও গতিশীল করা।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে আস্থার ঘাটতির মধ্যেই ঢাকায় দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক হয়ে গেল। আমরা আশা করব, এই উদ্যোগ যেন এগিয়ে নেওয়া হয়। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমি এর আগে গণমাধ্যমে বলেছিলাম, ভারতের পক্ষ থেকে যদি কোনো বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়, তাহলে দুই দেশের সম্পর্কে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, সেটি উত্তরণে সহায়ক হবে। একইভাবে বাংলাদেশের বিশেষ দূত ভারতে গিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক গতিশীল করতে প্রচেষ্টা চালাতে পারেন।

সম্প্রতি আমরা দেখছি, ভারতীয় নেতারা নানা ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। এর কারণে দুই দেশের সম্পর্ক একটি তিক্ততার পর্যায়ে চলে যেতে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় যেকোনো ভুল পদক্ষেপ আসতে পারে। সে কারণেই আমাদের কূটনীতিটা আরও গতিশীল, উদ্ভাবনমূলক ও শক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে, আমাদের মর্যাদা বজায় রেখে কূটনৈতিক সম্পর্কটা বাড়ানো প্রয়োজন।

কূটনীতির বাইরে গিয়েও দুই দেশের রাজনৈতিক পর্যায়ে নতুন করে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা হতে পারে। সেটি ঢাকা বা দিল্লিতে কিংবা তৃতীয় কোনো দেশেও হতে পারে।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবকে আমাদের সমস্যাগুলো, উদ্বেগগুলো জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলোকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেটি নির্ভর করবে ভারতের ওপর। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ বৈঠক নিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, সেটি খুব সাদামাটা। সেখানে বলা হয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারছি, সীমান্ত হত্যা, এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

ভিন্নমতের রাজনীতি এখনো কেন লক্ষ্যবস্তু হবে

মনোজ দে

'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' শিরোনামে একটি গাছের পাঁচটি পাতায় আদিবাসী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম লেখা অন্তর্ভুক্তিমূলকতার আইকনিক সেই গ্রাফিতিটিও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।

'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' শিরোনামে একটি গাছের পাঁচটি পাতায় আদিবাসী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম লেখা অন্তর্ভুক্তিমূলকতার আইকনিক সেই গ্রাফিতিটিও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পেরোতে না পেরোতে এই অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রাণশক্তি 'অন্তর্ভুক্তিমূলকতা' শব্দটি খানিকটা যেন সাইডলাইনের শব্দ হয়ে উঠেছে। বলা যায় এই শব্দটির মানে অনেকের কাছে তাদের নিজেদের মতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া হয়ে উঠেছে। অথচ শেখ হাসিনার দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসন ও অপমান, তার অলিগার্ক ও আমলাদের সম্পদ লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও পাচারের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। জীবন দিতে হতে পারে সেটি অনিবার্য জেনেও তাঁরা হাসিনার পুলিশ, র‍্যাব ও নিরাপত্তা বাহিনী ও ভাড়াটে অস্ত্রধারীদের বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অভ্যুত্থানের জনপ্রিয় স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই, 'তুমি কে, আমি কে, বিকল্প বিকল্প'।

অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে এবং পরের দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা নতুন বাংলাদেশ কেমন হবে দেয়ালে দেয়ালে তার যে ছবি এঁকেছে, সেখানে একটি প্রধান সুরই ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলকতা। শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশের শিক্ষার্থী গ্রাফিতিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। সম্প্রতি আমি যশোরে গিয়েছিলাম। এম এম কলেজের দেয়ালে দেখে এসেছি, 'কল্পনা চাকমা কোথায় গেল জবাব দাও' লেখা গ্রাফিতি। 'পাতা ছেঁড়া নিষেধ' শিরোনামে একটি গাছের পাঁচটি পাতায় আদিবাসী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম লেখা অন্তর্ভুক্তিমূলকতার আইকনিক সেই গ্রাফিতিটিও সেখানে ঠাঁই পেয়েছে।

একটি বিপ্লব, একটি অভ্যুত্থান সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটিই হলো মানুষে মানুষে সংহতিবোধ। কার কী দল, কার কী মত, কার কী পরিচয় সেটিকে পেছনে রেখে মানুষ পথে নামে, পথেই তৈরি হয় অভূতপূর্ব সংহতি। অভ্যুত্থান তাই সমাজের ভেতরে প্রচণ্ড এক শক্তির জন্ম দেয়। সেই শক্তি সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের বিপুল এক সম্ভাবনা তৈরি করে; কিন্তু সেটি ব্যবহার করা না গেলে সেই শক্তিই সমাজে নানা সংঘাত ও হানাহানির জন্ম দিতে পারে।

আমাদের ইতিহাসেই এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ১৯৭১। ষাটের ছাত্র আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে যে মুক্তিযুদ্ধ, সেখানে পাকিস্তানি গণহত্যার বিরুদ্ধে এই ভূমির আপামর মানুষ জান বাজি রেখে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। সেই যুদ্ধ হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের এক গণযুদ্ধ। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, চীনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ ছাড়া রাজনৈতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ ছিল সবার যুদ্ধ।

অথচ যুদ্ধের মালিকানা দাবি করে বসল আওয়ামী লীগ একা। মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ গঠনের কাজে যুক্ত না করে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মুজিব বাহিনী ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষমতায়িত করে দেশকে বিভক্ত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধে সেই বিপুল সম্ভাবনাময় শক্তিকে দেশগঠনের কাজে, সমাজ পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করতে না পারার ব্যর্থতায় অন্তত দুই দশকব্যাপী সামরিক ও রাজনৈতিক হানাহানি ও বিপুল রক্তক্ষয়ের জন্ম দিয়েছিল।

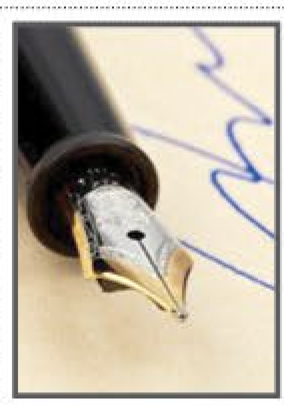

জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানও আমাদের সমাজে বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার শক্তি তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও দলটির মিত্রদের সুবিধাভোগী অংশ ছাড়া এই অভ্যুত্থানে কে অংশ নেয়নি। এমনকি যাঁদের মা-বাবা আওয়ামী লীগের সমর্থক, তাঁদের সন্তানেরাও রাস্তায় নেমে স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা করেছেন। সবাই আশা করেছেন, এমন এক বাংলাদেশ যেন তৈরি হয়, যেটি হবে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও বহুত্ববাদী।

অভ্যুত্থানের ১০০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর যে প্রশ্নটি উঠতে শুরু করেছে-অভ্যুত্থানে যে বিশাল শক্তির জন্ম হলো, সেটিকে কি সমাজের ইতিবাচক বিকাশের কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে? শুরুটা করা যাক, গত মাসে ঢাকার কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের মধ্যকার সংঘাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ঢাকা কলেজ ও সিটি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাসে ওঠা নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে মারামারি শুরু হলো। এরপর দুই কলেজের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী রাস্তায় নেমে পরস্পরের দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে লাগল। লাঠিসোঁটা নিয়ে মারামারি করতে শুরু করল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে যৌথ বাহিনীকে বাড়াবাড়ি রকমের পিটুনি দিতেও দেখেছি আমরা ফেসবুকের ভিডিওতে।

তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি নিয়ে সড়কে নামলেন। একপর্যায়ে তাঁরা রেলপথ অবরোধ করেন। ট্রেন না থামায় কয়েকজন চলন্ত ট্রেনে ইটপাটকেল ছোড়েন। তাতে শিশু-নারীসহ কয়েকজন যাত্রী রক্তাক্ত হন। এ ঘটনায় মানুষের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রতি ক্ষোভের জন্ম হয়।

এর পরেই আমরা দেখলাম, ঢাকার অন্তত ২৫ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কীভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। ন্যাশনাল মেডিকেল এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আওয়ামী লীগের আমলে সব বিরোধী মতকে (মধ্যপন্থী, ইসলামপন্থী, বাম ও লিবারেলপন্থী) দমন করে একটি মাত্র বয়ান প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অভ্যুত্থানের পরও ভিন্নমতের রাজনীতি রাজনীতিকে কোণঠাসা করার একটি প্রচেষ্টা কারো কারো মধ্যে আমরা দেখছি। ভিন্নমত দমনের এই প্রক্রিয়াতেই কিন্তু রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজে স্বৈরাচারের জন্ম হয়। গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার বিদায় নিলেও ভিন্নমত প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে সম্প্রতি সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো রওনক জাহান। তাঁর মতে, 'বহুমত প্রকাশের জন্য এখন নানা রকম ঝুঁকি দেখি। এর পুরোটা যে সরকারের কাছ থেকে আসছে, তা নয়। যাদের একটি মত আছে, তারা অন্যদের মত শুনতে চায় না'

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯+
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
ওমরাহ ভিসা - এয়ার টিকেট - হোটেল

Saudi Arabian Airlines · DELTA AIR LINES · Biman Bangladesh Airlines · American Airlines · ETIHAD · Emirates · QATAR AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

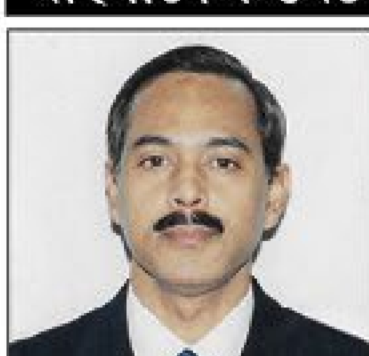

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১৮ বছরের অভিজ্ঞ

মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৮ বছরের অভিজ্ঞ

জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১০ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.

সিরিয়া : কোথা থেকে, কোন পথে

ড. মাহবুব উল্লাহ্

সিরিয়ায় একনায়কতন্ত্রবাদী স্বৈরতান্ত্রিক বাশার আল আসাদ রেজিমের পতন ঘটেছে। মিডিয়ায় বাশারের ভাগ্য সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনার পর জানা গেছে, তিনি রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন। তার পতন ও রাশিয়ায় আশ্রয় লাভের সঙ্গে অনেকেই শেখ হাসিনার পতন ও ভারতে আশ্রয় লাভের সঙ্গে তুলনা করতে পছন্দ করেন। তবে দুটি ঘটনার মধ্যে বেশ মিল থাকলেও ঘটনা দুটি একরকম নয়। এ যাত্রায় বিদ্রোহীদের মাত্র ১২ দিনের অভিযানে বাশার সরকারের পতন ঘটে। বাশারের অনুগত সামরিক বাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতিহত করতে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বাশারের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি তার বাসভবনেই রয়েছেন এবং নতুন সরকারের কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণে তিনি প্রস্তুত আছেন। বোঝাই যাচ্ছে, ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া রক্তপাতহীনভাবেই ঘটছে। এ পরিস্থিতিকে আমরা যদি রুশ সমর্থনে কয়েক বছর আগে বিদ্রোহ দমনে আসাদের প্রয়াসের তুলনা করি, তাহলে ভাবাই যায় না সিরিয়ায় অনেকটা নির্ভেজালভাবে কেন এবং কী করে রেজিমের পরিবর্তন হলো।

পর্যবেক্ষকদের মতে, সিরিয়ায় আসাদ সরকারের পরিবর্তন মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন আনবে। এর আলামত আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছি। সিরিয়ার গোলান মালভূমির বাফার জোনের বেশকিছু অংশ ইসরাইল দখলে নিয়েছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাইল দখল করে নেয়। এ মাসের ৯ ডিসেম্বরের সিরীয় মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, ইসরাইলি যুদ্ধবিমানগুলো সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক হামলা চালিয়েছে। এ তথ্য দিয়েছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস। সিরিয়ার স্থানীয় মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, রাসায়নিক অস্ত্র উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গবেষণা কেন্দ্রের ওপর হামলা করা হয়েছে। এ হামলা নিছক সন্দেহবশত করা হয়েছে। আমরা জানি, ইরাকে মার্কিন হামলার জন্য অজুহাত হিসাবে বলা হয়েছিল, ইরাকে জনবিধ্বংসী অস্ত্রের মজুত রয়েছে। পরে দেখা গেছে, সে রকম কিছুর অস্তিত্ব ইরাকে নেই। সিরিয়ার ক্ষেত্রে ইসরাইলিরা যা করছে, তার উদ্দেশ্য তাৎপর্যহীন নয়। ইসরাইল বলছে চরমপন্থিদের হাতে যাতে সিরিয়ার অস্ত্রভান্ডার চলে না যায়, তার জন্যই ইসরাইল এসব পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইতোমধ্যে সিরিয়া থেকে ইরান ও হিজবুল্লাহর অবস্থান উৎপাটন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সিরিয়ায় বাশার সরকারের পতনের ফলে ইরান, হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হুতিরা দুর্বল হয়ে পড়বে। দুর্বল হয়ে পড়বে হামাসও। ইসারাইলি হামলায় প্রধান নেতৃত্ব নিহত হওয়া সত্ত্বেও হামাস ও হিজবুল্লাহর মনোবলে চিড় ধরানো যায়নি। কিন্তু এখন বাশার আল আসাদের সিরিয়াকে স্ট্র্যাটেজিক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে হামাস ও হিজবুল্লাহর যে শক্তি ছিল, তা এখন বাশারহীন অবস্থায় কাবু হয়ে পড়বে। এক কথায় বলা যায়, ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ এবং আরব প্রতিরোধ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো পর্যবেক্ষক মনে করেন, ইসরাইল তার আগ্রাসী যুদ্ধের অভিঘাতে ভেঙেচুরে পড়বে। এ রকম অবস্থা দু-চার বছরের মধ্যেই ঘটবে বলে এ পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো, গাজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৩০ শতাংশ ইসরাইলি ইসরাইল ছেড়ে অন্য দেশে অভিবাসী হয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ইসরাইলি জনগণের মধ্যে তাদের কৃত্রিম রাষ্ট্র ইসরাইলের ওপর আস্থার ঘাটতি শুরু হয়েছে। এ ঘাটতি আগামী দিনগুলোয় আরও বাড়বে।

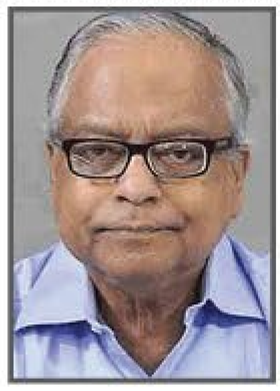

ইসরাইলের অভ্যন্তরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে নেমেছে। তাদের দৃষ্টিতে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিজের ক্ষমতার গদি আটকে রাখার জন্য যুদ্ধকে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক কৌশল মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে অজানা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সময় একটি বিষয় চাউর হয়েছিল, তা হলো, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পুনরাঙ্কন করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এ জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে অনুমান করা ভুল হবে না যে, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পুনরাঙ্কনের প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি রমরমা হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বহু প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয় হবে। অনেক রক্ত ঝরবে এবং মানবিক ট্র্যাজেডি অসহনীয় দুঃখ-বেদনার জন্ম দেবে। লাখ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টারে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ব্রিটিশ উদ্যোগে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। নতুন নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের নতুন সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব নিয়ে লরেন্স অব এরাবিয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনিও প্রচলিত আছে।

যে সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ সরকারের পতন হয়েছে, সেই সিরিয়ায় তার পিতা হাফেজ আল আসাদ দীর্ঘ ৩০ বছর দেশ শাসন করেছেন। এজন্য বলা হয়, সিরিয়ায় বাশার পরিবারের শাসনের অবসান হলো ৫৩ বছর পর। হাফেজ আল বাশার লৌহমুষ্টিতে তার শাসন চালিয়ে গেছেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র বাশার আল আসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। ব্রিটেনে দন্ত চিকিৎসক হিসাবে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বাশার আল আসাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর গণতান্ত্রিক সংস্কারের কথা বলেন। এর ফলে সিরিয়ার উদার গণতন্ত্রবাদীরা আশাবাদী হয়েছিল। কিন্তু সেই আশাবাদ ছিল ক্ষণস্থায়ী। বাশারও লৌহদৃঢ় হস্তে দেশ শাসনের এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

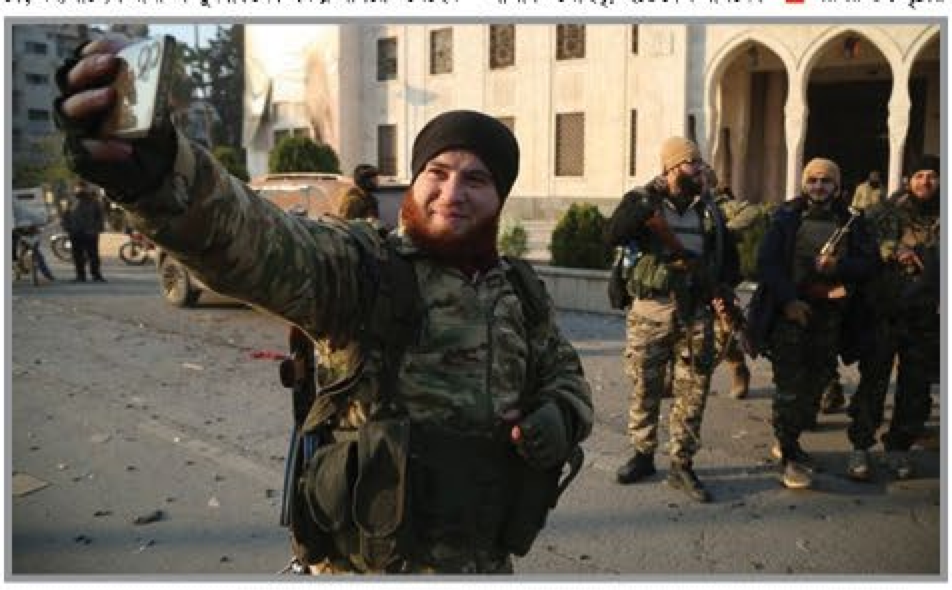

> অবশ্য ১৯৬৬ সালে একটি ক্যু'দেতা হয়। যার ফলে বাথ পার্টির বামপন্থি অংশ সালাহ জাদিদের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৭০ সালে আরেকটি ক্যু'দেতার মাধ্যমে হাফেজ আল আসাদ ক্ষমতায় এসে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন। অব্যাহতভাবে বাথ পার্টির শাসন আগেকার অস্থিতিশীলতার বিপরীতে নাগরিক স্বাধীনতার চড়া মূল্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে। শিকড়ের দিক থেকে বাথ শাসন ছিল একটি কর্তৃত্ববাদী সামরিক একনায়কত্ববাদ। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ ছিলেন সর্বপ্রধান ব্যক্তি, তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ আলাউল মাজহাবের সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতো পার্লামেন্টের মনোনয়নে ৭ বছর মেয়াদের জন্য। হাফেজ আল আসাদ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৯৯ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করেন

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা সংকট

> এতে ট্রাম্পের এন্টি-চায়না নীতির বাস্তবায়নের পাশাপাশি, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও মিয়ানমারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ঢাকার সাথে নাইপিদোর সংযোগ বাড়লে, ভারতীয় আধিপত্য ও চায়নার প্রভাব অনেকাংশেই কমে আসবে। তাই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরানো এবং সকল গোষ্ঠীদের নিয়ে আলোচনায় বসা জরুরি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি জরুরি খাবার, জ্বালানি ও মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সীমান্তে তুর্কি মডেলে সেইফ জোন বা করিডোর স্থাপন করা যেতে পারে। এবং সবশেষে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখাইন ও নাইপিদোর মধ্যকার সংলাপ স্থাপন করা যেতে পারে। এতে আঞ্চলিক কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাস ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে

মুহাম্মদ ইরফান সাদিক

মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ, মর্টার শেল ও গ্রেনেড বিস্ফোরণ। সঙ্গে বিমান হামলায় কেঁপে ওঠা, এই হচ্ছে মিয়ানমার বাংলাদেশ উপকূলীয় সীমান্ত এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি। গত ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী যুদ্ধবিমান থেকে হামলা চালালে, কেঁপে ওঠে টেকনাফের দমদমিয়া ঘাট থেকে সর্বদক্ষিণের শাহপরীর দ্বীপ পর্যন্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা বাসা থেকে বেরিয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এর আগেরদিন, ২৭শে নভেম্বর বুধবার, ট্রলারে মাছ ধরার সময় মিয়ানমার নৌবাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে আহত হন সেন্ট-মার্টিনের স্থানীয় জেলে মো. এরশাদ (৪০)। ক্ষত গভীর হওয়ায় বর্তমানে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে টেকনাফ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

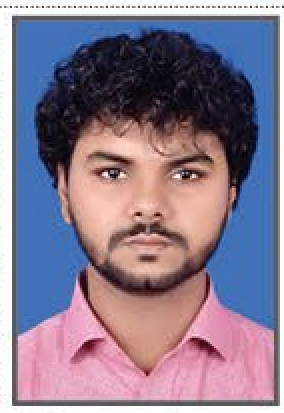

এই সপ্তাহের শুরু থেকেই, অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর শুক্রবার রাত থেকে আরাকানের মংডু শহরে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যকার তীব্র সংঘর্ষ চলেছে। এতে টেকনাফের উপকূলীয় ইউনিয়ন হ্নীলার বেশ কয়েকটি বাড়িতে বুলেট আঘাত হেনেছে, যদিও কেউ হতাহত হয়নি। মিয়ানমারের মংডু শহর থেকে মাত্র ৩০-৪০ কি.মি দূরে হওয়ায় টেকনাফের দমদমিয়া, জালিয়াদ্বীপ, সাবরাং ও শাহপরীর দ্বীপ অঞ্চলে বেশ কয়েক মাস যাবত তীব্র নিরাপত্তা সংকট কাজ করছে।

মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধের ফলে এর আগেও মর্টার শেল, গ্রেনেড ও বুলেট এসে লেগেছে টেকনাফের বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে। তবে অক্টোবরের ৯ তারিখে, মিয়ানমার নৌবাহিনী কর্তৃক ৫৮ জন বাংলাদেশি জেলে ও ৬টি মাছ ধরার ট্রলার আটক করলে সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। একই দিনে আরেকটি মাছ ধরার ট্রলারকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিনজন বাংলাদেশি জেলে আহত হয় এবং পরবর্তীতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মো. ওসমান (৫০) মারা যান। কিন্তু জল সীমান্তে এই তীব্র সংকটের মূল কারণ কী? মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধই কি একমাত্র নিরাপত্তা সংকট? বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কেমন পদক্ষেপই বা নেয়া উচিত?

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের উপজেলা টেকনাফ যার দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও পূর্বে নাফ নদী। অর্থাৎ তিনদিকেই জলসীমা নিয়ে গঠিত এই উপজেলা। টেকনাফ, দেশের অন্যান্য উপজেলার চেয়ে বেশিই নিরাপত্তা সংকটে থাকে, বিশেষত এর অবস্থানের কারণে। টেকনাফের উত্তরে সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য শুধু বন্যপ্রাণীদেরই অভয়ারণ্য নয়, বরং সন্ত্রাসী ও মাদক পাচারকারীদেরও অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সহজে নদীপথ পাড়ি দিলেই সীমান্ত পেরোনো সম্ভব, তাই মাদক সরবরাহের সবচেয়ে বড় রুটেও পরিণত হয়েছে এই অঞ্চল।

অন্যদিকে, ২০১৭ সালের পর থেকে ক্রমবর্ধমান রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চলে শুধু টেকনাফই নয়, বরং সমগ্র কক্সবাজারেই আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংকট দেখা দিয়েছে। বেড়েছে অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম। তারপরও, অভ্যন্তরীণ সকল সমস্যা ছাপিয়ে মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধই বর্তমানে টেকনাফের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা সংকট। ২০২১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মিয়ানমার সেনাবাহিনী সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে ক্ষমতায় বসে। সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করা হয়, অং সান সূচি কে ২৭ বছরের কারাদণ্ড ও ৪০০ রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও এমপিকে গৃহবন্দী করা হয়। একই দিনে দেশের সরকারি টিভি চ্যানেল দখল ও দেশব্যাপী ইন্টারনেট ও টেলিফোন সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়। মিয়ানমারের নাগরিকরা তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুললে দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

২০২৩ সালে এসে গৃহযুদ্ধ নতুন মোড় নেয়, যখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী মিলে 'থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স' গঠন করে। একই বছরের অক্টোবরের ২৭ তারিখ এই যৌথ বাহিনী মিলে 'অপারেশন ১০২৭' পরিচালনা করলে, গৃহযুদ্ধ বহুপাক্ষিকতায় মোড় নেয়। একদিকে মিয়ানমারের তাতমাডো সেনাবাহিনী, এর বিপরীতে যুদ্ধরত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও এর সাথে যুক্ত তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মিত্রতা। এখানে বলে রাখা ভালো, প্রায় সকল বিদ্রোহী গোষ্ঠীই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কিংবা চীনের কাছ থেকে অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা পেয়ে আসছে। ফলে, প্রতিটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর কার্যক্রম অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর দ্বারা।

২০২৪ এর ফেব্রুয়ারির দিকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণই হারিয়ে ফেলে। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের আরাকান আর্মি, রাখাইনে একের পর এক শহর দখল করতে থাকে। যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ন্যূনতম ৮৬৫ জন তাতমাডো সেনা কর্মকর্তা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন। এদিকে, থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হচ্ছে আরাকান আর্মি, যাদের লক্ষ্য আরাকান বা রাখাইন রাজ্য স্বাধীন করা। আরাকান আর্মির অধিকাংশ সেনাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে, রাখাইন রাজ্যে প্রায় ৬ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে।

জাতিগত ও ধর্মীয়ভাবে বিভক্ত এই দুই জাতির রয়েছে দীর্ঘকালের বিরোধ। যার ফলে, বহুপাক্ষিক ও বহুমাত্রিক এ গৃহযুদ্ধে অস্তিত্বের লড়াইয়ে জড়িয়ে এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

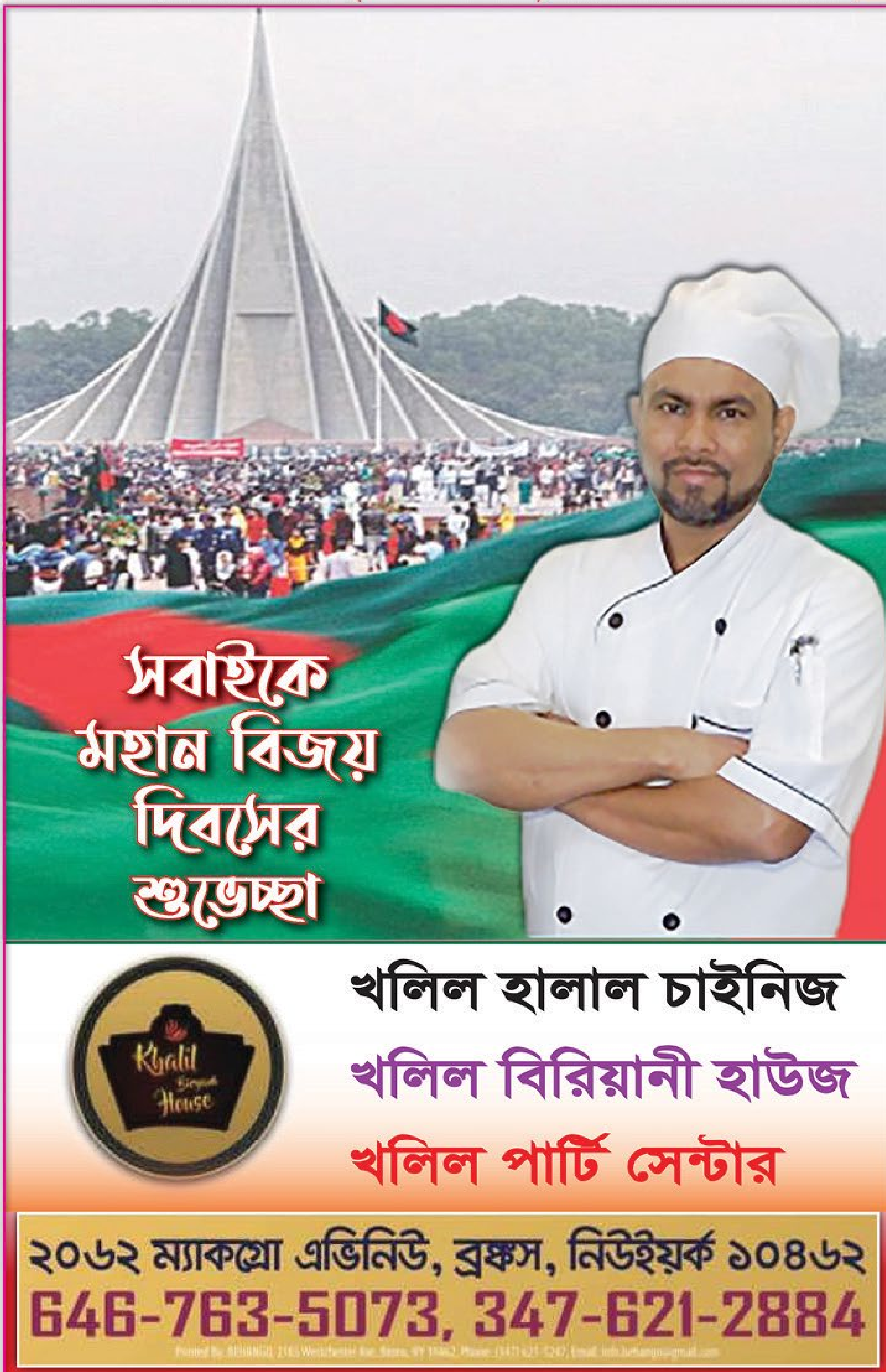
সবাইকে
মহান বিজয়
দিবসের
শুভেচ্ছা
Khalil Biryani House
খলিল হালাল চাইনিজ
খলিল বিরিয়ানী হাউজ
খলিল পার্টি সেন্টার
২০৬২ ম্যাকগ্রো এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
646-763-5073, 347-621-2884

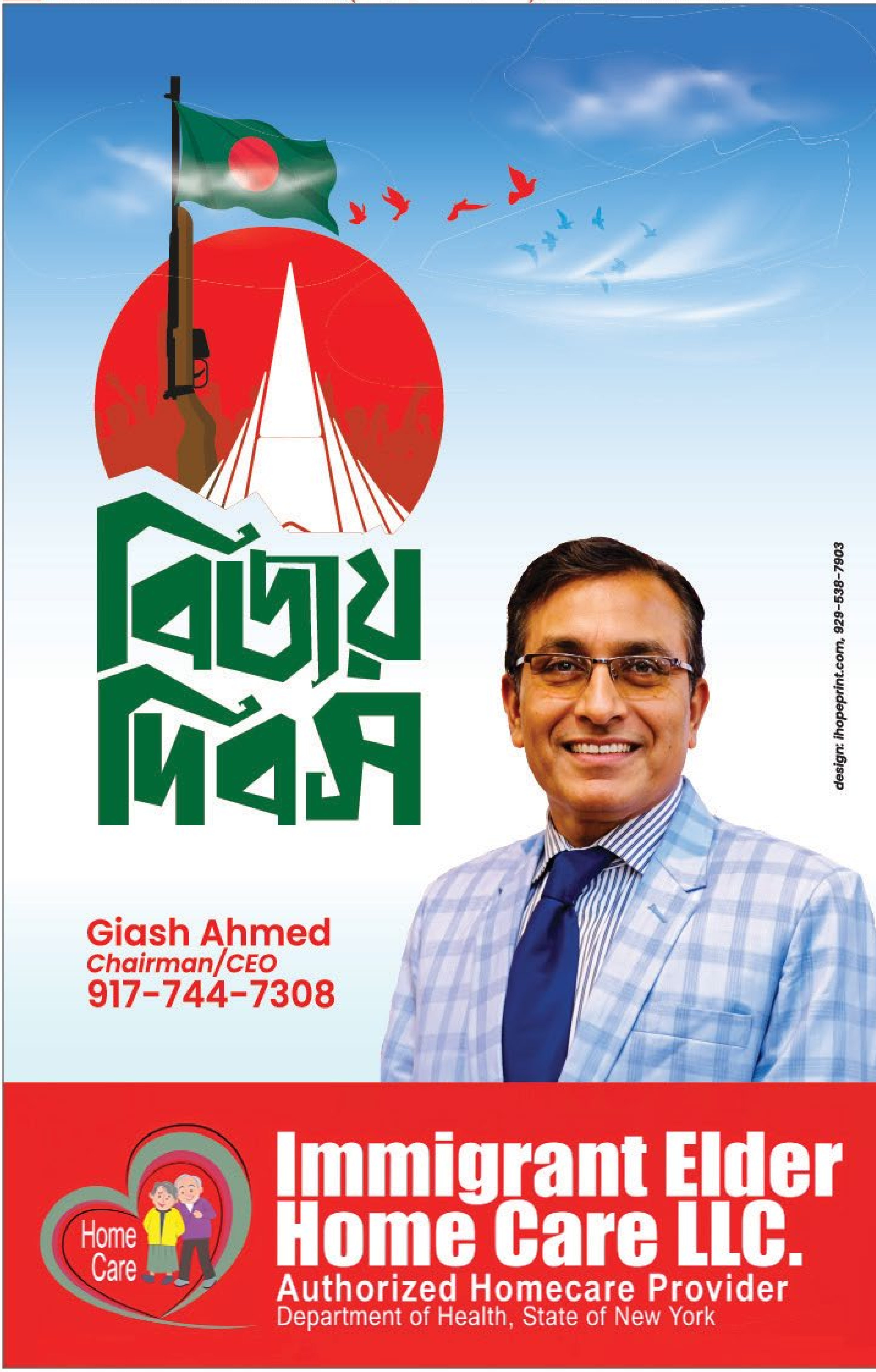
বিজয় দিবস
design: ihopeprint.com, 929-538-7903
Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
Home Care
Immigrant Elder
Home Care LLC.
Authorized Homecare Provider
Department of Health, State of New York

বিজয় দিবসে
বিজয়
শুভেচ্ছা
design: ihopeprint.com, 929-538-7903
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Rano Nawaz
Vice President
Shah Nawaz Group
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
GOLDEN AGE
HOME CARE
আজকাল
NY CAR & LIMO
DMV SERVICES
SSRR Properties
NB TV

সাপ্তাহিক আজকাল
◆ শুক্রবার ◆ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

স্বাধীনতা কোনো ছেলের হাতের মোয়া নয়

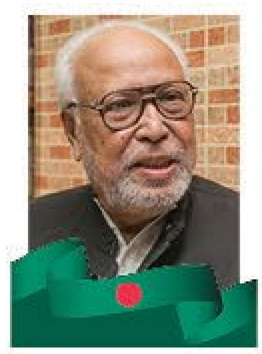

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, *বীরউত্তম*

কখনো খুব একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল না। মুসলমানের ছেলের হিন্দু মাস্টার, কতো বড় বড় মুসলমানের কারকারবারে হিন্দু প্রধান। জন্ম আমার মুসলিম পরিবারে। কিন্তু গুরু আমার নিম্ন বর্ণের হিন্দু দুঃখীরাম রাজবংশী। তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চাইতে বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতকেই ভাবতে হবে, বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। যদিও এখনকার অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই ভালো করে চিনি না, জানি না। আমাদের সময়ের অনেকেই চলে গেছেন, অবসরে গেছেন। তবু দীর্ঘ সময় ভারতে থেকে ভারতের যে প্রাণ খুঁজে পেয়েছি তাতে এক সময় সত্যিকার অর্থেই দু'দেশের সম্পর্ক হবে দেশের জনগণের উপর ভিত্তি করে, কোনো ব্যক্তি বা দলের উপর নয়।
বাঙালি জাতির হাজার বছরের আরাধ্য স্বাধীনতার মাস ডিসেম্বর। প্রবল পরাক্রমশালী পৃথিবীর এক দারুণ শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করে আমরা স্বাধীনতার লাল সূর্য্য ছিনিয়ে এনেছিলাম। ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তান হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়লে আমরা যেমন দিশাহারা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম, '৭১- এর ডিসেম্বরের দিকে পাকিস্তানি হানাদাররা তেমন দিশাহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। ৬ই ডিসেম্বর ভুটান এবং ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেয়। মহান ভারত বিরাট দেশ। তাদের স্বীকৃতি নিয়েই আলোচনা হয় বেশি। কিন্তু সবার আগে ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছিল। যদিও সেই ভারত নিয়ে, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক নিয়ে ইদানীং বড় টানাটানি। কোনোক্রমেই এমনটা হওয়া উচিত ছিল না। রাজনৈতিক সখ্যতা বা দূরত্ব অনেক কিছুই থাকবে। কিন্তু তাই বলে এক দেশ আরেক দেশের সঙ্গে চরম শত্রুতা করবো, মর্যাদাহানি করবো- এটা হতে পারে না। কিন্তু আদতে তাই হচ্ছে।
সুপরিকল্পিতভাবে অনেক জায়গায় স্কুল- কলেজের সামনে ভারতীয় পতাকার অবমাননা করা হচ্ছে। আবার এদিক থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়ো তুলে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। সত্যিকার অর্থেই আমরা হাজার বছর একসঙ্গে বাস করছি- কখনো খুব একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছিল না। মুসলমানের ছেলের হিন্দু মাস্টার, কতো বড় বড় মুসলমানের কারকারবারে হিন্দু প্রধান। জন্ম আমার মুসলিম পরিবারে। কিন্তু গুরু আমার নিম্ন বর্ণের হিন্দু দুঃখীরাম রাজবংশী। তাই

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং আমাদের দায়

এবিএম সালেহ উদ্দীন

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুষ্টচক্রের সাজানো ছক সেসময় অনেক অঘটনের জন্ম দেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সময়কার দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং দুইশত বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার গ্লানির পর পূর্ববাংলার জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে নবগঠিত পাকিস্তানের নিকট থেকে আশা করা হয়েছিল। ভারতের হিন্দুত্ববাদ এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নামকাওয়াস্তে মুসলমানিত্বের তকমায় তৎকালীন পূর্ব

এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

এঁকে রাখা গৃহের বিবরণ

ফারহানা ইলিয়াস তুলি

চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি না।
চাইলেই বন্ধ করে দিতে পারি না,
সবুজ উদ্ভিদের শুশ্রূষা -
কিংবা যে লাল রঙের সূর্য দেখে প্রতিটি ভোর
আমার দিকে পৃথিবীর ছায়া ফেলে:
আমি অস্বীকার করতে পারি না তার ঋণ।

কোনো সুদূর পর্যন্তই, মানুষের চোখের সীমানা
থাকে না। এই যে নদীর স্পন্দন, এই যে পাতার ছোঁয়া
তা মানুষের বুকের ভেতরে জমা থেকেই,
দেশ থেকে দেশান্তরি হয়। হাঁটে সাথে সাথে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতেই একদিন আমাদের একটি
নিজস্ব ঘর চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, নিজ গৃহে
গড়ে উঠবে পাখি ও প্রজন্মের কলরব। কেউ,
গান গাইবে। কেউ গান শুনবে। কেউ নতুন কোনো
গানে সুর দিতে দিতে, হাতে তুলে নেবে বাঁশি।

মানুষ চিরদিনই আওয়াজের কাঙাল! কেউ ডাক দিয়ে
কাছে টেনে নিলে, অথবা হাঁক দিয়ে একটি পতাকার
ছায়াতলে সমবেত হতে বললে-
হাতগুলো মনের অজান্তেই উঁচু হতে থাকে;
আর উচ্চারণ করে, কালের জয়ধ্বনি!

এই বাংলায় এভাবেই একদিন বিজয়ের বিকেল এসেছিল।
ছিন্ন জামা পরা শিশুদের দল,
উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিল-জয় বাংলা!
যাদের গায়ে লেগেছিল শীতের হাওয়া,
তারাও আনন্দের উষ্ণতায় ছুটেছিল রেসকোর্সের দিকে
মুক্তির আনন্দে পাখিরা সমাপ্ত করেছিল বৃক্ষভ্রমণ!
গৃহ থেকে গৃহে,
গ্রাম থেকে গ্রামে,
গন্তব্য থেকে গন্তব্যে,
সুনসান নীরবতা ভেঙে, জমে থাকা রক্তছাপের ভেতর
জেগে উঠেছিল সেই মানচিত্র,
আমাদের সংরক্ষিত ভালোবাসার নতুন সংস্করণ ।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

স্বর্ণবিভ্রম

রুশো আরভি নয়ন

তুমি কি ঈশ্বর? নাকি মানুষের সৃষ্টি, সোনার দেবতা?
তোমার পায়ে মাথা নত করে দাঁড়ায় রাজা,
তোমার হাত ধরতে চায় পথহারা ভিখারি।
তুমি দিন, তুমি রাত,
তুমি সভ্যতার সোনালি পিঁপড়ে, তুমি দাসত্বের বিষাক্ত রক্ত।
তোমার স্পর্শে কুঁড়েঘর হয় সুবর্ণ মহল,
তোমার অভাবে পেটের ক্ষুধা হয়ে ওঠে ধারালো ছুরি।
তুমি প্রেমের চিঠিতে ফুটিয়ে তোল জলজ পদ্ম,
তুমি বাজারের ঝড়ে ছড়িয়ে দাও শূন্যতার কর্কশ ধ্বনি।
তুমি কি অমৃত? নাকি স্বর্গের দুয়ার ছুঁয়ে ফেরা মরীচিকা?
তুমি গন্ধম ফলের লোভ, দহনময় আলো,
যা চুম্বনে পরিণত হয় ছাইয়ের প্রতিশ্রুতিতে।
তুমি খাতা-কলমে জমে থাকা শীতল সংখ্যা,
তোমার ছায়ায় নির্মিত হয় স্বপ্নভঙ্গের ধ্বংসস্তূপ।
তুমি কি আয়না, যেখানে ভেসে ওঠে মিথ্যের প্রতিচ্ছবি?
তোমার দাসত্বে বন্দি পৃথিবীর প্রতিটি প্রভাত,
তোমার অভিলাষে থেমে থাকে সমস্ত রাত।
তুমি নেই বলে বাবার চোখে জমে ওঠে মরুভূমির ধুলো,
তুমি নেই বলে মায়ের হাতে থালা পড়ে ভাঙা গঙ্গার তীরে।
তুমি কি জীবন? নাকি জীবনের পিপাসার সমাধি?
তুমি কি সত্য,
নাকি ছায়ার আড়ালে লুকানো এক অন্তহীন মিথ্যা?
তুমি আগুন, অথচ তুমি ছাই।
তোমার জন্যই আজ মানুষ বাঁচে,
তোমার জন্যই মানুষ মরে।
তোমার জন্য রাজপথ হয় মঞ্চ,
তোমার জন্য চিতার শিখায় মিশে যায় স্বপ্ন।
তুমি কি জীবন?
নাকি জীবনের সীমানায় লেখা অদৃশ্য শূন্যতা?

লেখক: কবি, রাজশাহী।

কলিজা

মো. রহমত আলী

এক কথায় মন ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ,
আরো বেশি হিম্মত এসে হলো যুক্ত,
চোখের কোনায় জমে আছে মুক্ত,
ব্যথিত হৃদয়ে আরো ব্যথা সংযুক্ত,
অপমানের আনন্দে হাসিমুখ উন্মুক্ত।
কিছু বলতে চাই, তবে মুখ খুলতে চাই-না,
চোখে চোখে বর্ণনা, যদি বুঝে নিতে তাই।
জেগে আছে তো সবাই!
তবে ঘুমন্ত অন্তর কোণে লুকানো আবেগ,
আর নিদ্রিত মগজে লোপাট বিবেক।
তাই সীমানা পেরিয়ে যেতে চাই না,
তো যতটুকু ব্যথা ততটুকুতেই কথা,
অপমানে-ও রাজি মন ভেঙেছে কাজী,
অভিমানী অভিযাত্রী একাকী আমি।
এক কথায় মন আনন্দে উজ্জ্বল,
শত ব্যথায় কেন যেন নাহি চোখে জল,
দুঃখ পেতে পেতে অটুট মনোবল।
তাদের আচরণে ঘুম আসেনা চোখে,
কলিজা কেঁপে কেঁপে সারারাত কাঁদে,
নির্দয় মিষ্টি মিষ্টি নির্মম কথাগুলোর
আঘাত, উত্তপ্ত পাথরের চেয়েও জোর,
তবে কোনো টুঁ শব্দ করা একদম বারণ।
তবুও ঘুমন্ত বিবেক গুলো জাগ্রত হোক,
দশ কথায় সমাধান, এক কথায় প্রকাশ,
ভালোবাসার ব্যবহার ভালোবেসে হোক।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

সাপ্তাহিক আজকাল
◆ শুক্রবার ◆ ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪

মহান বিজয় দিবস

বিজয় দিবসে কিংবা স্বাধীনতা দিবসে নির্জনে একলা একা আমি প্রিয় কিছু দেশের গান শুনি আর প্লাবিত হই আনন্দ-বেদনার সম্মিলিত অশ্রুর বন্যায়। সেই গানগুলোর একটি--সব ক'টা জানালা খুলে দাও না। এই গানটা আমাকে একই সঙ্গে প্রাপ্তির আনন্দ আর স্বজন হারানোর বেদনায় সিক্ত করে। বাংলাদেশ থেকে সাড়ে বারো হাজার কিলোমিটার দূরের দেশে বসে ২০২২ সালের বিজয় দিবসেও গানটা শুনতে শুনতে একই রকম অনুভূতিতে আক্রান্ত হলাম। এই গানটিকে কেন্দ্র করে একটা স্মৃতিগদ্য লিখেছিলাম। গানটি--এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই বললেও আমি কাঁদছি! কেনো কাঁদছি জানি না। কিন্তু লেখাটা পড়তে পড়তে ফের আমি কাঁদছিই তো!......

'এমন খুশির দিনে কাঁদঁতে নেই'...

লুৎফর রহমান রিটন

আমি চিরকাল গানে পাওয়া মানুষ। ক্লান্তিহীন গান শুনি বলেই ডিপ্রেশন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে পারে না। গেলো নয় মাসের করোনাবন্দী জীবন এখনো আমার কাছে তাই একঘেয়ে নয়। যদিও সব গান আনন্দের নয়। কোনো কোনো গান কান্নারও অধিক কিছু। গানই আমাকে সজিব সচল আর প্রাণবন্ত রেখেছে। কোনো কোনো গান শোকার্তই করে না শুধু, ভাসিয়ে নেয় অশ্রুর প্লাবনেও। জাগতিক পরিবেশ পরিস্থিতি আর শব্দময় পৃথিবীর সমস্ত শব্দকে স্তব্ধ ↘ এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

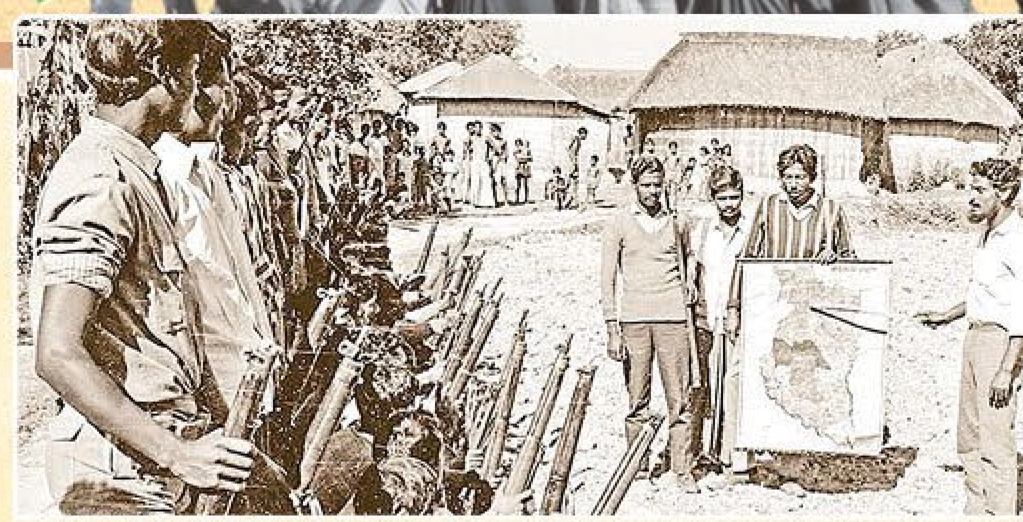

ছবি সৌজন্য: মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ

একাত্তরকে ভুলতে পারে উন্মাদ ও বিকৃত মানুষ

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

জাতীয় ঐক্যের কথা বলতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে কার বিরুদ্ধে ঐক্য এবং কিসের জন্য ঐক্য। কার বিরুদ্ধে ঐক্য সেটা একাত্তর সালে আমরা জানতাম, ঐক্য ছিল পাকিস্তানি শোষকের বিরুদ্ধে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ার জন্য ঐক্য। এখন ওই ঐক্য নেই। এখন প্রতিটি মানুষ কেবল নিজের সমৃদ্ধি নিয়ে ভাবছে। নিজের স্বার্থ দেখছে। অন্য কোনো আদর্শ নেই। মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ, সে আদর্শকে সামনে আনতে হবে। সে আদর্শটা ছিল একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ওই আদর্শে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলে আসবে না। একাত্তর সালে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হওয়ার নিরিখ নয়। নিরিখটা হচ্ছে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, যার পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদ।
এটা অবিশ্বাস্য, লজ্জাজনক ও দুঃখজনক যে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে ↘ এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বিজয়ের ছড়া

ইশতিয়াক রুপু

অবরুদ্ধ নয়টি মাস
কষ্টে বোনা রক্ত চাষ
হায়েনাদের চিৎকার
মানবতার সকল হার।

চোখে দেখা কানে শুনা
নির্মমতার নানা বিবরন,
ভয় কাতরে দিন কাটতো
অনিশ্চিয়তায় সর্বজন!

জনতার সকল দাবী
করলো অস্বীকার,
পাক বাহিনীর পা চাটা
ইয়াহিয়া সরকার।

আনতে বিজয় যুদ্ধ শুরু
মুক্তিকামী জনতার
কোন দানবে রুখবে তাহা
থাকলো না সাধ্য আর!

পরাজয়ের দুঃখ গ্লানি
পাকবাহিনীর মুন্ডুটে
বন্দী হলো দলে দলে
জেল হাজতের শকটে!

দলে দলে মুক্তি সেনা
লাল সবুজের পতাকায়
ঢেকে দিলো প্রিয় বাংলা
ভালবাসা মমতায়।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

বিজয় দিবস

সুব্রত চৌধুরী

বিজয় দিবস ক্যালেন্ডারে
আঁকা রক্ত দাগে,
মনের মাঝে ঝংকার তোলে
স্বাধীনতার রাগে।

বিজয় দিবস ক্যালেন্ডারে
যুদ্ধ জয়ের দিন,
রংয়ে রংয়ে রংগীন স্বদেশ
দুঃখ ব্যথা লীন।

বিজয় দিবস ক্যালেন্ডারের
সৌরভ ছড়ায় রাগে,
নিশান হাতে ছোটে নাব
স্বদেশ অনুরাগে।

বিজয় দিবস ক্যালেন্ডারে
রক্তে আঁকা লাল,
বাংলাদেশের গাঙ্গে ওড়ে
সবুজ লালের পাল।

লেখক: কবি, নিউজার্সি।

বিজয়

মশিউর রহমান রুবেল

এই বিজয় আমার
এই বিজয় তোমার
এই বিজয় ছিনিয়ে আনতে
ভয় করেনি বোমার।

এই বিজয় হবে না ম্লান
এই বিজয় সম্মান
এই বিজয় আনতে করেছেন
তারা জান কোরবান।

এই বিজয় চেতনার
এই বিজয় প্রেরণার
এই বিজয় খোকা হারানো
মায়ের কেবল শান্তনা।

এই বিজয় বাবার
এই বিজয় সবার
এই বিজয় দেয় প্রেরণা
মুক্ত হয়ে যাবার।

লেখক: কবি, ঢাকা।

সুদিন

হাফিজুর রহমান

তুমি এসো
আমার জন্যেই আসবে,
আসতেই হবে একসময় - একদিন;
না-হলেও ভালোবেসে!
আশাহত, হতে দিও না আমাকে।

ছোট হতে দিও না
হতে দিও - না কখনও অপমান,
বাঁচতে দিও সম্মানটুকুই নিয়ে -
মানুষ হিসেবে ধরে রাখতে মর্যাদা;
উপভোগ করাতে এ জীবনটাকে।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

আমাদের সম্প্রীতি

আবদুল হামিদ সোহেল

উত্তেজনার শেষ চেষ্টাটা করেও যে
ওপারের কিছু লোক খুব যে হতাশ
এদেশের মানুষের ধৈর্যটা আছে বলে
সকলকে শান্তির দেই আশ্বাস ।

ষড়যন্ত্রের জাল যতোই ছড়াক তারা
ভাঙবে না আমাদের কোন মনোবল
কল্পনাতেও যেন ভাবতে কঠিন লাগে
আমাদের সম্প্রীতি এতই প্রবল ।

গুজবের কাহিনী যে মিডিয়াতে হটটক
হিংসা ও কলুষতা ছড়ায়েছে আজ
ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে আজ জনগন
পুরোটা এ দেশজুড়ে তুলেছে আওয়াজ।

লেখক: কবি, নিউইয়র্ক।

City of Yes: 80,000 New Homes & Affordable Housing for NYC

Shah Nawaz

In response to the housing crisis in NYC, Mayor Eric Adams, Governor Kathy Hochul, Council Speaker Adrienne Adams, and DCP Director Dan Garodnick introduced the "City of Yes for Housing Opportunity" zoning proposal. With a rental vacancy rate of 1.4%, this amendment aims to address restrictive zoning rules and the housing crisis by promising 80,000 new homes over the next 15 years and a $5 billion investment in infrastructure and housing. Mayor Adams lauded the legislation as a bold move benefiting working-class New Yorkers.

The plan includes initiatives like the Universal Affordability Preference (UAP), allowing for more housing in medium- and high-density developments, construction of apartment buildings near transit, legalization of small ADUs, updating parking mandates, and more. Housing activist Shams DaBaron emphasized the importance of this decision in combating homelessness and undoing decades of discriminatory zoning policies. The focus is now on providing a right to housing instead of settling for a right to shelter, marking a significant step towards solving the homelessness crisis.

The "City of Yes for Housing Opportunity" zoning proposal represents a crucial step forward in addressing the housing crisis in NYC by taking a proactive approach to provide affordable housing options for all residents. By focusing on increasing housing availability and affordability through innovative measures like the UAP and updating zoning regulations, the city is moving towards a more equitable and inclusive future.

This initiative, with its commitment to investing in infrastructure and prioritizing the needs of working-class New Yorkers, demonstrates a bold and progressive approach towards tackling homelessness and dismantling systemic barriers to housing access. With support from key leaders like Mayor Adams and housing activists like Shams DaBaron, this proposal has the potential to create meaningful change and set a new standard for housing policy in the city.

Eric Adams doesn't rule out switch to the GOP

Ajkal Desk

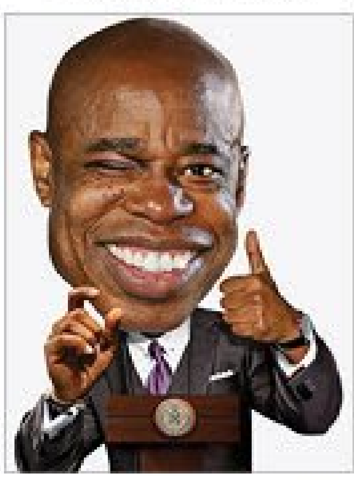

The New York City mayor has been at odds with national Democrats over immigration. Eric Adams' openness to Donald Trump has outraged local Democrats because of the power the incoming president will have over the five-count criminal case Adams faces in federal court.

New York City Mayor Eric Adams, a Democrat who has taken a soft touch with President-elect Donald Trump, left open the possibility of switching to the Republican Party in a pair of Friday morning interviews. Adams was a member of the GOP from 1995 through 2002, and was asked during an appearance on NY1 whether he would return to the party. He did not rule out the possibility. "I'm a part of the American party," he said in response. "I love this country." Asked to clarify his comments in a subsequent interview on PIX11, the big-city mayor again left open the question about his future political affiliation. "No matter what party I'm on or vote on, I'm going to push for American values," he said, arguing that officials need to move beyond parties altogether and work in concert to solve voters' problems. Adams' comments come on the heels of a presidential race in which the mayor — unlike most of his fellow Democrats — took pains to avoid criticizing Trump. And since Trump's ascension to the White House, Adams has spoken glowingly about Elon Musk, a confidant of Trump tasked with making government more efficient. The mayor is set to sit down with Tom Homan, the incoming border czar, next week to talk about plans to deport undocumented immigrants. Adams has said he would support any federal plan that focuses on those undocumented immigrants who have committed serious crimes. The mayor's openness to Trump has outraged local Democrats because of the power the incoming president will have over the five-count criminal case Adams faces in federal court. Trump has already settled on a nominee to replace the U.S. Attorney prosecuting Adams. And as POLITICO has reported, Trump could assist Adams with the case, including offering him a pardon.

Trump Wants Deport 'Even Kids Who Are Here Legally with illegal parents

Ajkal Desk

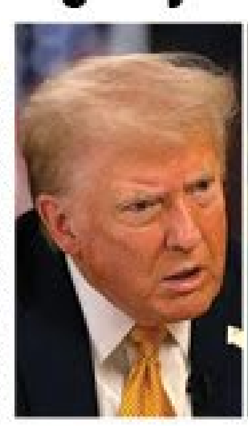

President-elect Donald Trump stunned NBC News anchor Kristen Welker he will deport entire families rather than separate them, even when Welker clarified that would include "kids who are here legally." Trump sat for an exclusive interview that aired on last Sunday morning's edition of NBC's Meet the Press, during which Welker asked him about comments made by incoming border czar Tom Homan:

KRISTEN WELKER: Sir, you said during the campaign you had concepts of a plan. Do you have an actual plan at this point for health care?

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: Yes. We have concepts of a plan that would be better. But —

KRISTEN WELKER: Still just concepts? Do you have a fully developed plan?

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: Let me explain. We have the biggest health care companies looking at it. We have doctors who are always looking. Because Obamacare stinks. It's lousy. There are better answers. If we come up with a better answer, I would present that answer to Democrats and to everybody else and I'd do something about it. But until we have that or until they can approve it — but we're not going to go through the big deal. I am the one that saved Obamacare, I will say. And I did the right thing. I could've done the more political thing and killed it. And all I had to do is starve it to death.

KRISTEN WELKER: You did try to have your Justice Department effectively kill it, though, sir.

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: No, no. Kill it from a legal standpoint. But from a physical standpoint, I made it work.

KRISTEN WELKER: In — in your concepts of a plan, sir, will people with preexisting conditions still have coverage? And can you guarantee their prices will not go up?

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: The answer is yes, they'll have coverage. You have to have it —

KRISTEN WELKER: And what about their prices —

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: — because you know what, it's —

KRISTEN WELKER: What about their prices, sir?

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: I want the prices to go down. I want to have better healthcare for less money, and there are ways of doing it, I believe. And I have the — I have the smartest people in that world. You know that's a separate world unto itself. I have the smartest people in that world looking at it and trying. And if they come up with something, I will present it. Now, maybe you won't be able to sell it. But if — if we get better healthcare for less money, I believe it's very salable.

KRISTEN WELKER: Just very quickly, when will we see your fully developed plan? When are you going to —

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: Well, I don't know —

KRISTEN WELKER: — show the public that?

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: — that you'll see it at all. I can only say that we have some of the best healthcare people. I've always tinkered with it. I think — it's a little hard to explain. Obamacare, when I took it over, was a disaster. And I made it workable.

KRISTEN WELKER: It has insured 20 million people.

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: Yeah, because of me. Because of me. If you look at what I did, I was the one —

KRISTEN WELKER: But you tried to —

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: I made it good — yeah legally —

KRISTEN WELKER: You tried to repeal and replace. You tried to kill it, sir.

PRESIDENT-ELECT DONALD TRUMP: Because if I repealed it and replaced it, we would've had a better system because we wouldn't have had healthcare. And the Democrats would've been forced to do something. If we wouldn't have had it, the Democrats would've been forced to do something that they wouldn't do if we have it.

Jennifer Lopez's Cutout Dress Might Be Her Best Look Yet

Ajkal Desk

Jennifer Lopez is delivering the gift of fashion this holiday season. And she did it one of her boldest looks to date. The "If You Had My Love" singer showed off her fabulous assets in a chic (and sexy) dress in honor of the holiday season. In a video shared to Instagram Dec. 8, the 55-year-old—who is in the middle of her divorce from Ben Affleck, strutted down the hallway putting the front of the black glittering cutout gown on display to choreographer Brandon O'Donnell's viral believe in yourself sound. As she turned the corner, Jennifer revealed the dress is completely backless, with the fabric starting right above her waist, and cascading into a high slit. Next to the clip she wrote, "Believe in yourself." One moment for the dress wasn't enough. J.Lo further showed off the dress with a glam photoshoot, featuring shots of her standing next to a Christmas tree, putting the back of the dress of display as she flirts with the camera, and playfully stirring sauce in the kitchen. Jennifer captioned the moment, "MY FAVORITE PART about going out is coming home for the midnight snack."

Bangladesh elected VP of UN Human Rights Council

Ajkal Desk

Bangladesh has been unanimously elected vice president of the UN Human Rights Council responsible for promoting and protecting all human rights around the globe. The decision has been made on Monday, according to a statement of the Bangladesh Permanent Mission to the UN in Geneva yesterday. Bangladesh will be vice-president for entire 2025. The bureau of the Human Rights Council consists of one president and four vice presidents representing each of the five UN regional groups. This is the first time Bangladesh is going to serve as VP since the Human Rights Council was established in 2006.

UNHRC

$150 MILLION INVESTMENT IN TRANSFORMATION OF FIFTH AVENUE

Ajkal Desk

New York City Mayor Eric Adams today announced an initial $152.7 million city investment in the city and the Future of Fifth Partnership's plan to transform Fifth Avenue between Bryant Park and Central Park into a world-class, pedestrian-centered boulevard — bolstering the iconic corridor's status as a catalyst for economic growth and job creator for New York City. The proposed design expands sidewalks by 46 percent, shortens pedestrian crossings by a third, reduces the number of traffic lanes from five to three, and adds plantings and lighting to make for a more walkable, greener, and safer boulevard. This initial investment will cover the entire design and the beginning of construction. It will also include much-needed underground sewer and water main upgrades, which will enable underground and aboveground work to be done concurrently and efficiently. The Fifth Avenue Association will continue this public-private partnership with additional investments in this project. Once complete, this project — the first major redesign in the avenue's 200-year history — is projected to pay for itself in less than five years through increased property and sales tax revenue. It will also bolster Fifth Avenue's status as a job and wealth creator for all five boroughs. Mayor Adams made the announcement as he concludes "Affordability Week," a week where he highlighted numerous generational projects that will make life more affordable for working-class New Yorkers and put money back into the pockets of working-class New Yorkers. "Fifth Avenue is an economic powerhouse for New York City — it fuels more than 300,000 jobs and $44 billion in wages," said Mayor Adams. "That's well-earned money in working peoples' pockets — and with the $150 million initial investment that we're announcing today, we're supercharging that. Our transformation of Fifth Avenue will double pedestrian space, add more trees and seating, and do so much more — and it'll pay for itself within five years of completion through increased tax revenues. Fifth Avenue isn't just about the people shopping at the stores — it's about the people who work there, too, and this investment will put money in their

pockets, making this city more affordable for hard-working New Yorkers. This is a huge win for New York City, and I'm grateful to the Fifth Avenue Association, Grand Central Partnership, Central Park Conservancy, and Bryant Park Corporation, as well as our local elected officials, for their partnership throughout this generational project."

"Fifth Avenue is the very heart of the holiday season. As we kick off the third annual holiday streets and the iconic boulevard's 200th birthday, we also celebrate the commitment of over $150 million to make improvements above and below ground," said Deputy Mayor for Operations Meera Joshi. "I want to thank all the groups along the corridor that came together to help design the Future of Fifth." Fifth Avenue is currently 100 feet wide, comprised of five lanes of vehicular traffic and two 23-foot sidewalks. Even though pedestrians make up 70 percent of all traffic on the corridor, sidewalks account for only 46 percent of the space. Each block serves approximately 5,500 pedestrians an hour on an average day and up to 23,000 people an hour during the holidays — the equivalent of a full Madison Square Garden plus 4,000 additional people.

Dhaka asks New Delhi not to interfere in Bangladesh

Ajkal Desk

Foreign Secretary Jashim Uddin told journalists after the Foreign Office Consultation with his Indian counterpart today that Dhaka has asked New Delhi not to interfere in Bangladesh's internal affairs. "We said people of all religions in Bangladesh freely practice their faiths. This is our internal affair. It is not expected [of other countries] to make comments on our internal affairs. We don't do it for other countries," he said. India recently issued statements after the arrest and denial of bail of Hindu priest Chinmoy Krishna Das. There have been demonstrations in various parts of India and an attack on the Bangladesh mission in Agartala as well.

Farooki bhai is pure magic: Bijori Barkatullah

Ajkal Desk

This month, Bijori takes on a new cinematic journey with "840", directed by the renowned Mostofa Sarwar Farooki. In an exclusive interview with with renowned English daily, she shared her thoughts about the film and her career. Bijori Barkatullah, a name etched in the minds of audiences since her iconic role in the drama "Kothao Keu Nei", has spent years enthralling fans with her talent. From acting to dance, her journey has been adorned with accolades, admiration, and affection. In recent years, she has been making her mark on OTT platforms as well.

This month, Bijori takes on a new cinematic journey with "840", directed by the renowned Mostofa Sarwar Farooki. In an exclusive interview with The Daily Star, she shared her thoughts about the film and her career. "I've worked with many directors, but this is my first time acting in a project helmed by Mostofa Sarwar Farooki. The film, '840', is set to release soon, and I play the character Soheli, the wife of a politician.

Chinese National Charged for Illegal Scheme to Export Controlled Data Department of Defense

Ajkal Desk

A four-count indictment was unsealed today charging Hang Sun, also known as Cody Sun, with conspiracy, wire fraud, smuggling, and a violation of the Arms Export Control Act for his role in an illegal scheme to send export-controlled defense-related technical data to China and to unlawfully supply the Department of Defense (DOD) with Chinese-origin rare earth magnets for aviation systems and military items. The indictment alleges that between January 2012 and December 2018, the defendant conspired to send approximately 70 drawings containing export-controlled technical data to a company located in China without a license from the U.S. government, in violation of the Arms Export Control Act and the International Traffic in Arms Regulations. The technical data drawings were the property of two U.S. companies and were related to end-use items for aviation, submarine, radar, tank, mortars, missiles, infrared and thermal imaging targeting systems, and fire control systems for DOD.

The indictment further alleges that Quadrant Magnetics imported rare earth magnets that were smelted and magnetized by a company in China. Quadrant then sold these magnets to two U.S. companies which included them in components sold to DOD for use in the F-16, the F-18, and other defense assets in violation of the Defense Acquisition Regulations System (DFARS). Under the DFARS specialty metal clause, rare earth magnets sold to DOD must be produced in the United States or an approved country. China is not an approved country. Quadrant Magnetics and three of its employees were separately charged in a superseding indictment filed in the Western District of Kentucky on Dec. 5, 2023. If convicted, Sun faces statutory maximum penalties of up to five years in prison for conspiracy; 20 years in prison for wire fraud; 20 years in prison for exporting technical data without a license; and 10 years in prison for smuggling goods from the United States. A federal district court judge will determine any sentence after considering the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors. Assistant Attorney General Matthew G. Olsen of the Justice Department's National Security Division, Director Kelly P. Mayo of the Defense Criminal Investigative Service (DCIS), U.S. Attorney Michael A. Bennett for the Western District of Kentucky, Executive Assistant Director Robert Wells of the FBI's National Security Branch, and Special Agent in Charge Karen Wingerd of the IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Cincinnati Field Office made the announcement.

গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ৩ মাসের ডায়েট ও কিছু জরুরি টিপস

ডা. ইশরাত জেরিন

গর্ভাবস্থার ১৩ সপ্তাহ থেকে ২৭ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার বা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কাল। এই সময় শরীরে আরও কিছু শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে। শরীরের ওজন কিছুটা বাড়তে শুরু করে, মানসিক আবেগ কিছুটা হলেও কম হয়। মর্নিং সিকনেস বা বমি বমি ভাব এই সময় অনেকটাই কমে আসে। তবে অনেক মায়ের ক্ষেত্রে এই বমি ভাব আরও কিছুদিন থাকে। প্রথম ৩ মাসের পর গর্ভপাত হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা কমে আসে এবং এই সময় ভ্রূণ প্রতিস্থাপিত হয়। প্রথম ৩ মাসের মতো এই সময়ও আপনাকে সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চলতে হবে। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন ডি, ফোলেট সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। তবে মনে রাখবেন, প্রতিটি মানুষের শরীর আলাদা ধরনের। তাই গর্ভধারণের পর খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে একবার আপনার নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে নেবেন।

কী কী খাবেন

● এই সময় ভ্রূণের শরীর ও মস্তিষ্কের কলা গঠন করতে সাহায্য করে প্রোটিন। এ ছাড়া ভ্রূণের শরীরে এন্টিবডি, হরমোন ও এনজাইম তৈরিতেও প্রোটিন সাহায্য করে। মায়ের ইউটেরাস ও স্তনের কলা গঠনেও সহায়তা করে এটি। তাই একজন গর্ভবতী মায়ের এই সময় প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ গ্রামের মতো প্রোটিন গ্রহন করা উচিত। ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, দই, পনির ইত্যাদি প্রোটিনের খুব ভালো উৎস।

● কার্বোহাইড্রেট গর্ভাবস্থায় মা ও শিশুকে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করে। কার্বোহাইড্রেট হলো শ্বেতসার বা জটিল শর্করা যা শরীরে ভেঙে গিয়ে সরল শর্করা বা গ্লোকোজে পরিণত হয়। এই গ্লোকোজ ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য শক্তির যোগান দেয়। একজন গর্ভবতী মায়ের প্রতিদিন ১৭৫ গ্রাম থেকে ২১০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন, যা আপনি ভাত, রুটি, আলু, ভুট্টা ইত্যাদি থেকে সহজেই পেয়ে যাবেন।

● গর্ভাবস্থায় ক্যালসিয়াম ও আয়রন এই ২টি খনিজ উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। ক্যালসিয়াম ভ্রূণের দাঁত ও হাড় গঠন করে, মায়ের অস্টিওপরোসিস রোগ প্রতিরোধ করে, দাঁতের ক্ষয়রোধ করে। এই সময় মায়ের শরীর থেকে শিশু প্রচুর ক্যালসিয়াম নেয়, তাই দাঁতের ডাক্তার দেখান যে দাঁতে কোনো ক্ষয় হচ্ছে কি না। শুধু খাদ্য উৎস থেকে এই সময় ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ সম্ভব না। তাই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। দুধ বা যে কোনো দুধজাতীয় খাবার, কাঁটাযুক্ত মাছ, মাংস, কাজুবাদাম, তিল ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস।

● ভিটামিন ডি শরীরে ক্যালশিয়ামের শোষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে শিশুর দাঁত ও হাড়ের গঠনে সাহায্য করে। এই ভিটামিন এর খাদ্য উৎস খুবই কম। চর্বিযুক্ত মাছ, বাঁধাকপি, ডিম, চীজ ইত্যাদি ভিটামিন ডি এর খাদ্য উৎস। তবে এই সময় ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের পাশাপাশি ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টও গ্রহণ করতে হবে। এরসঙ্গে অবশ্যই প্রতিদিন অন্তত ১০-১৫ মিনিট গায়ে রোদ লাগাতে হবে।

এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে করণীয় কী?

অধ্যাপক মেজর (অব.) ডা. লায়লা আর্জুমান্দ বানু

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আমাদের দেশের যদিও পরিসংখ্যান সম্পূর্ণভাবে নেই। কিন্তু কয়েকটা জায়গায় পরিসংখ্যান করা হয়েছিল। দেখা গেল যে, ১৩.৫% মহিলারা গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ে ভুগছেন। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের দুটি ব্যাপার আছে। একটা হলো যে, মহিলারা খুবই সচেতন। তারা যখনই শুনে যে, তার ডায়াবেটিস হয়েছে, তখন কিন্তু তারা খুব সচেতন হয়ে যান।

তখন আমাদের কাছে আসেন এবং আমরা যেটা বলি নিয়ম-কানুন, সেই নিয়ম-কানুন বেশ ভালভাবে মানেন। আর কিছু রোগী আছে যারা একেবারেই সচেতন না। তারা মনে করে যে, কি আর হবে, কিছুই হবে না। পরে দেখা যায় যে তাদের বাচ্চাদের হয়তো বা কোনো জন্মগত জটিলতা বা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

ডায়াবেটিস এবং প্রেগনেন্সি অথবা গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দুটো দু রকম হতে পারে। একটা হলো যে রোগীর আগে থেকেই ডায়াবেটিস আছে। আরেকটা হলো যে, রোগী গর্ভাবস্থায় আসার পরে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। সেখানে কিছু কিছু ঝুঁকি থাকে। যেমন তার বংশগত ইতিহাস থাকতে পারে, পারিবারিকভাবে আগে থেকেই ডায়াবেটিস থাকতে পারে। তার হয়তো কয়েকটি গর্ভপাত হয়েছে এর আগে। অনেক বড় বাচ্চা ডেলিভারী করতে গিয়ে হয়তো মারা গেছে। বারবার গর্ভপাত হয়।

এছাড়াও তার উচ্চরক্তচাপ, প্রি-এক্লাম্পসিয়া নানা সমস্যা দেখা যায়। এ সমস্ত ঝুঁকি যাদের থাকে, তাদের আমরা মনে করি, ওই সময়টায় ডায়াবেটিস ছিল। হয়তো তখন ধরা পড়েনি। দেখা গেল হয়তো বাচ্চাটা আর বেঁচে নেই বা বেঁচে থাকতে পারলো না। কাজেই আমরা রোগীদের সবসময় বলি যে, আপনারা যেটা প্রি-প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং একটা কথা আছে; সেটা হলো যে, যদি কোন মহিলা মনে করেন যে, তিনি গর্ভধারণ বা প্রেগনেন্সি নিতে চান, তাহলে অবশ্যই তাকে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে।

বিশেষত যদি তার ডায়াবেটিস থাকে, আর ডায়াবেটিস না থাকলেও, ডাক্তারের কাছে আসলে ভাল। আগের থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাবে যে, তার ডায়াবেটিস আছে কি-না। থাকলেও কি অবস্থায় আছে। কন্ট্রোলে আছে কি-না। কারণ, দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোলে থাকে তাহলে কিন্তু একজন মহিলার একদম সুস্থ বাচ্চা হতে পারে, এবং তার কোনরকম জটিলতা দেখা যায় না।

কাজেই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করাটাই হচ্ছে আমাদের আজকের মূল উপাদান। কাজেই যখনই প্রয়োজন প্রি-প্রেগনেন্সি কাউন্সিলিং এর কোন বিকল্প নেই। গর্ভাবস্থার পূর্বে তার সচেতনতা, তার ডাক্তারদের কাছে আসা এবং ডাক্তার সবকিছু পরীক্ষা করে বলবে যে, হ্যাঁ, সে এখন বাচ্চা নিতে পারে। এটা গেল একটা অবস্থা। কাজেই তাকে আমরা এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

রুগ্ন ও আগা ফাটা চুলের পরিচর্যা

অধ্যাপক ডা. এস এম বখতিয়ার কামাল

চুলের আগা একবার ফেটে গেলে তা স্বাভাবিকরূপে ফিরিয়ে আনতে অনেকে চুলের যে অংশটুকু ফেটে গেছে সেই অংশ কেটে ফেলেন। কিন্তু অনেক সময় নারীদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। চুলের চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখা যায়, সাধারণত মেয়েরাই চুল নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকেন এবং তারা চিন্তা করতে করতে আরও চুল হারিয়ে ফেলেন। মূলত তারা নিয়মিত ঘুমাতে যান না, খাবার-দাবার নিয়মিত খান না এমনকি ভিটামিন জাতীয় খাবারও কম খান। মূলত সুন্দর জীবনযাপন না করার কারণে অনেকের অকালে চুল রুগ্ন, আগা ফাটা ও খুশকির সমস্যা দেখা দেয়।

খুশকি যে চুলের জাতশত্রু তা অনেকেই জানেনই না। চুলকে পরিষ্কার রাখা ও খুশকিমুক্ত রাখতে পারলে অনেকের চুল এমনিতেই ভালো থাকে। তারপর পরিপাটি ও সুন্দর চুলের জন্য নিতে হয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা। চুলের আগা ফাটার সবচেয়ে কার্যকর সমাধান হলো, তেল ও মেডিকেটেড শ্যাম্পু। তেল চুলে পুষ্টির জোগান দেয়। তাই নিয়মিত চুলে তেল দিতে হবে।

এক্ষেত্রে আমরা সবাই সাধারণত নারিকেল তেল ব্যবহার করে থাকি। এ ছাড়াও জলপাই-তেল, বাদাম-তেল বা তিলের-তেল ব্যবহার করা যায়। এ সময় তেল খুব ভালোভাবে মাথার ত্বকে মালিশ করার পাশাপাশি চুলেও লাগাতে হবে। ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে ৩ দিন চুলে তেল লাগানো উচিত। চুলের রুক্ষতাব কমাতে এবং আগা ফেটে যাওয়ার প্রবণতা রোধ করতে, প্রতিদিন শ্যাম্পু করা বাদ দিতে হবে। কারণ চুল ধোয়ার ফলে, মাথার ত্বকের তেলও ধুয়ে যায়। তাই সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বারের বেশি শ্যাম্পু করা উচিত নয়।

শ্যাম্পুর রাসায়নিক উপাদানও চুলের ক্ষতির কারণ হতে পারে। আর শ্যাম্পু ব্যবহারের ক্ষেত্রে, শ্যাম্পুতে সালফেটের পরিমাণ লক্ষ্য করতে হবে। সালফেট হলো ডিটারজেন্ট তৈরির প্রধান একটি উপাদান যা প্রচুর ফেনা তৈরি করে। সালফেট চুলের কিউটিকলের আর্দ্রতা কেড়ে নেয়। ফলে রুক্ষ ও নিষ্প্রাণ হয়ে চুলের আগা ফাটার পরিমাণও বেড়ে যায়। হারবাল শ্যাম্পুতে সাধারণত সালফেট থাকে না অথবা কম পরিমাণে থাকে। তাই চুল ধোয়ার জন্য হারবাল শ্যাম্পু বেছে নেয়া ভালো। মনে রাখতে হবে, বারবার শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি ছাড়া উপকার হয় না। চুলের সঠিক পরিচর্যা করার জন্য ভালো ব্র্যান্ডের বা চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে শ্যাম্পু ব্যবহার করা ভালো। শ্যাম্পু করার পর যে পানিতে মাথা ধোয়া হয় তাও অনেক সময় ক্ষতি করে চুলের। বিশেষ করে পানির ক্লোরিন এর জন্য দায়ী। এই ক্লোরিনযুক্ত পানি প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে চুলের ডগা ফেটে যায়।

তাই এই পানি ব্যবহারের আগে পানিকে যদি এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

শিশুর ঠাণ্ডা-সর্দিতে কী করবেন

প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী

বাচ্চা বয়সে প্রায় আট বা ততোধিকবার ঠাণ্ডা-সর্দির পাল্লায় পড়ে শিশু। শিশু বয়সে ডাক্তার দেখানোর প্রধান কারণ এটি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চারপাশের বাতাসে ভেসে থাকা ভাইরাসজনিত কারণে বা আশপাশে হাতে লাগে এমন সব বস্তুর সংস্পর্শ থেকে ঠাণ্ডা-সর্দির শুরু। এর প্রেসক্রিপশন সরল-সোজা-

* সময়ে সেরে উঠবে
* বিশ্রাম দরকার

উপসর্গ ও লক্ষণ

* নাক জ্যাম ভাব, সর্দি ঝরা-প্রথমে জলের মতো, পরে তা ঘন হলুদাভ বা সবুজ রঙের হয়ে উঠতে পারে।
* খুশখুশ গলা বা গলা ব্যথা
* হাঁচি, কাশি
* মাথা ব্যথা
* সামান্য জ্বর
* ক্লান্তি ভাব
* খিদেয় অনীহা

কী করা যায় শিশুর অস্বস্তি লাগলে-

* প্যারাসিটামল
* তাপ বা বাষ্প নাক দিয়ে টানা
* নাসারন্ধ্র খোলা রাখতে লবণ-জল বা স্যালাইন
* জলের ড্রপস ব্যবহার
* নাকের ঘন সর্দি বাল্ব সিরিঞ্জ দিয়ে বের করে আনা-যদি প্রয়োজন হয়
* প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার, বুকের দুধ, ফলের রস খাওয়ানো। ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়-নৈবচ নৈবচ
* কফ-কাশির সিরাপ কখনো না দেওয়া: বিশেষত দুই বছরের নিচে। বরং চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
* কখনো শিশুকে অ্যাসপিরিনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না

মেডিক্যাল ব্যবস্থাপনা

* যদি ঠাণ্ডা-সর্দির প্রকৃতি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা এক সপ্তাহে তা কমে আসেনি
* ঠাণ্ডা-সর্দি, কাশি যদি পোলেন, ধুলাবালি, পশুর লোম-এসবে হয়ে থাকে
* ভাঙা কাশি এবং সঙ্গে শ্বাসে শাঁই আওয়াজ
* বেশি মাত্রায় জ্বর। শিশুকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছে
* গলা ব্যথার কারণে শিশু যদি খেতে বা পানীয় পান করতে না পারে
* অতিশয় মাথা ব্যথা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

* শিশুকে ঠাণ্ডা-সর্দিতে আক্রান্ত বা ধূমপানরত এমন কারো কাছাকাছি থাকতে বারণ করা
* অন্য শিশুর সঙ্গে খেলার পর বা নাক ধরার পর সময়মতো হাত ধুইয়ে দেওয়া
* সর্দি বা হাঁচি-কাশি টিস্যু বা রুমালে মুছে নেওয়া, কখনো হাত দিয়ে নয়
* কাশ দেহের সুস্থতা রক্ষার এক রিফ্লেক্স, যা শ্বাসনালির পথ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

কাশি যদি মারাত্মক রকমের হয়, কিংবা দীর্ঘদিন চলতে থাকে তবেই তার চিকিৎসা করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। বেশির ভাগ কাশি হয়ে থাকে ভাইরাসজনিত কারণে। এসবের জন্য বেশি কিছু না করাই উত্তম, যা কয়েক দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়।

কী করা উচিত

যদি শিশুর কাশ কর্কশ, ভাঙা ভাঙা শোনায় তাহলে স্টিম-ইনহেলেশন করানো, ২০ মিনিটের মতো, গরম বাষ্প শ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতে বলা

* প্রচুর তরল পান করানো।

জুস বানিয়ে খাওয়ানো। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

5SR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পুণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।

- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আদেন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- রেন্টাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fivesrmultiservices@yahoo.com

বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য 'বাপা'র ২২ লাখ টাকা

৩ পৃষ্ঠার পর

লেফটেন্যান্ট শামসুল হক, বাপা'র ট্রেজারার সার্জেন্ট মেহেদী মামুন, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর সার্জেন্ট মুরাদ আহমেদ, কো ট্রেজারার অফিসার জসীম মিয়া, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি অক্সিলারি পুলিশ ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলী, অফিসার জুয়েল গাজী এবং অফিসার নিয়ন চৌধুরী। এই অর্থ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পাঠানো হয়।

বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য বাপাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, বাংলাদেশের এই বন্যায় দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং এখনো করে যাচ্ছেন।

বাপা প্রেসিডেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী বলেন, দেশের প্রতি আমাদেরও ঋণ রয়েছে। বাপার মেম্বাররা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না আসতো তাহলে এইভাবে সাহায্য করা সম্ভব হতো না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ কে আরো অত্যাধুনিক করতে এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ পুলিশের সাথে শেয়ার করতে চাই, বাপা সবসময় বাংলাদেশ পুলিশকে সাহায্য করার জন্য পাশে থাকবে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ পুলিশকে ট্রেনিং করানোর জন্য নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ গিয়েছিল। সেখানে বাপার মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার এবং পুলিশ অফিসার সামিনা আলম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

৩ পৃষ্ঠার পর

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'স্টেট বিএনপির সভাপতি মো. অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান। স্টেট বিএনপির সেক্রেটারি সাইদুর রহমান সাইদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জামাল আহমেদ জনি, সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, স্টেট বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন, গাজীপুর জেলা বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গুলজার হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলহাজ্ব বাবর উদ্দিন, বিএনপি নেতা এমন এ বাতেন, আনোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, বিএনপি নেতা সৈয়দা মাহমুদা শিরীন, দেওয়ান কাউসার, আব্দুল বাসার, আতিকুর রহমান প্রমুখ।

ফজলুল হক মিলন বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচার হাসিনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তবে এ বিজয়কে ফসল ঘরে তুলে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে বিএনপিসহ সবাইকে ঐক্য বদ্ধ থাকতে হবে। কারণ ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। ভারতে পালিয়ে গিয়ে বিভ্রান্তিকরা এখনো দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে যাবতীয় সংস্কারে প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। তবে অযাচিত সময় ক্ষেপণ না করে সংস্কার শেষে দ্রুতই নির্বাচন দিতে হবে। গিয়াস আহমেদ বলেন, শেখ হাসিনা নির্বাচনে সাদেক হোসেন খোকা ও আব্দুল মান্নানের কাছে পরাজিত হয়েছিল। সে জানে নির্বাচন করে জয়ী হওয়া যাবে না এজন্য ১৫ বছর ধরে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশকে দখল করে রেখেছিল। জাতীয়তাবাদী শক্তিসহ ছাত্র-জনতা তাকে উৎখাত করেছে। তারা এখনো ষড়যন্ত্র করছে এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ভারতে থেকেও দেশের মধ্যে বিবাদ-বিভক্তির জঘন্য অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। এতে দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। এজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে সংস্কার করতে হবে। প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যুক্তরাষ্ট্র পুলিশে কর্মরত প্রবাসীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। একইভাবে প্রশাসনসহ অন্য ক্ষেত্রেও প্রবাসীদের সম্পৃক্ত করার কথা দায়িত্বশীলদের চিন্তা করা উচিত।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, ৫ আগস্টের বিজয় শুধু দেশের আন্দোলনের মাধ্যমে আসেনি, বিদেশ থেকে প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে এ সরকারকে হটানোর জন্য নিরলস আন্দোলন করে গেছেন। তাই এই আন্দোলনে কারো অবদান কম নয়। একই সঙ্গে দেশের স্বাধীনতাকেও ভুলে যাওয়া যাবে না। কারণ ৭১ সালে লাখ লাখ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বৈরাচার, ভোট চোর, ডাকাত হাসিনা দেশ ত্যাগ করলেও দেশে থাকা তার অনুগামী-অনুসারীরা অশান্তি সৃষ্টি করছে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান বলেন, যারা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছে, অবমাননা করেছে, হাইকমিশনে ভাঙচুর করেছে, তাদেরকে আমেরিকার মাটিতে দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে তাদের এম্বাসির সামনে বিক্ষোভ মিছিল করা হবে। অনুষ্ঠান থেকে ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে জামাল আহমেদ জনি বলেন, একই সঙ্গে যারা আগ্রাসী ভারতের পক্ষের দালালি করবে তাদেরও বয়কট ও প্রতিরোধ করতে হবে।

ধর্ষণ মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন এমবাপে

৫২ পৃষ্ঠার পর

রিয়াল মাদ্রিদ তারকার এই দাবিই অবশ্য শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। নতুন খবর হচ্ছে, সুইডিশ প্রসিকিউটররা এমবাপেকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। পাশাপাশি তদন্তপ্রক্রিয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা মারিনা সিরাকোভা জানান, সুইডিশ রাজধানীর হোটেলে সংঘটিত ঘটনায় তদন্ত কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ তাদের কাছে নেই।

সিরাকোভা বলেন, 'তদন্ত কার্যক্রম চলার সময় সুপরিচিত এক ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কারণে ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়নের দুটি ঘটনায় সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়। তবে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে, তদন্ত এগিয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট প্রমাণ হাতে নেই। এ কারণে এই তদন্তপ্রক্রিয়া বন্ধ করা হলো।' পাশাপাশি সেই পরিচিত ব্যক্তি, অর্থাৎ এমবাপের কোনো ধরনের অপরাধে সংশ্লিষ্ট না থাকার কথাও নিশ্চিত করেন তিনি।

জ্যাকসন হাইটসে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি

৬২ পৃষ্ঠার পর

দোকানের সামনের কাঁচ ভেঙে স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। এখানে সর্বক্ষণ মানুষ চলাফেরা করে। পুলিশের উপস্থিতিও সব সময় দেখা যায়। তারপরও এমন ঘটনায় ব্যবসায়ি মহলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে। ডাকাতির ঘটনার পর সর্বশেষ খবর মতে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করছে নিউইয়র্ক পুলিশ এনওয়াইপিডি। এর আগেও এই সড়কে স্বর্ণের দোকানে, কাপড়ের দোকানে দুর্ধর্ষ চুরি এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। স্বর্ণ ব্যবসায়িরা তাদের নিরাপত্তার জন্য পরে গার্ডসহ নিরাপত্তাকর্মী ব্যবস্থা করেন। এদিকে তদন্তের অংশ হিসেবে আমিন জুয়েলার্সের মালিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে দোকানের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ অ্যাভিনিউ'র ৭৪ স্ট্রিটে দুই সারিতে ২০টির মতো স্বর্ণের দোকান রয়েছে। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় বাংলাদেশি ছাড়াও নেপালি, ফিলিপিনো, ভারতীয়রা ব্যবসায় জড়িত। স্বর্ণের দোকানের কিছু মালিক বাংলাদেশিও রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিন-চারজনের একটি দল দোকানটির কাঁচ ভাঙা শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে দোকানের সামনের অংশে রাখা স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় তারা। শক্ত মোটা কাচের দেয়াল ভাঙার শব্দে আমরা আতঙ্কিত এবং হতভম্ব হয়ে পড়ি। যদিও ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ চলে আসে। তবে এ ধরনের ঘটনা নিউইয়র্ক শহরের নানা দিকে হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে।' তবে জ্যাকসন হাইটসে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। কয়েক মাস পর পরই এই ধরনের ডাকাতির ঘটনা এখানে ঘটে। কিন্তু প্রথম কয়েকদিন পুলিশ তৎপর থাকলেও এক সময় ঘটনা চাপা পড়ে যায়। অথচ জ্যাকসন হাইটসে বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক সংগঠন রয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে কোন ভূমিকা রাখা হয় না বলে অভিযোগ করেন ব্যবসায়িরা।

বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি কার্যকর হচ্ছে নিউইয়র্কে

৬২ পৃষ্ঠার পর

আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে নিশ্চিত করবে। নিউইয়র্ক স্টেটে অনেকদিন ধরে বেতনসহ ছুটি ব্যবসায়িকদের জন্য একটি 'ব্যয়' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, যা তারা বহন করতে পারে না। কিন্তু নিউইয়র্কের ব্যবসায়ীরা এখন এই ধারণা বদলে দিয়েছেন। ব্যবসায়ীরা স্বীকার করছে যে মায়েদের ওপর বিনিয়োগ করা শুধু পরিবারগুলোর জন্যই ভালো নয়, বরং ব্যবসা, সম্প্রদায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ভালো।

গর্ভবতী মহিলারা শিগগিরই শারীরিক পরীক্ষা, চিকিৎসা পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে আলোচনা, যা একটি স্বাস্থ্যকর গর্ভাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়, প্রজনন চিকিৎসা এবং গর্ভাবস্থার শেষের যত্নের জন্য বেতনসহ-সময় নিতে পারবেন। এখন পর্যন্ত এটি আমেরিকান মায়েদের জন্য শুধুই একটি স্বপ্ন ছিল। গর্ভকালীন যত্ন শুধু চেকআপ নয়, এটি একটি প্রমাণিত জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা। নিয়মিত গর্ভকালীন পরিদর্শন গর্ভাবস্থার জটিলতা, প্রাক্কালে জন্ম এবং মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি কমায়। যারা মায়েরা এই যত্ন পান, তাদের শিশুদের কম ওজন নিয়ে জন্মানোর সম্ভাবনা তিন গুণ কম এবং পাঁচ গুণ কম মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। গর্ভকালীন পরিদর্শন স্বাস্থ্যকর্মীদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো সম্ভাব্য সমস্যাগুলো পরিচালনা করতে, পুষ্টি এবং ব্যায়ামের ওপর দিকনির্দেশনা দিতে এবং ফলিক অ্যাসিড সম্পূরকের মতো হস্তক্ষেপ সরবরাহ করতে সক্ষম করে, যা নিউরাল টিউব ত্রুটির ঝুঁকি ৭০ ভাগ পর্যন্ত কমাতে পারে।

মায়েদের জন্য, গর্ভাবস্থার সময় ধারাবাহিক যত্ন মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করতেও সহায়ক। গর্ভাবস্থার সময় হস্তক্ষেপ, যেমন ধারাবাহিক গর্ভকালীন যত্ন বা লক্ষ্যযুক্ত মানসিক স্বাস্থ্য সমর্থন, প্রসবোত্তর উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বিকাশের সম্ভাবনা ৭০ ভাগের বেশি কমিয়ে দেয়। এর মানে স্বাস্থ্যকর, সুখী মায়েরা হলো সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী পরিবার।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, নিউইয়র্কে কোনো গর্ভবতী মহিলাকে বেতন এবং চেকআপের মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। এই নীতি নিউইয়র্কের মায়েদের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার। তবে এটি সমস্ত মায়েদের জন্য কী প্রাপ্য তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও একটি উদাহরণ। বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি একটি মানক হওয়া উচিত, বিলাসিতা নয়। এই মুহূর্তে, অনেক মহিলাকে তাদের স্বাস্থ্য এবং তাদের বেতনের মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রায় ৪০ ভাগ মহিলা যারা গর্ভকালীন যত্নের সুযোগ মিস করেছেন, বলেছেন যে এটি বেতনসহ ছুটির অভাব বা অপ্রতুল যত্নের কারণে হয়েছে। এই পরিসংখ্যান গভর্নর হোচুলের নতুন বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটির নীতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। ফলে মায়েদের এবং শিশুদের জন্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, পাশাপাশি সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যয়ও বাড়ে।

গভর্নর হোকুল জাতির প্রথম ইন দ্য ন্যাশন বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি নীতি চালু করতে লড়াই করেছেন। এটি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি গর্ভবতী মহিলাদের সহায়তা করবে। তাঁর নেতৃত্বে, নিউইয়র্ক কার্যকরি পরিবারগুলোর জন্য সাশ্রয়ী উন্নতিতে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। গত বছরে, গভর্নর হোকুল ১.৮ বিলিয়ন ডলার শিশুযত্নে বিনিয়োগ করেছেন এবং ২.৩ বিলিয়ন ডলার প্রপার্টি ট্যাক্স ছাড় দিয়েছেন।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, নিউইয়র্কে কোনো গর্ভবতী মহিলাকে বেতন এবং চেকআপের মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করা উচিত নয়। তাই আমি জাতির প্রথম বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি নীতি তৈরি করতে চাপ দিয়েছি। ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো থেকে শুরু করে সাশ্রয়ী শিশু যত্নে বিনিয়োগ করা পর্যন্ত, আমরা নিউইয়র্ককে পরিবার গড়ার জন্য সবচেয়ে ভালো এবং সাশ্রয়ী স্থান করে তুলছি। নিউইয়র্ক স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অব লেবার দ্বারা পরিচালিত জনসচেতনতা প্রচারণার লক্ষ্য হলো বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটির নীতি প্রচার করা। এই প্রচারণা সাবওয়ে বিজ্ঞাপন উন্মোচনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। সচেতনতা প্রচারণার লক্ষ্য হলো নতুন আইন সম্পর্কে নিউইয়র্কবাসী এবং ব্যবসায়ীদের শিক্ষিত করা এবং গর্ভবতী মহিলাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে তারা কখনই বেতন এবং গর্ভকালীন যত্নের মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য হবেন না।

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস্ অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of
FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

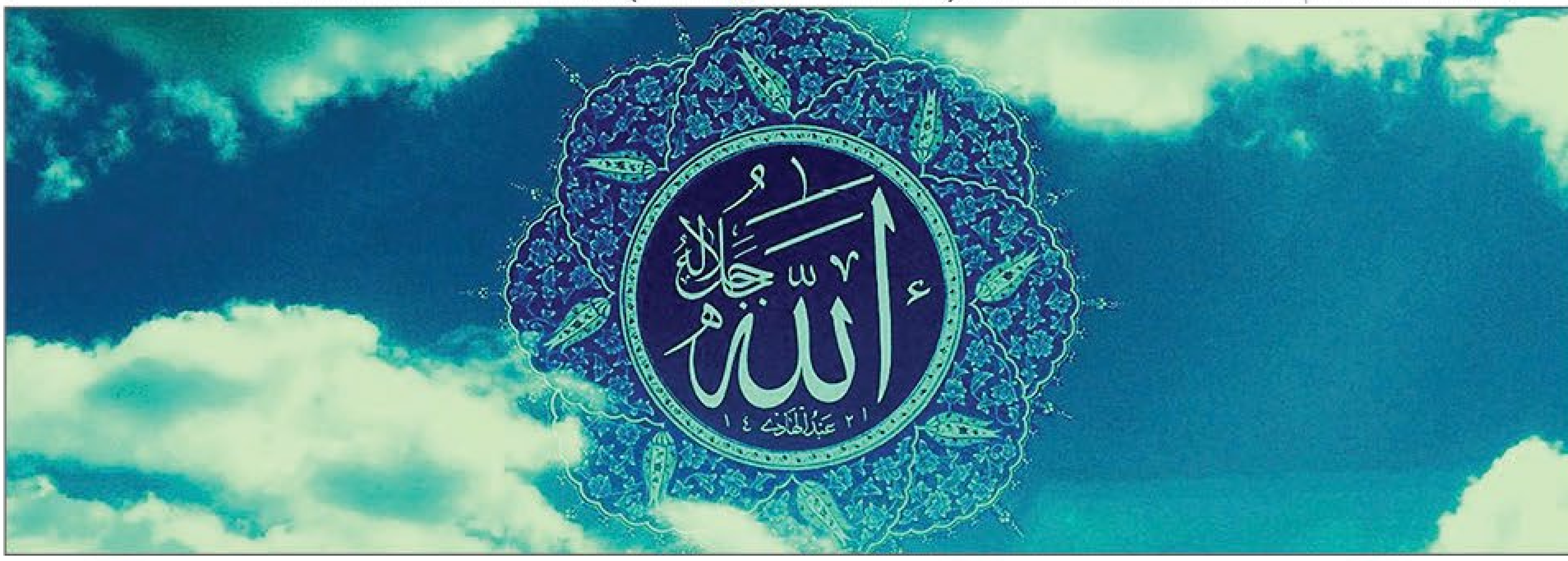

ব্যক্তির সম্পদে সমাজ ও পরিবারের অধিকার

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

মালিকানাধীন সম্পদে নিজের ভোগাধিকার আসলে কতটুকু এ বিষয়ে হাদিসে খুবই যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এসেছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'মানুষ বলে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ। অথচ তিনটিই হলো তার সম্পদ, যা সে খেয়ে নিঃশেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করে পুরনো করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল। এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো তার থেকে চলে যাবে এবং তা মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।' *(মুসলিম, হাদিস : ৭৩১২)*

ইসলাম ব্যক্তির সম্পদের ওপর সমষ্টির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। পবিত্র কোরআনে নিকট-আত্মীয়দের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না। আর মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' *(সুরা : নিসা, আয়াত : ৩৬)*

এর অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির উপার্জিত অর্থের ওপর সে ছাড়াও তার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজের কোনো ব্যক্তি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম সম্পদ উপার্জন করে, তাহলে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সে আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব বর্তায়। কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত একেকটি পরিবার যদি নিজেদের এ দায়িত্ব অনুভব করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতির বেশির ভাগ পরিবার যদি নিজেদের এ দায়িত্ব অনুভব করে এবং সামগ্রিকভাবে জাতির বেশির ভাগ পরিবারকে সহায়তা দানের ব্যবস্থা করে, তাহলে বাইরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী পরিবারের সংখ্যা হয়তো অতি অল্পই থেকে যাবে। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বান্দার হকের মধ্যে সর্বপ্রথম মা, বাপ ও আত্মীয়স্বজনের হকে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে কোরআন ব্যক্তির সম্পদের ওপর তার প্রতিবেশীদের অধিকারও প্রদান করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক পাড়ায়, মহল্লায়, অলিগলিতে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের উচিত সংশ্লিষ্ট পাড়া, মহল্লা ও গলির অসচ্ছল লোকদের সহায়তা দান করা।

এই দ্বিবিধ দায়িত্বের পর কোরআন সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থীকে নিজের সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষের ধনসম্পদে প্রার্থিত (অভাবগ্রস্ত) ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।' *(সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ১৯)*

আলোচ্য আয়াতে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি আপনার কাছে সাহায্য-সহায়তা প্রার্থনা করে সে হচ্ছে প্রার্থী। সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায় এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাকে প্রার্থী বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রার্থী এমন ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে, যে সত্যিকার অভাবী এবং তার অভাব পূরণের জন্য আপনার দ্বারস্থ হয়। অবশ্যই সে যথার্থ অভাবী কি না এ ব্যাপারে নিজের সন্দেহ নিরসনের জন্য তার অবস্থা জানার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু সে যথার্থ অভাবী এ কথা আপনি যখন জানতে পারেন এবং তাকে সাহায্য দেওয়ার মতো প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদও যদি আপনার থাকে, এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

ছড়িয়ে দিন ধর্মীয় সম্প্রীতির আলো

মাহমুদ আহমদ

প্রতিটি ধর্মই শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। সমগ্র বিশ্বের সব মানুষই তাদের নিজ নিজ ধর্ম পছন্দ করতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তারা যে ধর্মই পছন্দ করবে, যে ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তারা সুখী হবে, সে ধর্মই তারা প্রতিপালন করবে। পৃথিবীর বুকে এমন ব্যক্তি নেই, যে কোনোভাবে কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করবে অথবা সেজন্য শক্তি প্রয়োগ করবে। পবিত্র কুরআনই এ ঘোষণা দেয়, বিশ্বাসের স্বাধীনতা হচ্ছে সব মানুষের মৌলিক অধিকার। পছন্দমাফিক যে কোনো ধর্মেই তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং তাদের পছন্দ মোতাবেক তারা যে কোনো ধর্মেরই আজ্ঞাবাহী সদস্য হতে পারে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'এবং বল, এটা হচ্ছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে আগত সত্য, সে কারণে যে চায়, এতে বিশ্বাস করুক এবং যে চায়, অবিশ্বাস করুক।' *(সূরা আল কাহফ, আয়াত : ২৯)*। ইসলাম হচ্ছে এক সুস্পষ্ট সত্য, যারা এতে বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, তাদের তা করতে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং যারা এতে বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের সেটা অগ্রাহ্য করারও পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ধর্মের বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটাকে পছন্দ করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। ইসলামের এমন কোনো অস্ত্র নেই, যা দিয়ে কোনো মানুষকে জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করা যায়।

অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে অন্য আরেকটি প্রশ্ন অনেকের মনে পীড়া দেয়। ইসলাম কি মুসলমানদের অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা করতে নাকি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম রাখার সংস্কৃতি

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

বাংলাদেশের মানুষের নাম রাখার ক্ষেত্রে আছে নিজস্ব সংস্কৃতি। বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বের সমন্বয়ে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে মিশ্র সংস্কৃতি। বেশির ভাগ মুসলমান হওয়ায় এ দেশের অনেকে তাঁর সন্তানের নাম আরবি ভাষায় রাখে। যদিও এ বিষয়ে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা নেই। তার পরও আরবি নাম রাখার কারণ হলো, আরবি ভাষায় নাম রাখা হলে মুসলমানদের ভাষাকেন্দ্রিক ঐক্য গড়ে ওঠে এবং মুসলিম হিসেবে পরিচয় সহজভাবে প্রকাশ করা যায়। এ ক্ষেত্রে অনেকে বাঙালিত্ব ও মুসলমানিত্বের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য মাতৃভাষায় ডাকনাম ব্যবহার করে থাকে। যেমন প্রখ্যাত সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নাম। তাঁর নামে তফাজ্জল হোসেন আরবি নাম হলেও বাঙালিত্বের পরিচয় হিসেবে 'মানিক' নামও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

বিশ্বনবী (সা.)-এর জন্য যে সাহাবি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন

সাদ তাশফীন

উহুদ যুদ্ধে প্রিয় নবীজি (সা.)-কে স্বীয় কাঁধে বহন করে রক্ষা করা বীর সাহাবি তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.)। তাঁর উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি মক্কার বিখ্যাত 'কুরাইশ' গোত্রের 'বনু তামিম' শাখার সন্তান। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবির একজন এবং তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের জন্য ওমর (রা.)-কর্তৃক গঠিত ছয় সদস্যবিশিষ্ট শুরা কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি বেশি দানশীলতার কারণে তালহা আল-খায়ের ও তালহা আল-ফায়্যাজ নামে প্রসিদ্ধ। এই উপাধিগুলো তাঁকে দিয়েছেন রাসুল (সা.)। ইবনে আসির (রহ.) তালহা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) আমাকে উহুদ যুদ্ধে 'তালহা আল-খায়ের', উসরার যুদ্ধে 'তালহা আল-ফায়্যাজ' ও হুনাইন যুদ্ধে 'তালহা আল-জুদ' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি রাসুল (সা.)-এর একে একে দুই স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করেছেন। *(আত-তাবাকাতুল কুবরা :* এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City ডিসেম্বর-২০২৪

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১৪	৫:৫০	৭:১৩	১১:৫১	২:১২	৪:২৯	০৫:৫১
১৫	৫:৫১	৭:১৩	১১:৫১	২:১২	৪:৩০	০৫:৫২
১৬	৫:৫২	৭:১৪	১১:৫২	২:১২	৪:৩০	০৫:৫২
১৭	৫:৫৩	৭:১৫	১১:৫২	২:১৩	৪:৩০	০৫:৫৩
১৮	৫:৫৩	৭:১৫	১১:৫৩	২:১৩	৪:৩১	০৫:৫৩
১৯	৫:৫৩	৭:১৬	১১:৫৩	২:১৩	৪:৩১	০৫:৫৩
২০	৫:৫৪	৭:১৬	১১:৫৪	২:১৪	৪:৩২	০৫:৫৪

source: salahtimes.com

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং আমাদের দায়

১৬ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের জনগণের উপর নানারকম শোষণ নিপীড়ন চালানো হয়। একইভাবে ভারতের মুসলিমদের উপর জুলুম-নিপীড়নের মাত্রাও প্রবৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবনে মুসলমানরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের সম্মুখীন হন। তেমনই পশ্চিম পাকিস্তানের জেঁকে বসা শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও চরম বৈষম্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। প্রায় চব্বিশ বছর শোষণ,নির্যাতন,বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ।
১৯৭১ সাল। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বছর। একাত্তরের প্রতিটি দিন ও সময় ছিল ভয়াল উৎকণ্ঠ ও আতঙ্কময়। স্বপ্নময় প্রত্যাশা, সম্ভাবনা ও পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের সংকল্পে সমগ্র বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) জনগণ এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী এতই হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে,পৃথিবীতে এ ধরণের নৃশংসতাকে হিটলারের গণহত্যার সাথে তুলনা করা যায়। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক হানাদারদের অমানবিকতা ও গণহত্যা ইতিহাসের একটি কলংকজনক কালো অধ্যায়। সেইরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার বিভীষিকাময় চিত্র বিশ্বের গণমাধ্যম সমূহে প্রচারিত হয়েছিল। এসব কারণেই আমাদের নিরীহ শিক্ষিত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের জিঘাংসার শিকার হয়েছেন। সত্যি বলতে কি,এত কম সময়ে এত বেশিসংখ্যক বুদ্ধিজীবী নিধনের উদাহরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া আর কখনো ঘটেনি। বলা বাহুল্য, দীর্ঘদিনের শোষণ, নিপীড়নের ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্তরের ২৬ মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।
মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ জনগণের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র দেখে বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায়। সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন থেকে বিরত থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ক্ষীপ্রগতিতে এক মরণপণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপ নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য এবং পাক-হানাদার বাহিনি কর্তৃক ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত ও আলোড়িত করে তোলে। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে ব্যাপক রক্তপাত ও লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে পাকিস্তানিদের নিশ্চিত পরাজয় ঘনিভূত হয়ে আসে। সারাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় যখন দ্বারপ্রান্তে। তখনই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেপরোয়া হয়ে ওঠে। স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বিভিন্ন রকম হীন কৌশল অবলম্বন করে এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের উপর নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় থাকে হানাদারদের দোসর রাজাকার,আলবদর ও আল শামস বাহিনীর দেশীয় লোকেরা। পাকিস্তান আর্মিদের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে সেইসব সুবিধাভোগীরা বাংলাদেশের পেশাজীবী, সাংস্কৃতিসেবী, সুশীল শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের তালিকা প্রণয়ন করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে দেয়।
১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র দু'দিন পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসররা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, দার্শনিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সমাজসেবী, সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র, নাটক ও শিল্প-সংগীতের সঙ্গে জড়িত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব,কবি ও সাহিত্যিকদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয় এবং গভীর রাতে বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যায়। অতঃপর অমানবিক নির্যাতনের পর তাঁদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।
স্বাধীন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার হীন চক্রান্তে পরিকল্পিতভাবেই সেই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করা হয়েছিল।
পরবর্তীতে ঢাকা শহরের মিরপুর, রায়েরবাজারসহ বিভিন্ন স্থানের গণকবরে দেশের নিরাপরাধ পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। একটি দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে যায় প্রকাশ থাকে যে,-বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল,পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ততই বেপরোয়া নির্দয় ও পাশবিক হয়ে উঠেছিল।
১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর শহীদদের নিকট আত্মীয়রা মিরপুর ও রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তাদের স্বজনদের মৃতদেহ সনাক্ত করেন। অনেকে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান। যাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। ঠিক তেমনই অনেক মায়ের সন্তান মুক্তিযুদ্ধে
অংশগ্রহন করতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি।
বলাবাহুল্য, একাত্তর সালের ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনার আওতায় একই সাথে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনাটি ছিল। যার ফলে, পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন চলাকালীন সময়ে খুঁজে-খুঁজে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের হত্যা করা হয়। তবে, পরিকল্পিত হত্যার ব্যাপক অংশটি ঘটে যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের প্রশিক্ষিত আধা-সামরিক বাহিনী আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী একটি তালিকা তৈরি করে, যেখানে এই সব স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ধারণা করা হয় যে, পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে এ কাজের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি। হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধরে নিয়ে যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উদ্ধারকৃত অনেকের চোখ ও হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত দেহে ছিল আঘাতের চিহ্ন। কারো কারো শরীরে একাধিক গুলি এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাইয়ের মাধ্যমে অনেককে হত্যা করা হয়েছিল। দেশের সেসব শিক্ষিত সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞের পূর্বে কীভাবে তাঁদের প্রতি পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল,তার আলামত ও তথ্য পাওয়া যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের নিরাপরাধ সাধারণ জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ এবং বিভীষিকাময় হত্যালীলা সংঘটিত করার মধ্যদিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা চির ঘৃণিত ও ধিকৃত।
১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে উল্লাসিত ও আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি আমরা সেইসব শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা শ্রদ্ধাভরে চিত্তে মনে করে আরাধ্য হয়ে যাই। তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে বিপুল ভাব-গাম্ভীর্য ও শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।
কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সমরকারে সেসব শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবার-পরিজনের কথা আমরা কতটুকু মনে রাখি। বরং দুঃখজনকভাবে উল্লেখ করতে হয়, স্বাধীনের পর থেকে এ পর্যন্ত কোন সরকারের আমলেই যেমন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন এবং নিরপেক্ষভাবে তাঁদের পরিবারদের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ করা হয়নি। আরও বেশি বেদনাদায়ক হল, অনেক শহীদ পরিবারদের খোঁজও রাখা হয়নি। তাঁরা এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা অবহেলিত হয়েছেন। অনেক পরিবার রাজনৈতিক কারণে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে ক্ষমতার অনেক পালাবদল ঘটেছে। রাষ্ট্রক্ষমতার স্বার্থে এবং রাজনীতির গতির মতলবে যতটুকু না করলেই নয়(!) দায়-সারা গোছে ততটুকুই পালন করা হয়ে থাকে। প্রকৃতার্থে এখনও সকল শহীদ পরিবারের প্রতি সমানভাবে মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতার পর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অনেক পরিবারের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। স্বামীহারা বিধবা স্ত্রী, সন্তানহারা মা , অথবা পিতা-মাতা হারানো সন্তান দুঃখ-কষ্ট,অভাব-অনটনে অনেকে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছেন। অনেকে পাকিস্তানিদের নির্মমতা ও পাশবিকতার শিকার হয়েছেন। পাগল হয়ে গেছেন। কোথাও কোথাও শহীদ পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন।
স্বাধীনতার পর কিছুসংখ্যক শহীদ পরিবারের সদস্য সুবিধা পেলেও অধিকাংশের ক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেকে অবহেলার শিকার হয়েছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের মধ্যে যাঁরা কিছুটা সচ্ছল ছিলেন, সেসব শোকগ্রস্ত পরিবারের বিধবা স্ত্রী, সন্তান কিংবা মা-বোনেরা শোককে শক্তিতে পরিণত করে সরকারি আনুকূল্য ছাড়াই সংসারকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। অনেকেই দুঃখ- কষ্ট ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাঁদের সন্তানকে মানুষ করেন। মুক্তিযুদ্ধে সেসব পরিবারের অপরিসীম ত্যাগ এবং যাঁরা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছেন(!) তাঁদের পরিবারের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করা হয় নি। এমনটি দুঃখজনক ও গ্লানিকর এবং আমরা তাঁদের বিষয়ে সঠিক মূল্যায়ন আশাকরি।
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তির মূল ভিত্তি হলো,-গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন,ক্ষমতার সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে জবাবদিহিতার উপর শাসনকাঠামোকে পরিচালনা করা।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সেটির বাস্তবায়ন ঘটেনি। এখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি।
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় গণমানুষের অধিকার যে নিশ্চিত করবার কথা ছিল,-সেটি
হয়নি। বিগত সরকারের আমলে মোটেই দৃশ্যমান হয়নি। সরকার বিরোধীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন,নিপীড়ন,গুম ও প্রচুর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ।
বিগত সরকারসমূহের গণমানুষের প্রতি এহেন আচরণ কোনো স্বাধীন দেশের সুশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞায় পড়ে না।
এ প্রসঙ্গে প্লেটোর একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে,তিনি বলেছেন: -"স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের
গৌরব। সুতরাং একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বাধীন মানুষেরা বসবাসের ইচ্ছা করবে ।"
গণতন্ত্রের মতাদর্শ নিয়ে থিওডোর পার্কার বলেন:
-" চিন্তার স্বাধীনতা থাকবে, কথাবলার স্বাধীনতা থাকবে, কাজের স্বাধীনতা থাকবে এবং উপসনার স্বাধীনতা থাকবে- তাই হলো,গণতন্ত্রের মতাদর্শ "।
আমাদের মনে রাখা দরকার যে, স্বাধীন রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক নাগরিক অধিকার না থাকলে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়,স্বাধীনতার মূল্য থাকে না এবং তা জনজীবনের জন্য অর্থহীন হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ক্ষমতাসীনরা আরও বেশি ক্ষমতাবান হয়েছে। সুশীল রাজনীতির পরিবর্তে রাজনীতিতে একশ্রেণের ঔদ্ধত্য,হিংসাত্মক উন্মাদনা ও উৎকট শক্তি বাহাদুরিপনার উন্মেষ ঘটেছে। ক্ষমতাসীনদের আত্মীয়- স্বজন, চাটুকার শ্রেণী সমাজের মোড়ল সেজে রাতারাতি বিত্তবান হয়েছে। বিশেষ করে,বিগত সরকারের আমলে রাজনীতির অঙ্গনে চোর-বাটপার,স্বাধীনতা বিরোধী,তোষামোদকারীরা রাষ্ট্রক্ষমতার আনুকূল্য পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে দাপি সন্ত্রাসী রাজত্বকায়েম হয়ে গেছে। সারাদেশে দুর্নীতির সয়লাব এবং কালো টাকার বদৌলতে অনেকে হয়ে উঠেছে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়। সরকারিভাবে দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার হয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের মূল্যায়ন করবেন। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় যেসব বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে,চব্বিশের গণবিপ্লবে ছাত্রজনতার উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ,হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলে,আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের সঠিক মর্যাদা নিশ্চিত হতে পারে।
সারাদেশের আইনশৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে,দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের বেশি চ্যালেঞ্জ ।কেননা দেশব্যাপী আশঙ্কাজনকভাবে অপরাধপ্রবণতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। চুরি-ডাকাতি এবং সামাজিক অবক্ষয় ও পাশবিকতার পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। সমাজে চেপে থাকা বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমতার ভিত্তিতে প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের এবং সচেতন নাগরিকদের। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও সমাজ যেন সেই দিকটির উপর গুরুত্ব প্রদান করে, সে প্রত্যাশা ।
স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পূর্তিতে পর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সেইসব ভয়াল দুঃস্বপ্নময় দিনগুলোর কথা মনে করলে,হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মহান বিজয় দিবস এবং মহান শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের সঙ্গে চব্বিশের গণহত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করে সকল মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান করতে হবে। নিরপেক্ষভাবে সমগ্র দেশের শহীদ বুদ্ধিজীবী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁদের সহায়তা করা হউক। একইসঙ্গে বিগত দিনের গণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদবিরোধী আন্দোলনে এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয়মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হোক। তবেই মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের প্রতি আমাদের দায় এবং ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধিত হবে ।
পৃথিবীতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্ত বৃথা যায় না। সেরকমই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের ত্যাগ ও রক্ত বৃথা যায়নি। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ।
মহান বিজয় দিবসে আমরা যেমন আনন্দ উৎসবে একেবারে গা ভাসিয়ে না দিয়ে আজকের এই দিনে আমরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি এবং পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি ।
তেমনই মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন কারী সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে হবে ।
তাঁদের পরিবারের প্রতি সরকারিভাবে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও গণমাধ্যমে যখন কোনো শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের দুর্দশার খবর আসে:-তখন একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র তাঁদের যথাযথ সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সেটি কারো কাম্য নয় ।
আসুন আমরা সকল শহীদ পরিবারের কল্যাণে যথাযথ ব্যবস্থা করি। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদান করি। শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সকলের প্রতি নম্র শ্রদ্ধা। একইভাবে সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ।
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক ।

শেখ হাসিনার ব্যাপারে ভারতকে কড়া বার্তা দিতে হবে

১০ পৃষ্ঠার পর

নদীর পানি, উসকানিমূলক বক্তব্য, ভুল ও অপতথ্য, ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড-এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এর কোনোটিই সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং রাজনৈতিক মহলে যেভাবে অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। রাস্তায় স্লোগান দিয়ে কিংবা বিবৃতি দিয়ে অপতথ্য মোকাবিলা করা যায় না। এর একটি বৈজ্ঞানিক উপায় রয়েছে। অথচ অপতথ্যকে মোকাবিলা করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা সরকারের দিক থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখছি না।
বর্ষা বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ভারতে অবস্থান নিয়ে নানা বক্তব্য-বিবৃতি দিচ্ছেন। শেখ হাসিনা যদি ভারতে অবস্থান করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে অপপ্রচার চালান, সেটি বন্ধ করার জন্য আমাদের শক্ত অবস্থান নিতে হবে। ভারতকে খুব স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে, শেখ হাসিনার এ ধরনের অপকর্ম আমাদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। শেখ হাসিনা ভারতে থেকে বাংলাদেশে তাঁর নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করছেন, সেটি আমাদের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। এটা বন্ধে ভারতকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে।
বাংলাদেশ-ভারত পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকলে তাতে দুই দেশই লাভবান হতে পারে। আস্থার যে সংকট তৈরি হয়েছে, সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই দেশের জনগণকে প্রাধান্য দিতে হবে।
লেখক: প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ।

'টম অ্যান্ড জেরি': অদম্য জেরি'কে হারানো সম্ভব নয়!

৭ পৃষ্ঠার পর

এদেশের মানুষের ওপর চেপে বসেছে অনেক স্বৈরাচার, কিন্তু বাংলাদেশ কারও বশ্যতা মানে নাই, তাঁবেদারি করে নাই। বুকের রক্তে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এ অঞ্চলের মানুষের শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী লড়াই সংগ্রামের ফল স্বাধীন বাংলাদেশ: কারও দয়ার দান নয়, কারও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকার জন্য নয়।
গণঅভ্যুত্থান উত্তর বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ
একবিংশ শতকের চলমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে আরও একটি মহিমান্বিত বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশে, যা প্রেরণা জোগাবে পৃথিবীর তাবৎ মুক্তিকামী মানুষকে। নিষ্ঠুর এক ফ্যাসিবাদী শাসক এবং আঞ্চলিক পরাশক্তির সকল ষড়যন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করে মাত্র ৩৬ দিনের রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে 'জেন জি' প্রজন্মের তরুণেরা, চিনিয়েছে তাদের জাত; তারা মরতে ভয় পায় না। তাদের কণ্ঠে গর্জে উঠেছিল কবি নজরুলের মহাকালের ডাক, 'ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে'। ঘাতক অস্ত্রধারীরা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'একটা গুলিতে একটা মরে, কেউ সরে না'। পৃথিবী কি এমন মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণদের দেখেছে কখনো? প্রতিটি তরুণ-তরুণী হয়ে উঠেছিল এক একটি বারুদ, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ করে পড়ছিল তাদের কণ্ঠে ঠিক যেমনটা কবি আল মাহমুদ 'উপমহাদেশ: কাশ্মীর' কবিতায় চিত্রিত করেছিলেন-
'তবুও কি অদম্য মানুষের স্বাধীনতার গান।
স্বাধীনতা, শব্দটি পারতপক্ষে এখন আর উচ্চার্য নয়।
মনে হয় প্রতিটি মুখই উদগীরণ করতে পারে বুলেট।
প্রতিটি যুবতীর বক্ষযুগলে লুকিয়ে আছে বিস্ফোরক।
প্রতিটি কিশোরীর ইজ্জতের ওপর এখন রোপিত হচ্ছে স্বাধীনতার পতাকা
অত্যাচারীর প্রতিটি রোমকূপ এখন আজাদীর রক্তে সিক্ত। স্বাধীনতা এখন
হাত বাড়িয়ে দেয়া ইতিহাস কিংবা
ইতিহাস এখন অপেক্ষমান'।
যারা মিথ্যা তথ্যে বাংলাদেশকে দমিয়ে দিতে চায় তাদের জন্য সতর্কবার্তা-
বাংলাদেশ এখন শুধু আঠারো কোটি জনগণের দেশ নয়,
নব-স্বাধীনতার চেতনায় আঠারো কোটি বিপ্লবীর বাংলাদেশ।
কা'র সাধ্য এই উদ্যত বাংলাদেশকে রুখবে?
এটা গণঅভ্যুত্থানের পথ ধরে নতুন এক বিপ্লবের হাতছানি যা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এক নবজাগরণ। এই বাংলায় কোনো রেনেসাঁ হয় নাই। বাংলাদেশ এখন গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে বিপ্লবের পথ ধরে রেনেসাঁর দিকে এগুচ্ছে।
বিপ্লবের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
'চাষা ভূষাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে কি হবে' এই অপবাদ শুনেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা। জবাব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার ১০৪ বছরের (১৯২১-২০২৪) হিসাবটা মেলানো দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং দিয়ে সে হিসাব মিলবে না। হাজারের তালিকায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসবে না। কিন্তু বিশ্বে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় বের করুন-
যে বিশ্ববিদ্যালয় একটা জাতি তৈরি করে দিয়েছে!
যে বিশ্ববিদ্যালয় একটা দেশকে স্বাধীন করেছে!
একবার নয় তিনবার! (১৯৪৭, ১৯৭১ এবং ২০২৪)।
পৃথিবীতে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় বের করুন-
যে বিশ্ববিদ্যালয় একটা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে (১৯৫২)।
পৃথিবীতে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় বের করুন-
যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু নয়,
ছয় বছরের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধকে ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের সামনে প্রসারিত বুক চিতিয়ে দাঁড় করাতে পেরেছে।
পৃথিবীতে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় কি আছে?
যেখানে বিপ্লবোত্তর অরাজকতা আর গণলুণ্ঠন ঠেকিয়ে রক্তের প্রাক্কিতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বপ্ন দিয়ে রচনা করেছে জাতির ইশতেহার।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বছর বছর নোবেল লরিয়েট পয়দা করে না,
কিন্তু একটা জাতিকে রক্ষা করার জন্য যা করেছে, যা করছে তা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের জন্য শুধু বিস্ময়কর নয়, অবিস্মরণীয়।
অনন্য বাংলাদেশ: সম্প্রীতির স্বর্গভূমি
বাংলাদেশ কোনো কালেই তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়নি। এই বাংলায় সুদূর অতীত থেকে এই একবিংশ শতক অবধি এমন কোনো আন্দোলন সংগ্রাম হয়নি যা ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করেছে। এমনকি বৃটিশবিরোধী ধর্মীয় আন্দোলনগুলোতে সম্পৃক্ত হয়েছিল সকল ধর্মের মানুষ। এখানে নাগরিকত্বের ধারণায় হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান বলে আলাদা কেউ নয়, কারও চেয়ে কেউ পিছে নয়। সবার এক পরিচয়- 'বাংলাদেশি'। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের কণ্ঠটা লিখিত হয়েছে তরুণ বিপ্লবীদের প্রাক্কিতে, 'কোনো ধর্মের ভিত্তিতে আমরা কোনো কালে যুদ্ধ করিনি'। এই বাংলাদেশের মানুষ আজন্ম ধর্মভীরু, ধর্মান্ধ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম যতখানি ধর্ম তার চেয়ে বেশি প্রেম ও শান্তির। ইসলামের প্রকৃত ও মূলধারার ধারক ও বাহকগণ কোনোকালেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের আঘাত করে নাই, আশ্রয় দিয়েছে। এই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু(?) সকল সম্প্রদায়, সকল উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী(?) লোকদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হচ্ছে এদেশের ধর্মভীরু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। যারা সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে নিজের থালায় ভাত খাওয়ায়, নিজের সন্তানের ভিন্ন ধর্মের বন্ধুকে একই পাতে খেতে দেয়, নিজের ঘরে আশ্রয় দেয় পরম আতিথেয়তায়। এর কারণ, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত অনুসারীরা জানে, পৃথিবীতে কোনো নবী মুসলমানের জন্য আসে নাই, মানুষের জন্য এসেছে। পবিত্র কোরআন মুসলমানের জন্য নাজিল হয় নাই, মানুষের জন্য নাজিল হয়েছে। ইসলামে নাগরিক ধারণায় ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের কোনো ঠাঁই নেই। জুলাই বিপ্লবের রাষ্ট্রনেতা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর উক্তিটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, 'বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশি, এখানে সংখ্যালঘু বলে কারও পরিচয় দেয়ার হীনমন্যতা থাকতে পারে না'।
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই
আমাদের জাতীয় জীবনের সব সংকটে, সকল সড়কে দিশা পাই জাতীয় কবির অমর কাব্যগাথা থেকে-
উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিবো সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিবো উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।
মোরা বাংলার নব যৌবন, মৃত্যুর সাথে সন্তরী,
উহাদের ভাবি মাছি পিপীলিকা, মারি না ক তাই দয়া করি।
যারা অশান্তি দুর্গতি চাহে, তারা তাই পাবে দেখো রে ভাই,
উহারা চলুক উহাদের পথে, আমাদের পথে আমরা যাই'।
পাদটিকা: এমন বাংলাদেশ অতীতে কেউ দেখেনি! তিন শক্তিতে বলীয়ান আজকের অনন্য বাংলাদেশ-
এক-এমন একজন নেতা, যিনি ঐক্যবদ্ধ করেছেন সমগ্র জাতিকে, চলমান বিশ্বে তিনি অবিসংবাদিত, অনন্য উচ্চতায় তিনি সম্মানিত। কোনো পংকিল অপবাদে তাকে বিভ্রান্ত করা যাবে না,
দুই-এমন রাজনৈতিক ঐক্য একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশ দেখেনি। যখন ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই এ সম্পৃক্ত সকলে ছোটখাটো বিভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে,
তিন-ধর্মীয় চেতনায় এমন ঐক্যবদ্ধ জাতি বাংলাদেশ কখনো দেখেনি, যখন শত কণ্ঠে, নানা উস্কানীর মুখে, বিদেশি মিডিয়ার অপপ্রচারের জবাবে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্মগুরুগণ এককাতারে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ মুষ্ঠিতে ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষক হায়েনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বলছে, 'তোমরা যত অপপ্রচার চালাও না কেন, আমরা বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিতে আছি'।
লেখক: প্রফেসর, জেডএনআরএফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস।

BUY - SALE - RENT
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS REALTY
List your House with me
I will Sell within a short time
বাড়ী দ্রুত ক্রয়- বিক্রয় ও
ভাড়ার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন
MOHAMMED SALIM
Licensed Real Estate Salesperson
(917) 691-7721
(347) 846-1200
EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED
75-35 31ST AVENUE, SUITE 202
JACKSON HEIGHTS, NY 11370
msalim@kw.com
msalim.kw.com
MLS

PROVIDENT REALTY
OPEN HOUSE:
Saturday and Sunday 12-2pm
188-49 Quencer Road,
Saint Albans,
NY 11412
$919,099
NEW LISTING!
• Fully renovated
• 5 bedrooms
• 4 bathrooms
• 2-car garage
• Transit-accessible
• Attic and basement
MONIRUZZAMAN MIAH
INVESTOR/SALESPERSON
Phone: (917) 302-5244
Bus: (718) 658-07700
Fax: (718) 701 5630
Email: mmiahny@gmail.com

হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশ

৫২ পৃষ্ঠার পর

জয়ুয়ে। দুজনের জুটিতে ম্যাচে বেশ ভালোভাবে ফিরে আসে স্বাগতিকরা।
অবশ্য ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পাওয়ার আগেই ফেরেন কার্টি। ৮৮ বলে ৯৫ রান করে রিশাদের বল মারতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ দেন। তার বিদায়ের পরও পথ হারায়নি দল।
বাকি পথটুকু আদেরকে টেনে নিয়ে যান জয়ুয়ে। ম্যাচে অবশ্য রিশাদ নিজের বলেই দুর্দান্ত এক ক্যাচ ধরে ফেরান রস্টন চেজকে। তবে অভিষেক ম্যাচেই সেঞ্চুরি করে দলকে জিতিয়েছেন জয়ুয়ে। শেষ অবধি ৮৩ বল খেলে ১০৪ রান করেছেন তিনি। বাংলাদেশের সঙ্গী হয় হোয়াইটওয়াশের স্মৃতি।

যে কারণে ভারতকে তার বাংলাদেশ নীতি বদলাতেই হবে

৫ পৃষ্ঠার পর

সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা রক্ষায় শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাতে জাতিসংঘের প্রতি আবেদন জানাতে মোদি সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
মমতাও বড় ভুল বলেছেন। তার প্রথম কারণ হলো গুজব নয়, বস্তুনিষ্ঠ রেকর্ড বলছে, সংখ্যালঘুরা হাসিনার আমলের তুলনায় আজকের বাংলাদেশে অধিক নিরাপদে আছেন; দ্বিতীয় কারণ হলো-জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের প্রধান উৎস তো এই বাংলাদেশ, যে দেশ ঘরে-বাইরে শান্তির পক্ষে কাজ করে।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা করতে যদি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু কার্ড খেলে থাকেন, সেটি অবশ্য ভিন্ন কথা।
যাহোক, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর জোর দিয়েছেন এ সময়ে। সে-ও অবশ্য চিনিমিশ্রিত কূটনৈতিক ভাষায়। তাঁর রাজধানী কি বাংলাদেশবিষয়ক সেই অতীত নীতি থেকে সরে আসছে, যে নীতিতে আলোচনার টেবিলে ভারত একাই লাভবান হতো আর হাসিনা ক্ষমতায় থাকার 'মহান' উদ্দেশ্যে শুধুই ত্যাগ করে গেছেন?
অস্বীকার করার সুযোগ নেই, হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের অত্যাচারে অনেক বাংলাদেশির মনে 'তিক্ততা' রয়েছে। হাসিনা এবং তাঁর লোকেরা প্রকাশ্যে ভারতের সমর্থনের আস্ফালন করেছেন এবং মানুষ মনে করে, তাঁর আওয়ামী দুঃশাসন দীর্ঘায়িত করায় ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল এবং তাতে জাতীয় দুর্ভোগ বেড়েছে।
যখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করে ভোট কারচুপি করেছেন, তখন ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ তাঁকে 'গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা' আখ্যা দিয়েছেন।
২০১৪ সালের প্রহসনমূলক নির্বাচনের আগে ভারতের সে সময়ের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং নগ্নভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদকে হাসিনার একতরফা নির্বাচনে যোগ দিতে চাপ দিয়েছিলেন।
এসব কারণে বাংলাদেশের মানুষের মনে ক্ষত তৈরি হয়েছে। সে ক্ষত সারানোর দায়িত্ব ভারতের। দুটি সার্বভৌম জাতির মধ্যে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন আনলে সেই ক্ষত সারতে পারে।
সেই ক্ষত সারাইয়ে দিল্লি বাংলাদেশিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে পারত। ঢাকাকে আশ্বস্ত করতে পারত, দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলো আলোচনার টেবিলে মিটে যাবে, দুদেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আন্তরিক হবে এবং বাংলাদেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
সম্পর্ক 'রিসেট' করতে ভারত মনে করতে পারে আগের আওয়ামী লীগকে প্রতিস্থাপিত করতে হবে বিএনপি দিয়ে, যে দলটি সুষ্ঠু নির্বাচনে ক্ষমতায় যেতে পারে। সে অনুমান অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনবে না। তাতে দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে না। কারণ, বাংলাদেশের জনগণ তাতে অনুপস্থিত থাকতে পারে।
আসলে ভারতের প্রয়োজন হবে একটি গণতান্ত্রিক, মর্যাদাশীল বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ, যে দেশের মালিকানা জনগণের, শেখ পরিবারের নয়, কোনো এলিট ব্যক্তিগোষ্ঠীরও নয়।
বাংলাদেশের চলমান বিপ্লব খোলাসা করেছে, ভারত সম্পর্কে খুব একটা সুখস্মৃতি এ দেশের তরুণ প্রজন্মের নেই। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাংলাদেশের বিজয় দেখেনি তারা, দেখেছে হাসিনার গোপন ও প্রকাশ্য অত্যাচারী কার্যকলাপের প্রতি ভারতের সমর্থন।
তাই ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের উচিত ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া। বাংলাদেশ এবং এর ৫০ বছরের জনমিতির ধরন এবং সম্ভাবনা বোঝা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
লেখক: সাংবাদিক।

স্বাধীনতা কোনো ছেলের হাতের মোয়া নয়

১৬ পৃষ্ঠার পর

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চাইতে বৃহৎ দেশ হিসেবে ভারতকেই ভাবতে হবে, বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। যদিও এখনকার অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেই ভালো করে চিনি না, জানি না। আমাদের সময়ের অনেকেই চলে গেছেন, অবসরে গেছেন। তবু দীর্ঘ সময় ভারতে থেকে ভারতের যে প্রাণ খুঁজে পেয়েছি তাতে এক সময় নাতিদের অর্থেই দু'দেশের সম্পর্ক হবে দেশের জনগণের উপর ভিত্তি করে, কোনো ব্যক্তি বা দলের উপর নয়।
মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিলাম। ৬ই ডিসেম্বর নিকরাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর উদ্যোগে এক বিশাল সভা হয়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে ওরকম বিশাল 'সভা' একমাত্র সখিপুরের কচুয়ায় ৫ই আগস্ট হয়েছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় এমনিই টেকা যায় না, তার উপর সমাবেশ করা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। যেকোনো মুহূর্তে বিমান বাহিনী বোমা ফেলে তছনছ করে দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ৫ই আগস্ট সখিপুরের কচুয়ায় এবং ৬ই ডিসেম্বর কালিহাতীর নিকরাইলে কোনো আক্রমণ হয়নি। আকাশ পথে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও জমিনে কিছুই করার সম্ভাবনা ছিল না।
ডিসেম্বরের ১-২ তারিখ ভারত থেকে ক্যাপ্টেন পিটার নামে একজন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা এসেছিলেন। আমার এখনো মনে হয় তার নাম পিটার নয়, সেটা ছিল ছদ্মনাম। আর তিনি ক্যাপ্টেনও ছিলেন না, তিনি ছিলেন মেজর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের অত গভীরে আর কোনো ভারতীয় কর্মকর্তা আসেননি। তিনি দুটি মহান দায়িত্ব নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তার একটি কাদেরিয়া বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন কোথাও নিরাপদে ছত্রীসেনা নামানো, অন্যটি যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে এয়ার সাপোর্ট দেয়া।
ক্যাপ্টেন পিটার অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের একমাত্র টাঙ্গাইলের পুংলী, চিনামুড়া, চড়ুড়া, সয়দেবপুর, বানিয়ায় সফলভাবে ছত্রীসেনা নামানো হয়েছিল। মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে অত নিরাপদে আর কোথাও ছত্রীসেনা অবতরণ করেনি। ১০ই ডিসেম্বর আমরা কালিদাসপাড়া সেতু দখল করে বানিয়াপাড়া সেতুতে আক্রমণ করেছিলাম এবং দুটো সেতুই ভেঙে দিয়েছিলাম। ঘাটাইল থানা আক্রমণ করা হয়েছিল ভোর ৪টার দিকে। ৬-৭টার মধ্যেই থানা মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। থানার মূল দিনের ঘর কমান্ডার আব্দুল হাকিম, বীরপ্রতিকের জোড়া থ্রি ইঞ্চ মর্টারের গোলায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল। যে কারণে হানাদাররা থানা ছেড়ে পালিয়ে ছিল। অন্যদিকে থানা দখল করে মেজর হাবিব, বীরবিক্রম তার কোম্পানি নিয়ে মধুপুরের দিকে এগিয়ে বানিয়াপাড়া সেতুর উত্তর অংশ ভেঙে দিয়ে অবস্থান নিয়েছিল। ঘাটাইল থানা মুক্ত হওয়ার পর গোপালপুরের উপর আক্রমণের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু গোপালপুর থানা দখল করা যাচ্ছিল না। তাই আমরা এয়ার সাপোর্ট চেয়েছিলাম। সেই প্রথম মিত্র বাহিনীর কাদেরিয়া বাহিনীকে এয়ার সাপোর্ট দেয়া। বেলা দুই-আড়াইটার দিকে এমন নিখুঁত নিশানায় গোপালপুরে মিত্রবাহিনী বিমান হামলা করে যেটা অতুলনীয়। অন্যদিকে ময়মনসিংহ এবং জামালপুর থেকে পালিয়ে আসা হানাদাররা বানিয়াপাড়া সেতুতে বাধা পায়। পাকিস্তান হানাদাররা পাগলপারা হয়ে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে রাস্তা মুক্ত করার জন্য আঘাত হানে। ময়মনসিংহ এবং জামালপুর থেকে প্রায় দুই ব্রিগেড হানাদাররা সৈন্য ঢাকার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিল। অত বড় একটা বাহিনীকে খুব ভালো প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি না করলে বা না করতে পারলে থামিয়ে রাখা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য অত বড় বাহিনীকে আটকে দেয়া ছিল না, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে পদে পদে বাধা দেয়া। মেজর হাবিব, বীরবিক্রম তার প্রতিরক্ষা তুলে নিলে পাকিস্তান হানাদাররা ভাঙা বানিয়াপাড়া সেতুতে কিছুটা মাটি ফেলে ঠিকঠাক করে পালিয়ে যাবার রাস্তা প্রশস্ত করে। এক্ষেত্রে আমাদের ছোট্ট একটা ভুল হানাদারদের কিছুটা সাহায্য করেছিল। আমাদের ভুলটা ছিল বানিয়াপাড়া সেতুর পাশে হাজার-বারোশ মণ পাট ছিল। আমরা জ্বালিয়ে দিলে অথবা সরিয়ে ফেললে হানাদারদের পিছিয়ে যেতে আরও অনেক সময় লাগতো। সেতুর পাশে অত বিপুল পরিমাণ পাট থাকায় সেগুলো নিচে ফেলে তার উপর মাটি দিয়ে হানাদাররা সেদিন পিছিয়ে গিয়েছিল।
৩রা এপ্রিল '৭১ সন্ধ্যার দিকে টাঙ্গাইলে হানাদার বাহিনী ঢুকেছিল। ২০শে এপ্রিলের পর তারা দারুণ প্রতাপে রাস্তার দুইপাশে কামান-বন্দুক চালিয়ে ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মধুপুর হয়ে ময়মনসিংহ, মধুপুর হয়ে জামালপুর। সেখান থেকে সীমান্তে গিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদারদের জন্য ডিসেম্বরে ঢাকা ফেরা ছিল দারুণ বিপদের। অসহায় বাঙালি রিফিউজিরা যতটা কষ্ট করে সীমান্তে গিয়েছিল, তার চাইতে অনেক বেশি অসহায়ের মতো পাকিস্তান হানাদাররা লেজ গুটিয়ে ঢাকার পথে ফিরছিল। এতকিছুর পরও তাদের অনেকেরই সেদিন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।
তারা কেউ কেউ ধরা পড়েছে, কেউ কেউ রাস্তায় রাস্তায় জীবন দিয়েছে। ১০ই ডিসেম্বর সকাল থেকেই যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল আমাদের অনুকূলে। সকালে আমরা ঘাটাইল থানা দখল করে নিলেও দুপুরে ময়মনসিংহ-জামালপুর থেকে পিছিয়ে আসা হানাদার বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছিল। কারণ ঘাটাইল থানা একেবারে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রাস্তার গা-ঘেঁষে। তাই তখন আর আমাদের থানা দখল রাখা সম্ভব ছিল না। থানা থেকে সরে এসে মিত্র বাহিনীর কাছে বিমান সহায়তা চাইলে তখন তারা নিখুঁত নিশানায় বিমান সহায়তা করলে বিকাল ৫টার দিকে ঘাটাইল- গোপালপুর-মধুপুর-ধনবাড়ি মুক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে ১০ তারিখ ৪টার পর প্রায় ঘণ্টা জুড়ে ছত্রীসেনা অবতরণ করে। ১০ তারিখ রাতের মধ্যেই প্রায় এক হাজার হানাদার কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।
অন্যদিকে অবতরণ করা ছত্রীসেনা প্রবল বাতাসের কারণে কেউ কেউ মূল দল থেকে অনেকটা এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল। ১০ তারিখ সারা রাত চলে তাদের একত্র করার কাজ। ৮০০ ছত্রীসেনার মধ্যে একটি গাড়ি এবং দুইজন সেনা গাছের ডালে লেগে মাটিতে পড়ায় আহত ও নিহত হয়। এরকম সামান্য ক্ষতি কোনো ছত্রীসেনা অবতরণে হয় না। এর চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাঙ্গাইল এলাকার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণই কাদেরিয়া বাহিনীর অনুকূলে। ঢাকা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এই একটি মহাসড়ক ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানির দখল ছিল না। টাঙ্গাইলের উত্তরে ময়মনসিংহ-জামালপুর তখন মিত্র বাহিনীর দখলে। টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা মহাসড়ক পাকিস্তানি হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ১১ই ডিসেম্বর দুপুরের পর টাঙ্গাইল হানাদার মুক্ত হলে আর ঢাকার দিকে কালিয়াকৈরের উত্তরে কোনো জায়গাতেই পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সম্পূর্ণ টাঙ্গাইল মুক্ত হয় ১১ই ডিসেম্বর। ১১ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইল হানাদার মুক্ত করতে ছোটখাটো যুদ্ধ হয় মাত্র দুটি। একটি ইছাপুরে, আরেকটি টাঙ্গাইল জেলা সদরের পানির ট্যাংকের উপরে মেশিনগান নিয়ে বসে থাকা হানাদারদের বিরুদ্ধে।
আমরা যারা উত্তর দিক থেকে টাঙ্গাইলের দিকে এগিয়ে ছিলাম তখন পুংলী ব্রিজের দিকে ছত্রীবাহিনীর অনেক সৈন্য অবস্থান নিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার ক্লেরের পুরো ব্রিগেড এবং এক ব্যাটালিয়ান ছত্রীবাহিনী তারা যখন একে একে মহাসড়কে অবস্থান নিচ্ছিল সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। এতদিন মানুষ পাকিস্তান হানাদারদের যুদ্ধযান দেখেছে, সাঁজোয়া বহর দেখেছে, এখন দেখছে মিত্র বাহিনীর সাঁজোয়া বহর।
এ ব্যাপারে সব থেকে মজার হলো, ১০ তারিখ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ছত্রীসেনা নামছিল তখন টাঙ্গাইল শহরে অনেক দালালেরা তাদের সমর্থকদের সাহস দিতে বলে বেড়াচ্ছিল এই তো চীন সৈন্য পাঠিয়েছে। তারা নামছে আর ভয় নেই। এমনকি টাঙ্গাইল জামে মসজিদ থেকে মাইকে প্রচার করা হয়েছিল পাকিস্তানের আর কোনো ভয় নেই, চীনের সৈন্য এসে গেছে। কিন্তু বাস্তবে সেটা চীনের ছিল না, সেটা ছিল মিত্র বাহিনীর।
লেখক: রাজনীতিবিদ।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা
বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।
যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১
Email: ajkalnews@gmail.com

২ ফুট তুষারে ডুবতে পারে নিউইয়র্ক

১ পৃষ্ঠার পর

পারে। ডুবে যেতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। শীতকালীন ঝড়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন গভর্নর। ইতিমধ্যে পাঁচটি বরোতে ভারী বৃষ্টি এবং তীব্র বাতাসের প্রভাব অনুভব করছেন নগরবাসি। গভর্নরের সতর্কবার্তা অনুযায়ী, বুধবারের শেষের দিকে এই অঞ্চলে প্রবল ঠান্ডা বাতাস বয়ে যেতে পারে এবং বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। দমকা হাওয়ায় ফ্রিলমান সন্ধ্যায় প্রভাব ফেলতে পারে। হোকুল বলেন, যেহেতু শীতকালীন ঝড়টি এগিয়ে আসছে, আমি সমস্ত নিউইয়র্কবাসীকে সতর্ক থাকার এবং নিরাপদ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে সাড়া দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলি প্রস্তুত রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। দয়া করে আপনার স্থানীয় পূর্বাভাস পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখুন এবং আপনার নিজের ও আপনার প্রিয়জনের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন।'

হাসিনা এখন ভারতের গলার কাঁটা

১ পৃষ্ঠার পর

ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর থেকে দুই নিকট প্রতিবেশি দেশের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। শেখ হাসিনার দেড় দশককে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের 'সোনালী অধ্যায়' ছিল বলে ভারত থেকে বলা হয়ে থাকে। এই সময়কালে দু' দেশের মধ্যে অনিষ্পন্ন কিছু ইস্যুও সমাধান হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি, স্থলসীমান্ত চুক্তি বিশেষ করে ছিটমহলের বিনিময়, আন্তর্জাতিক আদালতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের মতো বিষয়গুলো সমাধান সম্ভব হয়েছে। তবে সমালোচকরা মনে করেন, শেখ হাসিনার আমলে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি পারস্পরিক স্বার্থে হয়নি। বরং একতরফা ভারতের স্বার্থে হয়েছে। তার বিনিময়ে ভারত থেকে বাংলাদেশ কিছু পায়নি। বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর বিদ্রোহী গোষ্ঠী দমনে শেখ হাসিনা ভারতকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। সম্প্রতি ভারতের বড় শিল্পগোষ্ঠী আদানির ঝাড়খণ্ডে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই চুক্তি বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়নি। ভারত বাংলাদেশে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিলো। বাংলাদেশ ছিলো ভারতের কমফোর্ট জোন। শেখ হাসিনার পতন হলে সেই কমফোর্ট জোন বিনষ্ট হয়।

শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেবার পর তাকে অজ্ঞাত স্থানে রাখা হয়। ফলে তিনি কোথায় কী অবস্থায় আছেন সেটা জানা যায় তার কিছু টেলিফোন আলোপের মাধ্যমে। তিনি নিজের ফোন থেকে দলের নেতা-কর্মীদেরও সঙ্গে কথা বলেছেন। সম্প্রতি তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন। তিনি নিউইয়র্ক ও লন্ডনের আওয়ামী লীগের পৃথক জনসভায় বক্তব্য রাখছেন। শেখ হাসিনার বক্তব্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সমালোচনা থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তাই অর্ন্তবর্তি সরকারের খুবই অপছন্দ। অপরদিকে, মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত ট্রাইব্যুনালে নানা অভিযোগে শেখ হাসিনার বিচার হচ্ছে। বিচারের লক্ষ্যে কিংবা বিচার কার্যকর করার জন্য শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইতে পারে বাংলাদেশ। এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে ভারতের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত চায়নি বাংলাদেশ। যদিও ট্রাইব্যুনালে তাকে হাজির করার জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তাকে না পেয়ে কিংবা তিনি দেশের বাইরে ভারতে আশ্রিত আছেন বলে আদালতে প্রতিবেদন দেবার পর আদালত আইন মন্ত্রণালয়কে তাকে ফেরত আনার নির্দেশ দিতে পারে। তখন আইন মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বলতে পারে। এই প্রক্রিয়াটি এখনও শুরু হয়নি। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে তাকে ফেরত আনার কাজ শুরু হতে পারে। তখন ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়তে পারে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্দি প্রত্যার্পন চুক্তি আছে। কিন্তু এই চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে ফেরত আনা যাবে কিনা এই প্রশ্ন ভারত তুলতে পারে। বন্দি প্রত্যার্পণ চুক্তি সাধারনত সাজাপ্রাপ্ত বন্দিকে তার সাজা নিজ দেশে খাটার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেরত আনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া, রাজনৈতিক কারণে আশ্রিত কারও ক্ষেত্রে এই চুক্তি কার্যকর হবে না। ফলে এটা নিয়ে একটা তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টির আশঙ্কা অবশ্যই আছে।

শেখ হাসিনাকে ফেরত চাওয়া না হলেও তিনি ভারতে বসে যাতে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে না পারেন সে বিষয়ে দেশটিকে অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি বাংলাদেশ সফরকালেও ঢাকার তরফে বলা হয়েছে যে, ভারতে অবস্থান করে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য বাংলাদেশের পছন্দ নয়। তার আগে শেখ হাসিনার বিচার যে ট্রাইব্যুনালে হচ্ছে; সেখান থেকে একটা নির্দেশ জারি হয়েছে যে, এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্বেষমূলক কোনও বক্তব্য বাংলাদেশের মিডিয়ায় প্রচার করা যাবে না। ভারতে থেকে শেখ হাসিনা যাতে বক্তব্য না দেন সেই অনুরোধের জবাবে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, এই বাস্তবতা মেনেই তারা বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক চান।

বিক্রম মিস্রির বাংলাদেশ সফরের আগে ও পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যায়ে ভারত বিরোধী তুমুল উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। তার একটা কারণ হলো, ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যম বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে বলে অবাধে প্রচার চালানো হচ্ছে। সে কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি শুধু বিনষ্ট হচ্ছে এমন নয়; বরং ভারতের অভ্যন্তরেও বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠছে। আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার মূল কারণও বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার। তার বাইরে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে বড় বাঁধা হলো শেখ হাসিনার অবস্থান। এসব কারণে বিএনপি আগরতলা অভিমুখে লং মার্চ করেছে। ভারতীয় হাইকমিশনের দিকে পদযাত্রা করেছে। ভারত থেকে ইতিবাচক খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি ভারতের পার্লামেন্টের কমিটিতে দেওয়া বক্তব্যে বলেছেন, শেখ হাসিনার বক্তব্যকে ভারত সমর্থন করেনা। তাকে এমন বক্তব্য দিতে ভারত উৎসাহিতও করেনি। বরং শেখ হাসিনা তার ব্যক্তিগত ডিভাইস থেকে এসব বক্তব্য দিচ্ছেন। বরাবরই ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ভারত শুধু আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু বিক্রম মিস্রি বলছেন, কোনও একক দলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নয়। বরং বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে বিশ্বাসী ভারত।

'কলকাতায় মিনি বাংলাদেশ' এলাকায় পর্যটক শূন্য একটি রেষ্টুরেন্ট

মোদির কাছে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ধর্ণা

১ পৃষ্ঠার পর

দেশগুলোর সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে ভারত। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই সবচেয়ে বড় ভারতীয় বাজার। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্বেগের কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে জানিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে। জাতিসংঘের দেয়া তথ্যানুসারে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ভারত থেকে বাংলাদেশ দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করেছে ১১.২৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ দ্রব্য সামগ্রী ভারতে রফতানী করেছে মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার। ২ দেশের বানিজ্য ঘাটতির পরিমান ৯.২৫ বিলিয়ন ডলার। অসম ও এক তরফা বানিজ্য ঘাটতি পূরণে কোন উদ্যোগই ছিল না হাসিনা সরকারের। বরং আহ্লাদিত হয়ে হাসিনা বলতেন, ভারতকে যা দিয়েছি, তা তাদের সারাজীবন মনে রাখতে হবে। ফ্রি পোর্ট ও ট্রানজিট সুবিধা ভারতকে দেয়া হয়েছিল ফ্রি লাঞ্চ হিসেবে। এ ধরনের সুবিধা প্রদান বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। মালয়েশিয়া থেকে আলাদা হবার পর সিঙ্গাপুর তাদের পোর্টকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আজ তারা অন্যতম একটি ধনী দেশ।। কিন্তু বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে চট্টগ্রাম ও মংলা পোর্ট ভারতের কাছে তুলে দিয়েছে। মেডিক্যাল ট্যুরিষ্ট হিসেবে ভারতে ২০০৯ সালে মোট বিদেশীর ২৩.৬ ভাগ ছিল বাংলাদেশি। ২০১৯ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৫৭.৫ ভাগে। অর্থাৎ ভারতে চিকিৎসার জন্য অর্ধেকেরও বেশি গমন করে বাংলাদেশ থেকে। প্রতিবছর মেডিক্যাল ও ভ্রমনের জন্য বাংলাদেশ থেকে গড়ে ২০ লাখ ভারতে গমন করে।

ভারত ২০২৩ সালে পর্যটন খাতে আয় করেছিল প্রায় ২৪ হাজার কোটি রুপি। এরমধ্যে বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছ থেকেই আয় করে ৬ হাজার কোটি রুপি। বাংলাদেশি পর্যটকদের বড় অংশটি গমন করে চিকিৎসার জন্য। ১১ লাখ রোগী ভারতে গমন করেছিল ২০২৩ সালে। এরপর কেনাকাটা ও ভ্রমণ।

ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন অব ট্যুর অপারেটরস, পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান দেবজিৎ দত্ত বলেছেন, আগষ্ট থেকে বাংলাদেশ ও ভারতীয়দের মধ্যে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। ভিসা ইস্যুও বন্ধ।পশ্চিম বঙ্গের ট্রাভেল অপারেটরস,হোটেল, গেষ্ট হাউজ ও হসপিটালগুলোর ব্যবসা শতকরা ৯০ ভাগ নীচে নেমে এসেছে। একের পর এক কলকাতার হোটেল ও রেষ্টুরেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে হাসপাতালে প্রতিদিন ২০০ বাংলাদেশি রোগী দেখতো, এখন তারা ২টি রোগীও পাচ্ছে না। দু'দেশের মধ্যে সম্পকর্কের উন্নয়ন না হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে পশ্চিম বাংলা। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কলকাতায় আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের তীব্র হ্রাস শহরের আতিথেয়তা এবং খুচরা খাতে, বিশেষ করে নিউ মার্কেট এলাকায়। এটিমিনি বাংলাদেশ নামে পরিচিত। হোটেল মালিকদের রুম শুল্ক ৫০% পর্যন্ত কমাতে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাদের ক্ষতি কমানোর জন্য অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য তাদের কোকান দেয়া হয়েছে। নিউমার্কেটের দোকানগুলি বাংলাদেশী গ্রাহকদের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। তারা প্রতিবেশী দেশের অশান্তির কারণে ক্রমবর্ধমান ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। "আমাদের হোটেলে বর্তমানে কোনো বাংলাদেশী পর্যটক নেই, যা অস্বাভাবিক।" বলেন ডি কে-এর মালিক পিন্টু বনাক। "বছরের এই সময়, আমাদের কক্ষগুলি সাধারণত বাংলাদেশী পর্যটকদের দ্বারা সম্পূর্ণ বুক থাকে। কিন্তু এখন আমরা আমাদের ক্ষতি কমাতে ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য ছাড় দিচ্ছি,ঃ বলেছেন আল বিস্পের মালিক। শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'সূত্র ২৪' লিখেছে, বাংলাদেশি পর্যটকদের অভাবে শিলিগুড়িতে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। পাদটীকা: 'ভারতকে যা দিয়েছি, তা সারাজীবন মনে রাখবে' শেখ হাসিনার এই বক্তব্যে বাংলাদেশের মানুষ সেদিন অবাক হয়েছিল। ফ্রি ট্রানজিট ও ফ্রি পোর্ট ছিল শর্তহীন উপহার। সময় এসেছে 'ফ্রি এই লাঞ্চ' বন্ধ করে দেয়া। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে শুল্ক বসিয়ে বাংলাদেশ প্রতিবছর বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে ট্রানজিট ও পোর্ট থেকে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ব্যবস্থায় উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশের রোগীদের দেশেই চিকিৎসা সেবা দিয়ে যুগান্তকারি পদক্ষেপ নিতে পারে।

Bangladesh Society, Inc
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
BANGLADESH SOCIETY, INC.
19 75
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক
নব নির্বাচিত কমিটির
অভিষেক
ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন
১৬ ডিসেম্বর
সোমবার
সন্ধ্যা ৬:০০
তিব্বতিয়ান কমিউনিটি সেন্টার
57-12 Tibet Way, 32nd Ave
Woodside, NY 11377
অনুষ্ঠান সূচী: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান • বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা • বাংলা স্কুলের পরিবেশনা • শপথ গ্রহণ • আলোচনা সভা • সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান • নৈশ ভোজ
সুধী,
আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ (২০২৫-২০২৬) এর অভিষেক এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
অভিষেক উপ-কমিটি
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
ফারহানা চৌধুরী
প্রধান সমন্বয়কারী
৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব
সদস্য সচিব
৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
যুগ্ম-আহ্বায়ক
টিপু খান
সমন্বয়কারী
শাহ মিজানুর রহমান
যুগ্ম-সদস্য সচিব
সদস্য: ফারুক চৌধুরী, মোঃ নওশেদ হোসেন, আবুল কালাম ভূইয়া, আবুল বাশার ভূঁইয়া ও মোঃ সাদী মিন্টু
স্মরণিকা উপ-কমিটি
ফয়সল আহমদ (সম্পাদক)
মো: আখতার বাবুল (সহকারি সম্পাদক)
সাংস্কৃতিক উপকমিটি
ডা: শাহনাজ লিপি (আহ্বায়ক)
অনিক রাজ (যুগ্ম-আহ্বায়ক)
প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সুশান্ত দত্ত (সদস্য)
আমন্ত্রনে
আবদুর রব মিয়া
সভাপতি
৯১৭-৮৫৮-৬৯৯১
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-২৯৪-০৯৭০
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক (নব-নির্বাচিত)
৯১৭-৩০২-০৪৪৩
প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

SUTPHIN BLVD OFFICE:
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

JAMAICA OFFICE:
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

মিনা বাজার MINA BAZ
SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS &
7110 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372
718-639
RUHU 3KG $14.99 EACH 2 FOR $25.00
RUHU 4KG $18.99 EACH
MRIGAL 3KG $19.99 EACH
MRIGAL 4KG $26.99 EACH
PUNGASH 2KG $3.49 LB
KATLA 4KG $2.99 LB
KATLA 5KG $3.29 LB
MAGUR $3.99 LB
MAZOLA OIL Veg. & Canola $10.99 96 OZ
MAZOLA Corn Oil $14.99 LB
MILK REGULAR $3.99 EACH
KACHUR LATI 3 FOR $5.00
NAWBAB Parboiled Basmati Rice $17.99 20 LB
MASOOR DAL $4.99 4 LB
MINA BAZAAR
GOLDEN TEMPLE ATTA $14.99 20 LB
RED COW Full Cream Milk Powder $22.99 2.5 KG
RESHME Parboiled Basmati Rice $20.99 20 LB
3 KHAN'S Extra Long Grain Parboiled Rice $19.99 20 LB
KRISHAK Parboiled Basmati Rice $18.99 20 LB
CANADIAN ONION $4.99 10 LB

ZAAR
HMS HALAL
HALAL MONITORING SERVICES
CERTIFIED AND MONITORED
WINTER Special Sale
DEC. 13, 2024 - MAR 31, 2025
বিশেষ মূল্যহ্রাস
VEGETABLES
-6462
KORAL 6KG $5.49 LB
KORAL 1KG $3.99 LB
SHOLE 1KG UP $4.49 LB
KASKI 3 FOR $3.99
SHARPUTI $2.49 LB
HILSHA 3FOR $24.99 PACK
HILSHA $20.99 1000 - 1200 EACH
1200 - 1500 UP $9.99 LB
CARNATION MILK $1.49 EACH
MAGNOLIA MILK $1.49 EACH
Kawan PARATHA $8.49 EACH
Jhatpot PARATHA $5.99 EACH
Nawbab PARATHA $5.99 EACH
PLAIN PARATHA
DELTA RICE $33.99 50 LB
VEG. OIL $29.99 32.5 LB
SWAD VEGETABLE OIL
CANOLA OIL $29.99 32.5 LB
SWAD CANOLA OIL
CORN OIL $35.99 32.5 LB
SWAD CORN OIL
SAFI Special Basmati Rice $22.99 20 LB
SHAHI Chinigura Rice $14.99 10 LB
LAXMI Mustard Oil $14.99 5 LB
WAGH BAKRI Premium Tea $9.49 2 LB
PREMIUM TOWEL Kirkland Signature $23.99
Towel

আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটি

৩ পৃষ্ঠার পর

সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হক।

সভায় বিভিন্ন মিডিয়াতে কর্মরত ১৬ জনকে প্রেসক্লাবের নতুন সদস্য পদ প্রদান করা হয়।

সভার শুরুতে ক্লাবের প্রয়াত সদস্য আব্দুল হাই স্বপনের আত্মার মাগফেরাত কামনা, বেলাল আহমেদসহ অসুস্থ সদস্যদের জন্যে দোয়া করা হয়।

দোয়া পরিচালনা করেছেন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য সৈয়দ ওয়ালিউল আলম।

সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সদস্যরা প্রতিবেদন দুটি অনুমোদন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক দর্পণ কবীর, নতুন কমিটির সভাপতি শওকত ওসমান রচি, সাধারণ সম্পাদক মো. মশিউর রহমান মজুমদার, মল্লিকা খান মুনা, সৈয়দ ওয়ালিউল আলম, পাপিয়া বেগম, এনামুল হক এনাম, এনএম সারোয়ার হোসেন, পাপিয়া বেগম, শফিকুল ইসলাম সাবু, তাপস কুমার সাহা, সীমা সুস্মিতা, মো. আজিজুল হক, মো. আতিকুর রহমান, মো. মাহে আলম জেমস, এনাম চৌধুরী, দীপক কুমার আচার্য, খোরশেদ আলম রিংকু, উত্তম কুমার সাহা, শামীম আহমেদ, কামরুল হাসান প্রমুখ।

বাড়ী ক্রয়ের এখনই সঠিক সময়!
SELL YOUR PROPERTY FASTER WITH TOP $$$
Resdential, Commercial, Foreclosure HUD Sale, Short Sale Specialist.
20 Years Experience
BUY - SELL - RENT
আপনার বাড়ীর Free Market Analysis and Consultation এর জন্য যোগাযোগ করুনঃ
মোহাম্মদ সেলিম রেজা
Lic. Real Estate Sales Person
আমরা বাংলায় কথা বলি
ফোনঃ 929-393-7331
Mohammad Salim Reza (MBA)
NYC Licensed Realtor, Professional/ Couteous!
Tel. 929-393-7331
Email: mrezarealtor@gmail.com
EXIT
EXIT REALTY PRIME
189-10 Hillside Ave, Suite E, Queens, NY 11423
Office: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254

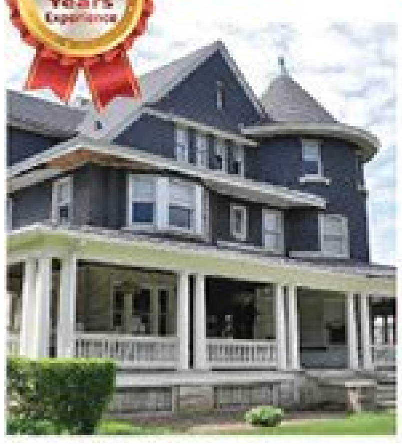

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ‘খসরু-সুয়েব’ প্যানেল ঘোষণা

৩ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম সদস্য মতিউর রহমান সুহেবকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে। পূর্নাঙ্গ প্যানেল পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে।

বিশিষ্ট রাজনীতিক পুষ্কর রহমান চৌধুরী বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্যানেল ঘোষণা সভায় কুলাউড়ার সাবেক পৌর মেয়র কামাল উদ্দিন আহমেদ জুনেদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোশাহিদ জে রাশেদ, উপদেষ্টা শফি চৌধুরী, সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশিদুল মান্নান চৌধুরী রেশাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ধলা মিয়া, মর্তুজ আলী, সাবেক কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন লিটন, ইকরুল জেবুর, আতাক হোসেন, অটোরা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ তালুকদার, ফারুক মিয়া, এলিউর রহমান, মঞ্জুরুল ইসলাম মিসবাহ উদ্দিন এনাম, ফরহাদ লিটু, তানিক আহমেদ সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ‘খসরু-সুয়েব’ প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটিও গঠন করা হয়। আংশিক কমিটির সদস্যরা হলেন- রাশিদুল মান্নান চৌধুরী রেশাম, জামাল উদ্দিন লিটন, আলতাফ হোসেন, হারুনুর রশীদ তালুকদার ও ফরহাদুল ইসলাম লিটু। এদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোয়াপ-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করে ইতিমধ্যেই কুলাউড়া-বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA

- Canada Visa Processing
- UK Visa Processing
- USA Visa Processing
- India Visa Processing
- Dubai Visa Processing
- Saudia Visa Processing
- Australia Visa Processing
- Thailand Visa Processing
- Schengen Visa Processing

- সৌদি ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা এপ্লিকেশন প্রসেস করি

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
• Visa Issued by Consulate General

VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA VISA

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি

সৌদি আরবের ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

ইন্ডিয়া
মাল্টিপল / মেডিকেল ভিসা

১০ বছরের কানাডিয়ান মাল্টিপল ভিসা

USA 5 YEARS
MULTIPLE TOURIST VISA

দ্রুত ভিসা প্রসেস করার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

SCHENGEN TOURIST VISA

এক ভিসাতে ভ্রমণ হবে ২৭টি দেশ

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS, NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

*Visa Issued by Consulate General

NEW YORK OFFICE

7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়
PHONE : 917-396-4140, 917-592-7828
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.digitalonetravel.com

DHAKA OFFICE

NAGAR SHEFALI, FLOOR # 03, HOUSE # 09
ROAD # 17, BLOCK-E, BANANI, DHAKA-1213
PHONE : +88 01711256871, +88 01711256872
E-MAIL : digitalonetravel@gmail.com
www.banglatravel.net

ভিন্নমতের রাজনীতি এখনো কেন লক্ষ্যবস্তু হবে

১০ পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় সংঘাতের সূত্রপাত। চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিএমআরসি) শিক্ষার্থীরা হাসপাতালটি ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন।

একপর্যায়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজসহ আশপাশের কয়েকটি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী ডিএমআরসি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এর জেরে ডিএমআরসি কলেজের শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও জিনিসপত্র লুটপাট করেন। এর পরের দিন পুরান ঢাকার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একজোট হয়ে যাত্রাবাড়ীতে গিয়ে ডিএমআরসি কলেজে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালান।

যাহোক, আমরা কি খুঁজে দেখেছি, যে শিক্ষার্থীরা অভ্যুত্থানের ভ্যানগার্ড হয়েছিলেন, তাঁরাই কেন নিজেদের মধ্যে এমন অর্থহীন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো কোনো নেতা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিক থেকে বলা হয়েছে, এর পেছনে ইন্ধন আছে, ষড়যন্ত্র আছে। বাস্তবতা হলো, বিশ্বে এমন কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেটিকে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে খারিজ করে দেওয়া যায় না।

যেকোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সংজ্ঞা বলবে জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলো মালিকানা প্রতিষ্ঠায় নেমে পড়ে। নিজেরাই একমাত্র সাচ্চা দেশপ্রেমী ও অভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে হাজির হতে থাকে। কেউ কেউ সবাইকে গণহত্যার ফ্যাসিবাদের দোসর হিসেবে তকমা দিতে শুরু করে। এমনকি যারা ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করে আসছিল, অভ্যুত্থানে যাদের বয়ান ও স্বর প্রকাশ্যে প্রভাবশালী ভূমিকা রেখেছিল, তাঁদেরও কেউ কেউ থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এর সর্বশেষ নজির দেখলাম ২৯ নভেম্বর কুড়িগ্রামের রৌমারীতে। রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলনের ডাকা কৃষক সমাবেশ পণ্ড করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ সময় জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাঈদের আইনজীবীসহ কয়েকজনকে মারধর করা হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা ও হামলাকারীদের পক্ষে সহায়তা করার অভিযোগ ওঠে।

এ ঘটনায় রাষ্ট্রসংস্কার আন্দোলন সংবাদ সম্মেলন করে, প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম বলেন, যে সময় দেশের প্রয়োজন ছিল গণ-ঐক্য নিশ্চিত করে সংস্কারের পথে এগিয়ে যাওয়া, সে সময় পরিকল্পিতভাবে প্রশাসন ও পুলিশের ছত্রছায়ায় জামায়াতের নেতা-কর্মীদের এ হামলা ভিন্ন বার্তা দেয়। নিশ্চিতভাবে পরিচয় জানার পরও শহীদ আবু সাঈদ হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী রায়হান কবীরের ওপর হামলা '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাপরিপন্থী।

এর আগে ১৩ নভেম্বর পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) পথসভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পরিচয়ে ব্যানার-মাইক কেড়ে নেওয়া হয়। এ সময় সমাবেশস্থলে চেয়ার ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল সৌন্দর্য। সমাজে পাশাপাশি বহুমত থাকবে; কিন্তু কারও মতের জন্য অন্যরা তাকে হামলা করবে না কিংবা কেউ তার মতকে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে না। জুলাই অভ্যুত্থান এই জন-আকাঙ্ক্ষাকেই সামনে নিয়ে এসেছে; কিন্তু অনেকের আচরণে সেটির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

আওয়ামী লীগের আমলে সব বিরোধী মতকে (মধ্যপন্থী, ইসলামপন্থী, বাম ও লিবারেলপন্থী) দমন করে একটি মাত্র বয়ান প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অভ্যুত্থানের পরও ভিন্নমতের রাজনীতি রাজনীতিকে কোণঠাসা করার একটি প্রচেষ্টা কারো কারো মধ্যে আমরা দেখছি। ভিন্নমত দমনের এই প্রক্রিয়াতেই কিন্তু রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজে স্বৈরাচারের জন্ম হয়।

গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার বিদায় নিলেও ভিন্নমত প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে সম্প্রতি সতর্ক করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো রওনক জাহান। তাঁর মতে, 'বহুমত প্রকাশের জন্য এখন নানা রকম ঝুঁকি দেখি। এর পুরোটা যে সরকারের কাছ থেকে আসছে, তা নয়। যাদের একটি মত আছে, তারা অন্যদের মত শুনতে চায় না।'

লেখক: প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী।

সাকিবের হারানো সিংহাসন থেকে একটু দূরে মিরাজ

৫২ পৃষ্ঠার পর

অলরাউন্ডার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে মেহেদী হাসান মিরাজ।

আইসিসি টেস্ট অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী অধিনায়কের অবস্থান এখন দুই নম্বরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পারফরম্যান্স দিয়ে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে তিনে ঠেলে দুইয়ে উঠে এসেছেন মিরাজ।

বুধবার আইসিসির প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদ থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে। মিরাজের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ২৮৪। শীর্ষে ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা (৪১৫)। ২৬৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চারে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব।

এদিকে টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সর্বোচ্চ জো রুটকে (৮৯৭) সিংহাসনচ্যুত করে শীর্ষে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক (৮৯৮)। দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক পয়েন্ট। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ছয় ধাপ এগিয়ে পাঁচে ও দক্ষিণ আফ্রিকার টেম্বা বাভুমা তিন ধাপ এগিয়ে সাতে উঠেছেন।

টেস্টে বাংলাদেশ ব্যাটারদের মধ্যে চোখে পড়ার মত উন্নতি হয়েছে জাকের আলীর। কিংস্টন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯১ রান করে বাংলাদেশের জয়ে বড় অবদান রাখেন তিনি। তাই ২১ ধাপ এগিয়ে ৬৩ নম্বরে জাকের।

অন্যদিকে টেস্ট বোলারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরাহ। আর বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে এগিয়েছেন তাইজুল ইসলাম আর তাসকিন আহমেদ। তিন ধাপ এগিয়ে তাইজুল ২১ নম্বরে আর তাসকিন ৪৯ নম্বরে। হাসান মাহমুদ সাত ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৫১ নম্বরে। ১৫ ধাপ এগিয়ে ৭৩ নম্বরে উঠে এসেছেন নাহিদ রানা।

'স্বল্পকালীন' অন্তর্বর্তী সরকার কত মাস পর নির্বাচন দেবে?

৫ পৃষ্ঠার পর

সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আগামী ১৮ মাসের মধ্যে যাতে নির্বাচন হতে পারে, সে জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো সম্পন্ন করতে এই সরকারকে সমর্থন দেওয়া হবে। রয়টার্সের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি বলব যে এই সময়সীমার মধ্যেই আমাদের একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করা উচিত।'

এরপর আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল 'যদি ও কিন্তু' দিয়ে জানালেন, ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন সম্ভব। ২১ নভেম্বর যুক্তরাজ্যে সফরে গিয়ে নৌপরিবহন ও শ্রম উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন জানালেন, প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নির্বাচন হতে পারে। আসিফ নজরুলের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা হলে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জানানো হয় নির্বাচনের বিষয়ে দিনক্ষণ ঠিক করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ শনিবার বিআইডিএস আয়োজিত সেমিনারে বলেছেন, 'আমাদের এই সরকার খুবই স্বল্পকালীন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আগামী বছরই আমরা একটি রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকার পাব। জানি না কী হবে।'

তিনজন উপদেষ্টার কথায় গরমিল আছে। দুজন বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া সম্ভব বা নির্বাচন দেখতে চাই। অপরজন ২০২৬ সালের মাঝামাঝি। নির্বাচনের দিন-তারিখ নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে মতভেদ থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে অভিন্ন অবস্থান আশা করা যাবে কীভাবে?

প্রধান উপদেষ্টা সরকারের ১০০ দিন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে 'অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার' শেষে দেশ নির্বাচনী ট্রেনে চলবে বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনিও নির্বাচনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার ওপর জোর দিয়েছেন।

নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলের মতভেদের পেছনে ভোটের হিসাব-নিকাশ কাজ করছে। কোনো কোনো দল মনে করে, যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে, ততই তাদের লাভ। আবার কোনো কোনো দল মনে করে নির্বাচন যত বিলম্বে হবে, ততই তাদের সুবিধা। অন্যদিকে দু-একটি দল নির্বাচন না করে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বেই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের আওয়াজ তুলছে।

বাংলাদেশে সব সরকারই জাতীয়। কোনো বিজাতীয় সরকার এখন পর্যন্ত ক্ষমতায় এসেছে বলে আমাদের জানা নেই। অতীতে সেনাবাহিনী বন্দুকের জোরে ক্ষমতা নিয়েও বলেছে, এটা জাতীয় সরকার। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বও নিজের পছন্দসই দলকে জাতীয় সরকার বলে দাবি করে। কিন্তু তারা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

লেখক: প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক ও কবি।

একাত্তরকে ভুলতে পারে উন্মাদ ও বিকৃত মানুষ

১৭ পৃষ্ঠার পর

অপ্রত্যক্ষে জামায়াত কী করে এই রাষ্ট্রের শাসনে আসে? এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা ছিল, সেই অবস্থান তারা যে পরিত্যাগ করেছে, এমন কোনো ঘোষণা তারা দেয়নি। একাত্তর সালে তাদের ভূমিকার জন্য তারা জাতির কাছে ক্ষমা চায়নি। অথচ জামায়াত নেতারা অবলীলায় দেশবাসীকে জ্ঞান দিয়ে চলেছেন। বর্তমান সরকার এদের মেনে নিচ্ছে কোন যুক্তিতে? জামায়াত রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। এ কারণেই তাদের একাত্তরের ভূমিকার কথা ভুলে যেতে হবে? ভুলে যেতে হবে বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জামায়াতের প্রত্যক্ষ জড়িত থাকার কথা? জনসমর্থনের দিক থেকেও জামায়াত একাত্তরে খুব এগিয়ে ছিল না, এখনো নেই। আমাদের জনগণ কিন্তু ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, এই অর্থে যে তারা রাষ্ট্র ও ধর্মকে এক করে দেখে না।

নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও মৌলবাদের বিকাশের ক্ষেত্রটা নষ্ট হচ্ছে না। বরং সেটা তাজা হচ্ছে দিন দিন, বিশেষভাবে দারিদ্র্যের কারণে। দরিদ্র মানুষ মুক্তির কোনো পথ পাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন, তাঁদের আচরণ আদর্শ আচরণ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থকে তাঁরাও বড় করে দেখছেন। কাজেই মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে মাদ্রাসাশিক্ষাকে ক্রমাগত সব সরকারই উৎসাহিত করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষা পেয়ে গরিব মানুষ আরও গরিব হচ্ছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটাও প্রকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। যার ফলে মানুষ মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা আন্তর্জাতিকভাবেও সত্য। আমরা তুরস্ক এবং আলজেরিয়াতেও সেটা দেখছি। ওসব দেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে মানুষের যে বিক্ষোভ, সে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ফলে সেটা অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে।

আমাদের শাসকশ্রেণি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার ফলে আমাদের যে নৈতিক জয়টা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা অনেকাংশেই খর্ব হয়ে গেল। সব অপরাধীর না হোক, মূল অপরাধীদের যদি বিচার করতে পারতাম, তাহলে আমাদের নৈতিক শক্তি অনেক বাড়ত। এটা প্রতিহিংসার ব্যাপার নয়। একটা অন্যায় হয়েছে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম ছিল, এটা সে সংগ্রামেরই অংশ। অন্যায়ের তো বিচার হতে হবে। অন্যায়কারীরা চিহ্নিত হবে, তাদের বিচার হবে, তাদের অপরাধ জানা যাবে, এটা ওই যুদ্ধেরই অংশ। জয় অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, কেননা আমরা তাদের বিচার করতে পারলাম না। বলা হচ্ছে, ক্ষমা করে দিচ্ছি। কে ক্ষমা করবে? এটা তো ক্ষমার কোনো ব্যাপারই না। খুনের অপরাধীকে ক্ষমা করা যায়? যে রাষ্ট্রে এত বড় অপরাধীর শাস্তি হয় না, সে রাষ্ট্রে ছোট ছোট অপরাধের শাস্তি হবে কী করে? এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মনে হবে, এখানে অপরাধ করে পার পাওয়া যায়। অপরাধ জিনিসটা তাই সেভাবে চিহ্নিত হচ্ছে না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত হলো যে এখানে বিচার পাওয়া যাবে না।

একটা গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে নির্বাচিত সরকার, কিন্তু নির্বাচিত সরকার মানেই গণতান্ত্রিক সরকার নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন পরস্পর সহনশীলতা, মূল্যবোধ, মর্যাদা, সেটা এই বড় দুই দলের মধ্যে নেই। যাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসেননি। আর দলেই যদি গণতন্ত্র না থাকে, তাহলে সংসদে গণতন্ত্র আসবে কীভাবে? শাসকশ্রেণির দলের আদর্শগত অবস্থানও মৌলিকভাবে এক। তারা আসলে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ক্ষমতা দখল করা মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালে সহনশীলতা বা ধৈর্য থাকে না।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল সংসদে অংশ নেবে। সরকার একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবে, বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পাল্টা একটা ছায়া সরকার গঠন করবে। তারা সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে বিকল্প কী হওয়া উচিত, সেটা বলবে। এ জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারে স্বতন্ত্র গবেষণা সেল থাকবে। এরপর আসে সংসদীয় কমিটি। অনেক বিষয় সংসদীয় কমিটির আলোচনাতেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সংসদীয় কমিটিগুলো কাজ করে না। এ ছাড়া কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল আছেন, তিনি অডিট করেন। সেই অডিট রিপোর্ট সংসদে পেশ করার কথা, আলোচনা হওয়ার কথা, সেটা সংসদে করা হয় না। আমাদের সংসদে বিরোধী দল তো আসেই না। যে-ই পরাজিত হয়, সে-ই মনে করে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, তাই তারা সংসদে অংশগ্রহণ করবে না। আর যিনি স্পিকার থাকেন, তিনি নিরপেক্ষ থাকেন না। বিরোধী দল সংসদে না থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা পায় না। এটা আদায় করার দায়িত্ব বিরোধী দলের। সরকারি দল বাইরে যা-ই বলুক, আমার মনে হয় তারাও চায় না যে বিরোধী দল সংসদে থাকুক। আর দেখা যায়, সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েই সেখানে আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। সেদিক থেকেও সংসদ কার্যকর হয় না। তাই আমরা কখনো দেখি নির্বাচিত বা বৈধ স্বৈরাচার এবং কখনো দেখি অবৈধ, অসাংবিধানিক স্বৈরাচার মানে সামরিক স্বৈরাচার। স্বৈরাচার থাকছেই।

দেশের ভাবমূর্তি খবরের কাগজে কী লেখা হলো, তার ওপর নির্ভর করে না। আজকের যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া। আমাদের দেশের সরকারি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তো খোলাখুলি আলোচনাই হতে পারে না। কিন্তু বিদেশি ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে সংবাদ আমাদের দিচ্ছে, তাতে তো সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই সংবাদ আমরাও পাচ্ছি, বিদেশিরাও পাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই যুগে ভাবমূর্তির ব্যাপারে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হলে ভাবমূর্তি আরও নষ্ট হয়। তখন মনে হয়, অনেক কিছু লুকানোর আছে, যা প্রকাশ করা যাবে না। ভাবমূর্তি নির্ভর করবে আমরা কী করছি তার ওপরে। সমষ্টিগতভাবে আমরা কী করছি, সেটাই বিবেচ্য। সারা পৃথিবী এখন আমাদের চেনে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে। আমাদের দেখে ভিক্ষুকের জাত হিসেবে। আমাদের এখানে জাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে চাপা পড়ে মানুষ মারা যায়। মানুষের জীবনের চেয়ে শাড়ির দাম বেশি। লঞ্চডুবিতে প্রতিবছর কত মানুষ মারা যাচ্ছে। বোমা ফুটেছে সিনেমা হলে, চার্চে, সিপিবির সমাবেশে, রমনা বটমূলে, মিছিলে। এগুলো তো গোটা পৃথিবী দেখছে। ভাবমূর্তি তো এখানেই নষ্ট হচ্ছে। নির্বাচিত কিংবা অনির্বাচিত সরকারের দুঃশাসন যত দিন থাকবে, তত দিন ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে না।

প্রত্যাশা হচ্ছে, সমাজ গড়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধের যে আদর্শ তা বাস্তবায়ন করার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখা। এ আদর্শ বাস্তবায়িত হলে মানুষ ওই চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে। এই ঐক্য তখন শাসকশ্রেণি দলের বাইরে একটা নতুন বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিকে পুষ্ট করবে। শাসকশ্রেণি দলগুলোই বিকল্প সরকার এবং কোনো অবস্থাতেই তা দক্ষিণপন্থীদের কাছ থেকে আসবে না, সেটা আসতে হবে বামপন্থীদের কাছ থেকে।

একাত্তরকে ভোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। গণহত্যা এবং হানাদারদের অগ্নিলাগি কোর্স আসলের রাজাকার, জামায়াতে ইসলামীর অনাচার ভুলতে পারে উন্মাদ বা বিকৃত মনের মানুষ। সুস্থিভ্রংশ মানুষ যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, স্মৃতিভ্রংশ জাতিও তেমন স্বাভাবিক জাতি নয়। চাইলেই কি আমরা একাত্তরকে ভুলে যেতে পারব? একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের বর্তমানের মধ্যে প্রবহমান রয়েছে। সে কারণে একাত্তরকে ভোলার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দুটো কাজ করতে হবে। অতীতে যে ভালো কাজগুলো ছিল, সেগুলো বিকশিত করতে হবে। অতীতে যে গণতান্ত্রিক উপাদান, ঐক্য, যে সংগ্রামী চেতনা ছিল, তার বিকাশ চাই। আর যে খারাপ দিকগুলো ছিল, সংকীর্ণতা ছিল, পশ্চাৎপদতা ছিল, সেগুলোকে পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

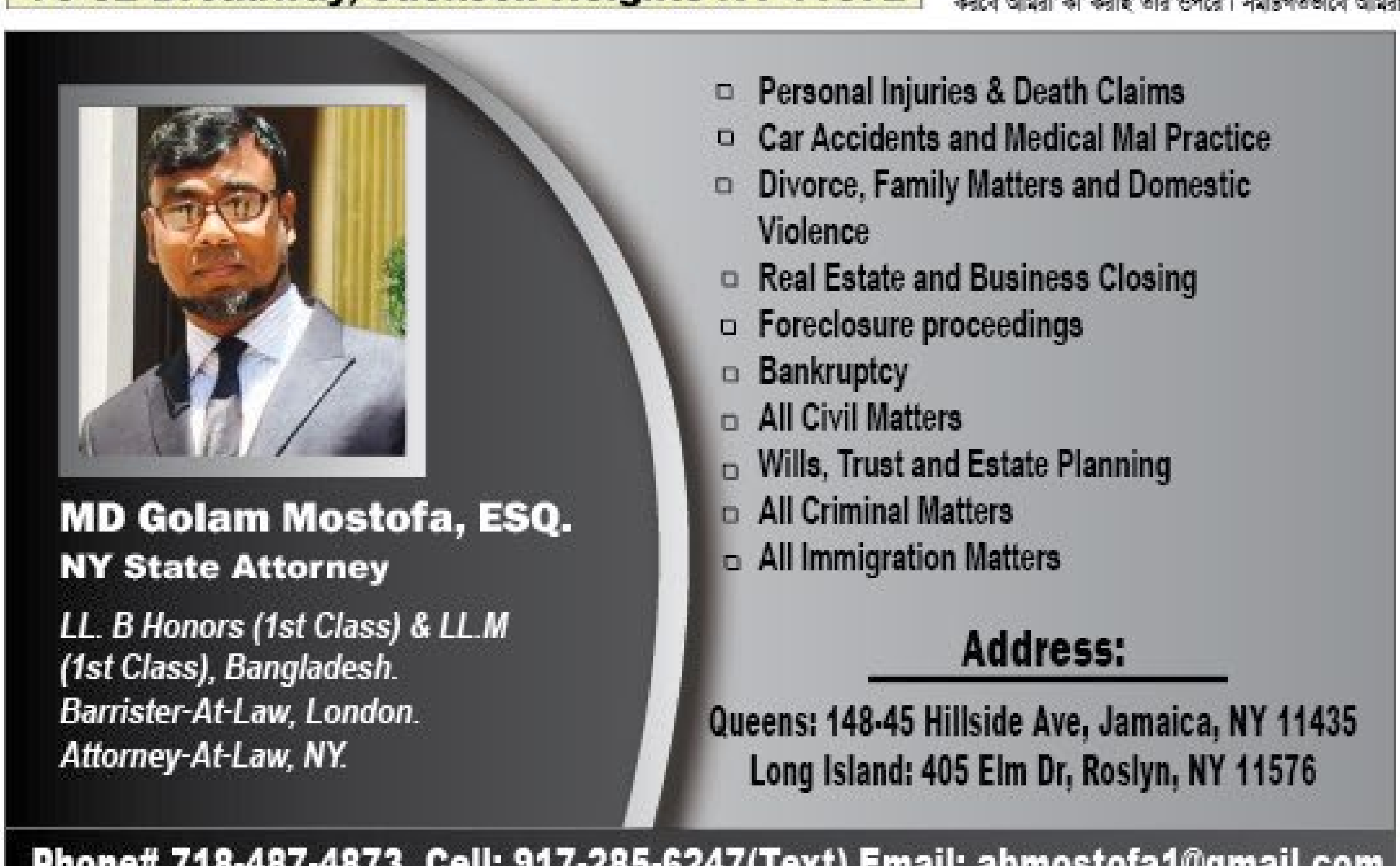

গিলেস্পিকে নিয়ে নতুন ঝামেলায় পাকিস্তান

৫২ পৃষ্ঠার পর

গিলেস্পি তার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। যদিও পিসিবির কাছে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে কোনো উত্তর মেলেনি।
চলতি বছরের এপ্রিলে লাল বলের কোচ হিসেবে গিলেস্পির সঙ্গে দুই বছরের জন্য চুক্তি করে পিসিবি। কিন্তু সাবেক এই অজি পেসারের অধীনে প্রথম সিরিজেই বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয়েছে পাকিস্তান। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট হারলেও পরের দুই ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতে নেয় সিরিজ। তবে এই সিরিজে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গিলেস্পির অগোচরেই। এর মধ্যে দলের সহকারী কোচ টিম নিলসনের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। যা মোটেই ভালোভাবে নেননি গিলেস্পি।
সাদা বলের কোচ গ্যারি কারস্টেনের পদত্যাগের ঘটনাটি এখনো তরতাজা। গিলেস্পির সঙ্গেই নিয়োগ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পিসিবির সঙ্গে মতবিরোধের কারণে সরে দাঁড়ান এই প্রোটিয়া কোচ।
গিলেস্পিও চলে গেলে সাদা বলের মতো লাল বলে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে দায়িত্ব পাবেন আকিব জাভেদ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বর্তমানে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। এরপর তিনটি ওয়ানডে ও দুটি টেস্ট খেলবে তারা।

সৌদিকে বিশ্বকাপের আয়োজক বানিয়ে তোপের মুখে ফিফা

৫২ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে সৌদি আরবের নাম ঘোষণার পর একপ্রকার তোপের মুখেই পড়ে ফিফা। তাদের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে অভিবাসী শ্রমিকদের সংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন, এলজিবিটি অধিকারকর্মীরাসহ বিভিন্ন সংস্থা। এর আগে ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারকে নিয়েও সমালোচনা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা। এক ভিডিওতে তারা তুলে ধরেছেন কাতারে মানবাধিকার ও সমলৈঙ্গিক সম্পর্কের পরিস্থিতি। এক যুগ পর আবারও মধ্যপ্রাচ্যে বসতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের আসর।

সিরিয়া : কোথা থেকে, কোন পথে

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রক্রিয়া বেছে নেন। একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে সিরিয়া তার ক্ষুদ্র জনসংখ্যা, আয়তন এবং অর্থনৈতিক সম্পদের তুলনায় আধুনিক সিরিয়া অনেক বেশি ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কারণ তার ছিল শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতা, দৃঢ়চেতা পররাষ্ট্রনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের হৃৎপিণ্ডে তার অবস্থান। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরাইল, লেবানন, তুরস্ক, ইরাক এবং জর্ডান। এর ফলে এ রাষ্ট্রটি মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান বিরোধগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ইসরাইল ছিল তার সবচেয়ে প্রধান প্রতিপক্ষ।
সিরিয়ার ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে সিরিয়ার অভ্যুদয় ১৯২০ সালে। এ সময় পাশ্চাত্য শক্তিগুলো এ রাষ্ট্রটিকে অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্য থেকে বের করে আনে। এ সময় দেশটি ফরাসি উপনিবেশ ছিল এবং ১৯৪৬ সালে এটি স্বাধীনতা অর্জন করে। এ রাষ্ট্রটির সমস্যা ছিল এই যে, এতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর সীমান্তের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও সাযুজ্য ছিল না। শুরু থেকে এর বাসিন্দারা রাষ্ট্রটিকে খুব বৈধ মনে করেনি। এ জনগোষ্ঠী চেয়েছিল বৃহত্তর নিখিল আরব রাষ্ট্রের অংশ হতে। ১৯৫৮ ও ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সিরীয় রাষ্ট্রটি মুছে যায় এবং মিসরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। সিরীয় সরকারের জন্য নিখিল আরব জাতীয়তাবাদের মতাদর্শ পরবর্তী সময়েও বৈধতা যোগ করতে থাকে। তবে সময়ের প্রবাহে রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং স্পষ্ট পরিচয় ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে। ১৯৬৩ সালের পর থেকে নামমাত্র নিখিল আরব, সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশ শাসন করতে থাকে। অবশ্য ১৯৬৬ সালে একটি ক্যু'দেতা হয়। যার ফলে বাথ পার্টির বামপন্থি অংশ সালাহ জাদিদের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৭০ সালে আরেকটি ক্যু'দেতার মাধ্যমে হাফেজ আল আসাদ ক্ষমতায় এসে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন। অভ্যন্তরভাবে বাথ পার্টির শাসন আগেকার অস্থিতিশীলতার বিপরীতে নাগরিক স্বাধীনতার চড়া মূল্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে। শিকড়ের দিক থেকে বাথ শাসন ছিল একটি কর্তৃত্ববাদী সামরিক একনায়কতন্ত্রবাদ। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ ছিলেন সর্বপ্রধান ব্যক্তি, তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ আলাউইট মাজহাবের সদস্য ছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন পার্লামেন্টের মনোনয়নে ৭ বছর মেয়াদের জন্য। হাফেজ আল আসাদ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ৯৯ শতাংশ ভোটে জয়লাভ করেন।
অনুগ্রভাবে বাথ পার্টি মাত্রপ্রতিম ছয়টি ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে National Progressive Front গঠন করেছিল। তারা বাথ পার্টির তুলনায় স্পষ্টত অধস্তন অবস্থায় ছিল। তাদের ছিল না কোনো স্বাধিকার, ছিল না কোনো ঘাঁটি নির্বাচনি এলাকা। তারা সামরিক বাহিনী ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুসারী তৈরি করতে পারত না। এ অধিকার কেবল বাথ পার্টিরই ছিল। সরকারের মন্ত্রিসভায় সব পদ বাথ পার্টি পেত। জনসংসদ সাধারণ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হতো। এদের দৃশ্যমানতা ছিল, কিন্তু ছিল না খুব একটা ক্ষমতা। জনপ্রতিনিধিত্বের ভ্রম সৃষ্টি করার জন্য ১৯৯০ সালের নির্বাচনে গণসংসদের আসন এবং স্বতন্ত্র প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। সংসদের ২৫০টি আসনের অর্ধেক শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। National Progressive Front দুই-তৃতীয়াংশ আসনে 'জয়ী' হয়। বাকি আসনগুলো স্বতন্ত্ররা লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনগুলো মুক্ত কিংবা উন্মুক্ত ছিল না। বাথ পার্টি নিয়ন্ত্রণ করত কে ব্যালটে জয়লাভ করবে এবং মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্ধারণ করা হতো কার কথা শোনা হবে। এভাবে সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বাথ পার্টি সিরিয়ায় একটি একনায়কতন্ত্রবাদী ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা বাশার আল আসাদের নিয়তিকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী কলামে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।
লেখক : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা সংকট

১২ পৃষ্ঠার পর

পড়েছে রোহিঙ্গারাও। রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র সংগঠন আরসা ও আরএসও কে তাই মিয়ানমার জান্তা সরকার আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত আরাকান আর্মিকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করছে সশস্ত্র মুসলিম রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার-ভারত সীমান্ত থেকে সরিয়ে দিতে।
যুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে। বেশকিছু রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় বিজিবির হাতে ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত আটককৃত সশস্ত্র রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ৪০ এর অধিক। আরাকান আর্মির দখল সাফল্যতে তাতমাদো বাহিনী রাখাইনকে মায়ানমার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।
ফলে রাখাইনে তীব্র খাদ্য, জ্বালানি, ও নিরাপত্তা সংকট, ও মোটাদাগে মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অন্যদিকে, আগেই এমন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গারা নাফ নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আরাকান আর্মি প্রায় দুই শতাধিক রোহিঙ্গাকে হত্যা করে। যারই ফলশ্রুতিতে, সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে তাতমাদো রোহিঙ্গা ও আরাকান আর্মির ত্রিমুখী সংঘর্ষ চলমান। সংঘাত আরো প্রকট হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ক্রমাগত উসকানিতে।
যার খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলাদেশি নাগরিকদেরও। টেকনাফ, উখিয়া ও নাইক্ষ্যংছড়ি সহ অধিকাংশ অঞ্চলেই নিরাপত্তা সংকট দেখা দিয়েছে, ওপার থেকে আসা গুলি, জেলেদের ট্রলারে আক্রমণ ও মর্টারের আঘাতে নিহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন, আহতের সংখ্যা আরো বেশি। এছাড়াও, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেন্ট-মার্টিনে জাহাজ চলাচল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় দ্বীপটিতে খাদ্য, ও জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছিলো। দীর্ঘদিন পর্যটন বন্ধ থাকায় ক্ষতির হয়ে পড়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও। অন্যদিকে, দেশের নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেন্ট-মার্টিনকে ইস্যু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানারকম প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। মূলত, মিয়ানমারের যুদ্ধ, সেন্ট-মার্টিনের নিরাপত্তা, টেকনাই ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তুলতেই সরকারের এ উদ্যোগ।
যদিও, গতমাস ডিসেম্বরের পর থেকে সীমিত আকারে জাহাজ ও পর্যটন চালু হওয়ায় অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। কিন্তু, আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষায় নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কঠোর অবস্থানে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে দক্ষিণে নাফ নদী সংলগ্ন সীমান্ত, বঙ্গোপসাগর ও সেন্ট-মার্টিনের পার্শ্ববর্তী জলসীমায় নৌ-মহড়া, কোস্টগার্ড ও বিজিবির উপস্থিতি আরো সুদৃঢ় করা উচিত। অন্যদিকে, দেশের নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশের পররাষ্ট্রনীতি, বিশেষত মিয়ানমার প্রশ্নে পরিবর্তন এসেছে। রাখাইন রাজ্য মিয়ানমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় রাজ্যের রোহিঙ্গা, আরাকানীসহ সকল গোষ্ঠীই বাংলাদেশের সহায়তার ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরাকান আর্মি ও রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের নিয়ে বহুপাক্ষিক আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মানবিক সহায়তার পাশাপাশি রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরানো, রোহিঙ্গা-আরাকানীদের সহাবস্থান এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতেও ঢাকার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এখন সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় আবারো ওয়াশিংটন-বেইজিং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘদিন চায়নার বলয়ে থাকা অস্থিতিশীল মিয়ানমারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ওয়াশিংটনের সমর্থন পেতে পারে বাংলাদেশ। এতে ট্রাম্পের এন্টি-চায়না নীতির বাস্তবায়নের পাশাপাশি, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও মিয়ানমারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
এছাড়াও, ঢাকার সাথে নাইপিদোর সংযোগ বাড়লে, ভারতীয় আধিপত্য ও চায়নার প্রভাব অনেকাংশেই কমে আসবে। তাই প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরানো এবং সকল গোষ্ঠীদের নিয়ে আলোচনায় বসা জরুরি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি জরুরি খাবার, জ্বালানি ও মানবিক সহায়তা পাঠানো এবং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সীমান্তে ঝুঁকি মুক্ত সেইফ জোন বা করিডোর স্থাপন করা যেতে পারে। এবং সবশেষে, মধ্যস্থতাকারী হিসেবে রাখাইন ও নাইপিদোর মধ্যকার সংলাপ স্থাপন করা যেতে পারে। এতে আঞ্চলিক কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাস ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে।
লেখক: শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

'এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই'...

১৭ পৃষ্ঠার পর

বা বিদ্ধ করে দেয় কোনো কোনো গান। তখন পৃথিবীকে দখল করে রাখে সেই গানের কথা শিল্পীর কণ্ঠনিঃসৃত সুর আর যন্ত্রানুষঙ্গের তরঙ্গপ্রবাহ। তার বাইরে আর কোনো শব্দই তখন প্রবেশ করে না কর্ণকুহরে। 'সব ক'টা জানালা' তেমন একটি গান।
আশির দশকের শুরুতে, ১৯৮২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিটিভির একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে নির্মিত হয়েছিলো গানটি। লিখেছিলেন নজরুল ইসলাম বাবু। সুর সংযোজন করেছিলেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। এবং গেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন।
আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ২নম্বর সেক্টরের একজন সাহসী কিশোর যোদ্ধা ছিলেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। বুলবুলের বয়েস তখন চৌদ্দ বা পনেরো। ঢাকার আজিমপুরে ওয়েস্টটেন্ড হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন।
আরো কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে ধরাও পড়েছিলেন তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন সকলেই। সহযোদ্ধারা কেউ বেঁচে না ফিরলেও তিনি ফিরেছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একাধিকবার ধরা পড়েছেন তিনি পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে। প্রতিবারই পাকিস্তানিসেনাদের এবং রাজাকারদের নিষ্ঠুর বর্বরতায় রক্তাক্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারই মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলেন কিশোর বয়েসী অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল।
পাকিস্তানি হানাদারদের টর্চার সেল থেকে বারবার তাঁর সেই ফিরে আসাটা আমার কাছে অলৌকিক ঘটনা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বুলবুলের ফিরে আসবার পেছনে ছিলো প্রকৃতির বা সৃষ্টিকর্তার বা ইতিহাসের কোনো আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা বা পরিকল্পনা। এবং ইতিহাসের দায় পূরণের জন্যেই বারবার তিনি ফিরে এসেছেন জল্লাদের দরবার থেকে।
আমার মনে হয়েছে ইতিহাসের কাছে তাঁর প্রধান দায় ছিলো দুটি--
এক-- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমে তাঁর সাক্ষী হওয়া। (একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযমের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের ১৪তম সাক্ষী ছিলেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল।)
দুই--আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনকে কিছু কালজয়ী গান উপহার দেয়া। যার ভেতরে থাকবে কিছু দেশাত্মবোধক গানও। ('সব ক'টা জানালা খুলে দাও না'সহ অন্তত তিরিশ-চল্লিশটি দেশাত্মবোধক গানের তিনি সুরস্রষ্টা।)
বাঙালির মতো একটি বিস্মরণপ্রিয় জাতিকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার দিনগুলোয় ফিরিয়ে নিতে বুলবুলের সুর করা অবিস্মরণীয় গানগুলো মহৌষধের কাজ করে। তাঁর গান বারবার আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় একাত্তরের সামনে। মুক্তিযুদ্ধের সামনে। তিরিশ লক্ষ শহিদের সামনে। শহিদ পরিবারের সামনে। শহিদ জননীর সামনে। এবং দেশপ্রেম--ইতিহাসের সামনে। যা আমরা প্রায়শ ভুলে যেতে ভালোবাসি।
০২. নজরুল ইসলাম বাবুর কথায় আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুরে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে গীত 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না' শীর্ষক কালজয়ী গানটির কয়েকটি চরণ টানা আট-নয় বছর বিটিভির খবরের আগে বাজানো হয়েছে সিগনেচার টিউন হিসেবে। এতে করে গীতিকার এবং শিল্পী মাস শেষে মোটামুটি সম্মানজনক একটা এমাউন্টের চেক পেতেন। সাবিনা ইয়াসমিনের কথা জানি না কিন্তু বাবুর অতে তীব্র উপকারই হয়েছিলো। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ছিলেন বাবু। গানটি বিটিভির সংবাদের সিগনেচার টিউন হিশেবে প্রতিদিন একাধিকবার প্রচারের ফলে নতুন একটা অর্থনৈতিক ছন্দ এসেছিলো বাবুর পরিবারে। কিন্তু বিটিভির একাউন্টস সেকশনের কতিপয় ঈর্ষাকাতর কর্মকর্তা কর্মচারীর চোখে ব্যাপারটা 'সব টাকা তো গীতিকার লইয়া গ্যালো' টাইপের অপরাধ বলে গণ্য হলো। সেই সময় এক দুপুরে দৈনিক বাংলার প্রবেশ পথের পত্রিকা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে নজরুল ইসলাম বাবুই আমাকে বলেছিলেন তাঁর ক্ষোভের কথাটি। বলেছিলেন--'আমি প্রতিমাসে মোটামুটি ভালো অংকের একটা এমাউন্ট পাচ্ছি দেখে বিটিভির একাউন্টসের কয়েকজন ঈর্ষাকাতর কর্মকর্তার আঁতে খুব ঘা লেগেছিলো রিটন ভাই। তারা জিএম-ডিজিসহ প্রশাসনের বড় কর্তাদের কানে তুললেন ব্যাপারটা। বিটিভির প্রশাসনের বড় কর্তারাও ছিলেন একই রকম ঈর্ষাকাতর। খবরের সিগনেচার টিউন হিশেবে গানটা ততোদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সুতরাং গানটাকে তারা বাদও দিতে পারছিলেন না। কিন্তু গীতিকারকে তো বঞ্চিত করতেই হবে। শেষে আমাকে কোনো রকম সম্মানী বা পারিশ্রমিক যাতে না দিতে হয় সেই বুদ্ধি তারা বের করলেন। গানের সুরটা তারা রাখলেন কিন্তু কথা প্রচার করলেন না। অর্থাৎ গানটিকে শুধুই ইন্সট্রুমেন্টাল করে ফেলা হলো। টানা অনেক বছর বাণীসহ প্রচার হলেও এক পর্যায়ে আমাকে বঞ্চিত করতেই শুধু ইন্সট্রুমেন্টাল সিগনেচার টিউন হয়ে গেলো সব ক'টা জানালা।'
আহারে ঈর্ষা। একাত্তরের রণাঙ্গণে অস্ত্র হাতে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম বাবুর শেষ জীবনটা কেটেছিলো কঠিন দারিদ্র্যে। অর্থকষ্টে জর্জরিত মানুষটা মারা গিয়েছিলেন চরম চারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই। অথচ বিটিভি কোনো দরিদ্র প্রতিষ্ঠান ছিলো না। বিটিভির লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করে বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়েছেন লোভী এবং অসাধু অনেক প্রযোজক-কর্মকর্তা।
ফিরে আসি গানের প্রসঙ্গে।--
০৩. নজরুল ইসলাম বাবু, আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল এবং সাবিনা ইয়াসমিন ত্রয়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত কীর্তি--'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না'।
১৯৮২ সালের ২৬ মার্চ বিটিভিতে প্রথম যখন গানটি শুনি, তখনই এক বিস্ময়কর শিহরণ অনুভব করেছি দেহ-মনে। স্টুডিওতে গানটির চিত্রায়নও ছিলো চমৎকার।
গানের শুরুতেই যন্ত্রানুষঙ্গের সুদীর্ঘ প্রয়োগে বুলবুল তাঁর অপরূপ দক্ষতায় গভীর রাতের কান্নাকাতর নির্জনতাকে মূর্ত করে তুলেছেন। তারপর নির্মাণ করেছেন প্রিয়জন হারানোর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে সহসা জানলা গলে আসা বেদনাক্রান্ত বাতাসের মৃদুল আন্দোলনের চিত্রকল্প।
এরপর শহিদ পরিবারের সদস্যদের অপেক্ষারত্নপ্রতিম বুক ভাঙা হাহাকার এবং প্রিয়জনের ফিরে আসার সম্ভাব্যতর আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাসকে ধারণ করেছেন পরম মমতায়।
অতঃপর নিঃসীম অন্ধকারে অনন্ত প্রতীক্ষার ঘাতক প্রহরকে চিহ্নিত করতে কথা এবং সুরের সিম্ফনিতে আনন্দ-বেদনার যে উপাখ্যান তিনি নির্মাণ করেছেন তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য।
সমাপ্তিতে--নিকটজনের কাছে শহিদ-আত্মার নিঃশব্দ আগমনের মাহেন্দ্রক্ষণে যেনো বা আতরের গন্ধ আর গোলাপের সৌরভ মাখা ঘ্রাণ এসে থমকে পড়ে শ্রোতার করোটির ভেতরে।
গানটি এমনিতেই সারা বছর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট 'পাঠ-শ্রুতি আর দর্শন' শেষে মন খারাপ হলে শুনি আমি। বিশেষ করে ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের ক্ষণে বারবার শুনি। গত দু'দিন ধরে অজস্রবার শোনা হলো। প্রতিবারই গানটা আমায় অশ্রুসিক্ত করে। এই গানের শক্তি অসীম।
এবারের বিজয় দিবসে আমার অনন্ত শ্রদ্ধা আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের প্রতি। নজরুল ইসলাম বাবুর প্রতি। সাবিনা ইয়াসমিনের প্রতি। এবং--তিরিশ লক্ষ শহিদের প্রতি। যাঁরা এই দেশটিকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।
ও বাংলাদেশ, ও বাঙালি, 'চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই'......
লেখক: ছড়াকার।

www.zamzamtravelus.com
ZAMZAM TRAVEL US
zamzamtravelus
Luxurious Five Star
HAJJ PACKAGE: 2025-HIJRI 1446
Double $11999
Tripple $10999
Quad $10500
MAKKAH (0 Meter)
MADINAH (0 Meter)
Stay Details: (17 Days) 28 MAY 2025-13 JUNE 2025
- Makkah: 28 May-31 May, 5 Star Hotel Near of Harram Makkah Hotel/Makkah Tower, Clock Tower or Similar
- Aziziyah: 31 May-09 June, 5 Star Hotel Holiday inn or Similar
- Madinah: 09 June-13 June 5 Star Hotel Millennium Al Aqeeq or Similar
Package Features
Ticket : Saudi Airlines Economy (Dhaka to Jeddah to Madinah/Jeddah to Dhaka)
Personal Bus Service : Makkah to Mina to Arafat to Mujdalifa to Zrunarat Hotel.
Food : Breakfast, Dinner & Lunch International-Buffet
Sightseeing : Makkah & Madinah with Guide.
Tabu : VIP
Others : Mec-Med-Med Airport transport by GMC/Bullet Train, Visa.
Documents Required
1. Bangladeshi Valid Passport.
2. Photograph Passport Size Photo Background (White & Light).
3. Blood Group.
4. Contact Number.
আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্জ করার সুবর্ণ সুযোগ...
Gifts
Scarf For Ladies -
Travel Bag -
Passport Bag -
Hajj & Umrah Books -
VISION 2030
REGISTER FOR THE HAJJ 2025
US PASSPORT HOLDERS
STEP BY STEP GUIDANCE SERVICE
nusuk HAJJ 2025
Zam Zam Travel US is thrilled to announce that registration is now open for Nusuk Hajj 2025, in collaboration with top Hajj companies.
Special Luxurious Five Star
UMRAH PACKAGE 2025
Departure: Jan 22nd, 2025 JFK - JED | Return: Jan 29th, 2025 MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025 JFK - JED | Return: Feb 06th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 12th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 18th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 26th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025 JFK - JED | Return: Feb 25th, 2025 MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025 JFK - JED | Return: Mar 3rd, 2025 MED - JFK
RAMADAN UMRAH PACKAGE 2025
1st Group: Quad $3,699 Tripple $3,899 Double $4,099 Departs Feb 27, 2025 Return Mar 10, 2025 Madinah - 4 Days | Makkah - 6 Days
2nd Group: Quad $3,799 Tripple $3,999 Double $4,199 Departs Mar 08, 2025 Return Mar 19, 2025 Madinah - 4 Days | Makkah - 6 Days
3rd Group: Quad $5,899 Tripple $6,399 Double $6,899 Departs Mar 19, 2025 Return Apr 01, 2025 Madinah - 3 Days | Makkah - 9 Days
Special: Quad $4,399 Tripple $4,699 Double $5,399 Departs Mar 14, 2025 Return Mar 24, 2025 Madinah - 4 Days | Makkah - 4 Days
WORLDWIDE VISA SERVICES
• Expert Team • Premium Support
• Verified Visa Checklist • Perfect Visa Application Service
SAUDI ARABIA 10 YEARS MULTIPLE ENTRY VISA
■ Stay Up to 180 Days Per Entry
■ Perform Unlimited Umrah
■ Business Travel & Exploration
■ Explore Educational Opportunities
■ Visit Family and Friends
■ Travel To Any City
INDIA VISA PROCESSING
SCHENGEN VISA PROCESSING
SAUDI ARABIA VISA PROCESSING
UAE | VISA PROCESSING
• 30 DAYS VISA • 2 YEARS VISA • 5 YEARS VISA • 10 YEARS VISA
UAE-DUBAI | FULL PACKAGE TOUR PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • SIGHTSEEING • GUIDANCE SERVICES
3 STAR & 5 STAR
UMRA | FULL PACKAGE PROVIDER
• VISA • TICKET • HOTEL • TRANSPORTATION • ZIARAT • GUIDANCE SERVICES
Bangladesh Plaza
37-15, 73 Street, Suite # 207
Jackson Heights, NY 11372
(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

তীব্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পারফিউম থেকে শুরু করে বিভিন্ন কসমেটিক্স আমদানি করেছে ১.৮১বিলিয়ন ডলারের। রেলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে ১১৮ বিলিয়ন ডলারের। কম্পিউটার আমদানি করেছে ৫১.৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। এছাড়া আমদানি করা বিপুল নিত্যপণ্যে ওপর নির্ভরশিল সাধারণ ভোক্তাদের জীবন থমকে যাবে যদি পণ্যমূল্য ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায়।
বাণিজ্য নিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে এমন উত্তেজনা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট (নির্বাচিত) ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ২০শে জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করে পরবর্তী চার বছরের জন্য যাত্রা শুরু করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচিত হওয়ার পর পরই শি জিনপিংকে জানুয়ারির অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। তবে শি জিন পিং এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কি না সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। বার্তা সংস্থাকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনের দূতাবাস। তবে সম্প্রতি শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের যোগাযোগ হয়েছে বলে জানা গেছে। এনবিসি নিউজের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প নিজেই এ বিষয়টি জানিয়েছেন। ক্ষমতা গ্রহণের আগেই চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। বলা হয়েছে, বেইজিং যদি ভয়াবহ মাদকদ্রব্য 'ফেন্টানাইল'র পাচার বন্ধে কোনো উদ্যোগ না নেয় তাহলে অতিরিক্ত শুল্কনীতির কবলে পড়বে চীন। এর আগে নির্বাচনী প্রচারণার সময় চীনা পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বেইজিং ইতোমধ্যে সতর্ক করে বলেছে, পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বাস্তবায়িত হলে বিশ্বের শীর্ষ দুই অর্থনৈতিক বলয়ের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য যুদ্ধ দ্রুতই ত্বরান্বিত হবে।

আসছে ৫০০ ডলার রিফান্ড চেক!

৬৪ পৃষ্ঠার পর

করেছেন যে, যেসব পরিবার বছরে ৩ লাখ ডলারের কম আয় করবে তারা ৫০০ ডলার রিফান্ড পাবেন। একক করদাতা যারা বছরে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের কম আয় করেন, তাদের জন্য রিফান্ড হবে ৩০০ ডলার। গভর্নরের অফিসের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম নিউইয়র্কের প্রায় ৬ লাখ ২০ হাজার মানুষ এই রিফান্ড পেতে উপযুক্ত হবেন। গভর্নর হোকুল বলেন, নিউইয়র্কে ইনফ্লেশন কারণে প্রচুর রাজস্ব সঞ্চিত হয়েছে, এবং এখন সেই অর্থ আমরা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই। তিনি আরো যোগ করেন, আমি জানি বাবা-মায়েরা কীভাবে অনুভব করেন, আমি এটি অন্তরে অনুভব করি। তাই আমি নিউইয়র্কের পরিবারের সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই রিফান্ড প্রস্তাবটি তার বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অংশ, যা রাজ্যের জনগণের জন্য সহায়ক হতে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বক্তব্যে ৬৬ বছর বয়সী গভর্নর তার শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমাদের পরিবারকে সীমিত বাজেটে দিনযাপন করতে হতো, কিন্তু আজকাল দুধ, ডিম এবং আয়াপাতের দাম বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, আমরা শুনি যে ইনফ্লেশন কমছে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আপনার হাতে আরো টাকা এসেছে? না, তা হয়নি।
গভর্নর হোকুলের এই প্রস্তাবিত ইনফ্লেশন রিফান্ড পেমেন্ট নিউইয়র্কবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উদ্যোগ, যা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যদি এটি পাস হয়, তবে এটি জনগণের জন্য এক বড় আর্থিক স্বস্তি নিয়ে আসবে, যা রাজ্যের উন্নয়ন এবং নাগরিকদের কল্যাণে সহায়তা করবে।

এবিসিসিআই'র সভা অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

টুলস। বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা শাহ নেওয়াজ ও চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ঢাকায় ওয়েস্টিন হোটেলে সংগঠনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪৫ জনের একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধি দল এতে যোগদান করবেন। বুধবারের সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, সিপিএ নওয়াজ চৌধুরী, নুরুল আজিম, বুলবুল হাসিনা বারী, বেলাল চৌধুরী, আহসান হাবিব, আলমগীর খান আলম ও আনিক চৌধুরী।

হাসিনাকে অনুসরণ করলেন সিরিয়ায় পতিত আসাদ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মস্কোর মধ্যেই রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার ঘোষণা দিয়েছে।একই বছরে ৪ মাসের ব্যবধানে ২ জন স্বৈরাচারি শাসকের পতন ও পলায়নের ইতিহাস প্রথম। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতনটি স্বশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঘটেনি। বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি সরকারি ও বেসরকারি অস্ত্রধারীদের দিয়ে নিরস্ত্র আন্দোলনকামী ছাত্রজনতার ওপর হামলা চালিয়েছে। শহীদ হয়েছে হাজারো ছাত্র জনতা। জনতা তার বাসভবন অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে জীবন বাঁচাতে ৫ আগস্ট আকাশ পথে পলায়ন করে ভারতে আশ্রয় নেয়। সিরিয়ায় অভ্যুত্থানটি হয়েছে স্বশস্ত্র বিদ্রোহীদের মাধ্যমে। বিদ্রোহীরা দেশটির একে এক শহরগুলো দখল করে এবং শেষে রাজধানী দামেস্ক নিয়ন্ত্রণে নেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে প্রেসিডেন্ট আসাদ বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। হাসিনা ও আসাদের পলায়ন ও রাজনৈতিক রুট একই। ভারত ও রাশিয়া উভয়েই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সূত্রে একই সূতায় গাঁথা। এক স্বৈরাচারি ভারতে। অন্যজন রাশিয়ায়। গত ২ বছর ধরে রাশিয়া ও ভারতের সাথে দহরম মহরম তুঙ্গে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল শেখ হাসিনা। হাসিনার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনকালে প্রায়শই রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিংবা ঢাকাস্থ রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হাসিনার পক্ষে সাফাই গিয়ে বিবৃতি দিতেন। আর ভারততো ছিল এক পা বাড়িয়ে। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনের ভাষায় স্বামী-স্ত্রীর মতো। আসাদের সাথে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সম্পর্ক ছিল হরিহর আত্মায়। গত ১৩টি বছর সিরিয়া প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রাশিয়া যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধ বিমান বসিয়ে আসাদকে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। পলাতক আসাদকে আশ্রয় প্রদান করেই রাশিয়াকে বাস্তবতা মেনে নিতে হল।

নিউইয়র্কে হাসিনার ভার্চ্যুয়াল বক্তব্য

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অতিথির বক্তব্যে নানা বিষয় তুলে ধরেন হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ, বিভিন্ন স্টেট আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ আজাদ।
সরকারের এজেন্টরা সব জায়গাতে কী কী করছে তার তথ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনে রুখে দাড়াতে হবে।
অনুষ্ঠানে টেলিফোনে দেয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য জাতির

জনক মাত্র ৩ বছর ৭ মাস সময় পান। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক ও তার পরিবারের সকল সদস্যকে সেদিন হত্যা করার মাধ্যমে এই স্বাধীনতাকে কলংকিত করে এবং অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। ৫ আগস্টও একইভাবে স্বাধীনতাবিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে যে উন্নয়নশীল দেশ গড়েছিলাম আজ তা ধ্বংস প্রায়। গভীর চক্রান্তের মাধ্যমে জঙ্গি, সন্ত্রাসীরা পুলিশ, ছাত্র, আওয়ামী লীগ, সাধারণ মানুষ হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। যে কোটা ২০১৮ সালে বাতিল করেছিলাম, আদালত যে রায় দেয় তাও আমরা স্থগিত করি। জুলাই আন্দোলনে বাধা দেয়া হয়নি, পুলিশকে নিষেধ করেছিলাম বাধা দিতে, আন্দোলন কারীদের গণভবনে ডাকাও হয়েছিলো। কিন্তু তারা আসেনি ১ দফা ঘোষণা করেছে। আমি রক্তপাত চাইনি, তাই ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি। তারা এখনো দেশে সন্ত্রাসী কাজ চালাচ্ছে। একদিন পাকিস্তানী বাহিনীর মত জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করবে।
২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়া কথা উল্লেখ করে হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দেয়া, শেষ করা বা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। আইয়ুব খান পারেনি, এরা কীভাবে পারবে। ইউনুস বাহিনীর এজেন্টরা সব জায়গাতে কী কী করছে তার তথ্য রাখতে হবে, প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে হবে। । আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে, যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাদের চাকরি ফেরত দেয়া হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজের এফিলিয়েটেড PRESIDENTIAL AWARD & NATIONAL HEALTHCARE CHAMPION AWARD
প্রাপ্ত এবং CIP মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ভূঁইয়া (শিশির) পরিচালিত হোম কেয়ার এজেন্সি
ALL COUNTY
হোম কেয়ার
CDPAP
PCA
HHA.RN
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
PH : 718 593 0932
* DIRECT DEPOSIT * WEEKLY PAYMENT* FESTIVAL BONUS* 401K. INSURANCE
এজেন্সি ট্রান্সফার কেইস এর জন্য স্পেশাল সুবিধা দেওয়া হবে
Get Paid to Take care of Your Friends & Family
150-47 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432. Ph: (631) 935-8581, www. allcountyhealthny.com

যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ সিরিয়ার মুক্তিকামীদের সঙ্গে

৬২ পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় পথ দেখিয়ে সহায়তা করার বার্তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এসব বার্তা সরাসরি দেওয়া হয়েছে না মধ্যবর্তী কারও মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে তা জানাতে রাজি হননি তিনি।
এই কর্মকর্তা জানান, অন্তর্বর্তী সরকারকে সিরিয়ার জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করা উচিত বলে ওয়াশিংটন বিশ্বাস করে এবং আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন নেতা বেছে নেওয়া ছাড়াই এইচটিএসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেওয়াকে সমর্থন করবে না। এর আগে গত মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেন, ওয়াশিংটন সিরিয়ার সেই ভবিষ্যৎ সরকারকে স্বীকৃতি দেবে যারা বিশ্বাসযোগ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অসাম্প্রদায়িক শাসক হবে।
এইচটিএসের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা রোববার সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক দখল করে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটায়।
২০১৩ সালে এই এইচটিএস গোষ্ঠীটি আগে আল কায়েদার সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিল আর একে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা দিয়ে রেখেছে।
সেসময় এইচটিএসের নেতা আহমেদ আল-শারাকে (আবু মোহাম্মদ আল-জোলানি নামেই বেশি পরিচিত) সন্ত্রাসীর তকমা দেয়।
তারা বলেছিল, ইরাকের আল কায়েদা আসাদকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের জন্য শারাকে দায়িত্ব দিয়ে সিরিয়ায় ইসলামিক শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে বলেছিল। এইচটিএসের পূর্বসূরী নুসরা ফ্রন্ট সিরিয়াযুদ্ধে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বেসামরিকদের হত্যা করেছিল এবং সহিংস সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো।

ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ

৬ পৃষ্ঠার পর

জন্য দায়ী করা যায়। তারা সচেতনভাবেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের মিথ্যা গুজব প্রচার করছেন। 'হিন্দুরা যেমন বাংলাদেশে আক্রান্ত হচ্ছেন, ভারতেও তেমনটা হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে' বলে একটা ভুল আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করছেন এসব হিন্দুত্ববাদী নেতা-নেত্রীরা। একটা সময়ে পাকিস্তানকে ব্যবহার করা হত ভারতের অভ্যন্তরে মুসলমান-বিরোধী আখ্যান তৈরি করার জন্য। কিন্তু এখন লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে। তাদের এই ভুল আখ্যানে প্রভাবিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, প্রভাবিত হচ্ছে কিছু গণমাধ্যম।
অবশ্য এসব ভুল আখ্যানের পেছনে শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোই কি একমাত্র উদ্দেশ্য, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে, তাও আমাদের ভাবা উচিত। বাংলাদেশের হিন্দুদের নিরাপত্তার থেকে- নির্বাচনী স্বার্থ, হিন্দুত্ববাদী নেতা- নেত্রীদের স্বার্থ, ভারতের মুসলমানদের ওপরে বিদ্বেষ ছড়ানো অনেক অনুঘটক এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।
এক্ষেত্রে ভারতের অল্ট নিউজের সম্পাদক প্রতীক সিনহার একটি মন্তব্যকে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তার ভাষ্য ছিল এমন- 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শাহিনবাগের প্রতিবাদ আন্দোলন অথবা ইসরায়েল বা এখন বাংলাদেশ - সব ক্ষেত্রেই ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে আসলে ঘুরপথে ভারতীয় মুসলমানদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। এখানকার মুসলমানদের ওপরে বিদ্বেষ ছড়ানো যাতে যুক্তিযুক্ত হিসাবে দেখানো যায় - সেই আখ্যান তৈরির প্রচেষ্টা চলছে।'
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর গত ১২ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চার মাসে ভারতের গণমাধ্যমে বাংলাদেশ নিয়ে অন্তত ১৩টি ভুয়া খবর ছাপা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদ ও তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমার স্ক্যানার। এসব ভুয়া খবর প্রচারের তালিকায় রয়েছে ভারতের ৪৯টি গণমাধ্যম। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের গণমাধ্যম 'রিপাবলিক বাংলা' সর্বাধিক ৫টি গুজব প্রচার করেছে বলে জানিয়েছে রিউমার স্ক্যানার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা হিন্দুস্তান টাইমস, জি নিউজ ও লাইভ মিন্ট অন্তত ৩টি করে গুজব প্রকাশ করেছে। এছাড়া অন্তত দুটি করে গুজব প্রচার করেছে রিপাবলিক, ইন্ডিয়া টুডে, এবিপি আনন্দ এবং আজতক। বাকি ৪১টি গণমাধ্যম প্রচার করেছে অন্তত একটি করে গুজব। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসব ভুল তথ্যের মধ্যে ছিল শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর তার নামে ভুয়া খোলা চিঠি, মুসলিম ব্যক্তির নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে মানববন্ধন করার ভিডিও কে হিন্দু ব্যক্তির দাবিতে প্রচার, ড. মুহাম্মদ ইউনূস আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার ভুয়া খবর, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ভিত্তিহীন দাবি, ট্রাম্পের বিজয়ের পর ড. ইউনূস ফ্রান্সে পালিয়ে যাওয়ার ভুয়া দাবি, পাকিস্তানি জাহাজের মাধ্যমে অস্ত্র আনার মিথ্যা দাবি, নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবী হিসেবে প্রচার, বাংলাদেশে ভারতীয় চ্যানেল বন্ধ হওয়ার গুজব, বাংলাদেশে মুসলিমদের হামলায় হিন্দু মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের দাবিতে ভারতের প্রতিমা বিসর্জনের ভিডিও প্রচার, শ্যামলী পরিবহনের বাসে হামলার মিথ্যা তথ্য, চিন্ময় কৃষ্ণের আইনজীবীর ওপর হামলার ভুয়া দাবি এবং বাংলাদেশে জঙ্গি হামলা হতে পারে জানিয়ে যুক্তরাজ্যের ভ্রমণ সতর্কতা জারির বিভ্রান্তিকর খবর।
কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বলা হয়, আসলে এসব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবাই বেশি জরুরী। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে চেষ্টাকে আরও প্রশ্রয় দিলে সম্পর্কে কিছুটা হলেও আঁচড় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়ে দুদেশেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র মাধ্যম আলাপ-আলোচনা।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী, সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিপোর্টার্স ফোরাম (আইবিআরএফ)।

'অধিকাংশ নিউইয়র্কার অবৈধদের ডিপোর্টেশনের পক্ষে'

১ পৃষ্ঠার পর

তথ্য বের হয়েছে। নিউইয়র্ক পোস্ট তা প্রকাশ করেছে। রাজ্যব্যাপী উত্তরদাতাদের প্রায় ৫৪% বলেছেন, নিউইয়র্কের উচিত ট্রাম্পের নির্বাসন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা। যেখানে মাত্র ৩৫% বলেছেন এম্পায়ার স্টেটের বিরোধিতা করা উচিত।
৩৮% ডেমোক্র্যাট, ৮৭% রিপাবলিকান এবং ৫৪% স্বতন্ত্ররা গণ নির্বাসন বা ডিপোর্টেশন পরিকল্পনাকে সমর্থন করে। যা ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে একটি প্রধান ইস্যু হিসেবে তুলে ধরেছিল। সাম্প্রতিক একটি জরিপ দেখায় যে নিউইয়র্কের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা লাখ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসীদের নির্বাসনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে সমর্থন করে। এনএবিসির জরিপ অনুসারে ৫৯ ভাগ নিউইয়র্কার অবৈধদের ক্রিমিনালদের ডিপোর্টেশন সমর্থন করেছেন।
২ ডিসেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিচালিত এই সমীক্ষাটি ৮৩৪ জন নিবন্ধিত ভোটার মতামত দিয়েছেন।
মেয়র এরিক অ্যাডামস অভিবাসনের প্রতি আরও কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি নিউ ইয়র্ক সিটির অভিবাসীদের বিতাড়িত করতে চান যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। "আমার অবস্থান হল সেই লোকেরা যারা আমাদের শহরে অপরাধ করে, আপনি আমাদের শহরে থাকার অধিকার ত্যাগ করেছেন এবং আমি এটি মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায় খুঁজে বের করার জন্য উন্মুক্ত যারা এখানে অপরাধ করছে, পুলিশ অফিসারদের উপর গুলি ছুড়ছে, নিরপরাধ মানুষকে ধর্ষণ করছে তারা আমাদের দেশের জন্য ক্ষতিকর।"

হাসিনার বক্তব্য ভারত সমর্থন করে না: বিক্রম মিশ্রি

১ পৃষ্ঠার পর

একটি ছোটখাটো ক্ষত (পিনপ্রিক)। একই সঙ্গে বিক্রম মিশ্রি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একক কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের জনগণের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে ভারত। এ খবর দিয়েছে অনলাইন দ্য হিন্দু। উল্লেখ্য, সোমবার ঢাকা সফর করেন বিক্রম মিশ্রি। এদিনই দেশে ফিরে যান তিনি। বুধবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। সেখানে বিক্রম মিশ্রি বলেন- নিজের বক্তব্য প্রচারের জন্য 'ব্যক্তিগত যোগাযোগ বিষয়ক প্রযুক্তি (ডিভাইস)' ব্যবহার করছেন শেখ হাসিনা। ভারত সরকার তাকে এমন কোনো প্ল্যাটফরম বা সুবিধা দেয়নি যা দিয়ে তিনি ভারতের মাটিতে বসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। মিশ্রি বলেন, তৃতীয় কোনো দেশে হস্তক্ষেপ এড়াতে ভারতে প্রচলিত যে রীতি অনুশীলন করে এটা তারই অংশ। দ্য হিন্দু লিখেছে- শেখ হাসিনা যখন ভারতে বসে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে ভিডিও বার্তা তৈরি করছেন, তখন বিক্রম মিশ্রির এই মন্তব্য বড় রকম তাৎপর্য বহন করে। সোমবার ঢাকা সফরের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে কী কথা হয়েছে তা সংসদীয় কমিটির বৈঠকে তুলে ধরেন বিক্রম মিশ্রি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক একক কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্দিষ্ট সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের চেয়েও বেশি। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয় ভারত। একই সঙ্গে যে সরকার ক্ষমতায় থাকবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবে। বাংলাদেশে 'দুঃখজনক কিছু' ঘটনায় ভারতের 'উদ্বেগের' কথা ঢাকার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলে বৈঠকে কমিটিকে জানান। দক্ষিণ এশিয়ায় তিনি বাংলাদেশকে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক এবং কানেক্টিভিটিতে অংশীদার বলে বর্ণনা করেন। বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য রেল সংযোগ, বাস যোগাযোগ, অভ্যন্তরীণ নৌপথে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। দুই দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী রেল সার্ভিস 'সাময়িক' বন্ধ রয়েছে। বিক্রম মিশ্রি আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কথিত সহিংসতার অভিযোগের স্বীকৃতি না দেয়ায় উদ্বিগ্ন ভারত। তবে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায় ভারত। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়েই তাদের উদ্বেগের ব্যাখ্যা দিয়েছে। ভারতবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন, সেইসব অভিযুক্ত 'সন্ত্রাসী' অনেককে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। এতে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় যে 'অপপ্রচার' চলছে সে বিষয়টি তুলে ধরেছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে বলা হয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বৈঠকে কমিটির অনেক সদস্য বাংলাদেশে ইসকন সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তারের ইস্যু তুলে ধরেন। তবে বিক্রম মিশ্রি তার কোনো জবাব দেননি। সূত্র বলেছেন, তিনি পরে এ বিষয়ে বক্তব্য দেবেন। তিনি কমিটির সদস্যদের কাছে বলেছেন, তার ঢাকা সফরের সময় কর্তৃপক্ষকে বলেছেন- মন্দির ও ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারে হামলার সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলোর বিষয়ে 'স্বীকৃতি' দেয়া উচিত- এটা তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। বিক্রম মিশ্রি বলেন, বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলার বিষয়ে প্রকাশিত রিপোর্টকে অতিরঞ্জিত বা মিডিয়ার সৃষ্টি বলে দেখানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু 'বিশ্বাসযোগ্য' সংগঠনগুলো কিছু ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছে। এগুলোর সমাধান দাবি করে। এরপর বিক্রম মিশ্রি বলেন, এসব বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সেক্রেটারি শফিকুল আলম সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তাতে তিনি গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের সংখ্যা জানিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হামলার কারণে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাংলাদেশে যেসব হামলা হয়েছে তার অনেকটা হয়েছে সাবেক ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর। বিক্রম মিশ্রি বলেন, এই ধরনের হামলার বিষয়কে এমন যুক্তি দিয়ে বৈধতা (জাস্টিফাই) দেয়া যায় না। কমিটিকে তিনি আরও বলেন, সোমবারের সফরে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, পররাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। এ সময়ে তিনি 'গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল এবং অংশগ্রহণমূলক' বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। বিক্রম মিশ্রি আরও বলেন, গত বছর বাংলাদেশিদেরকে ১৬ লাখ ভিসা ইস্যু করেছে ভারত। ওই সময়ে যেকোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশকে দেয়া ভিসা সবচেয়ে বেশি। তিনি আরও বলেন, একক ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে দেখে না ভারত। এই সম্পর্ককে 'ভালো প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক' হিসেবে দেখে। কমিটিকে বিক্রম মিশ্রি জানান যে, ড. ইউনূসের সঙ্গে কথোপকথনের সময় দ্বিপক্ষীয় চুক্তি রিভিউ করার ইস্যু তুলে ধরা হয়নি।

অন্য প্যানেলের বিজয়ীদের শপথ নেয়ার আহ্বান

৬৪ পৃষ্ঠার পর

রহিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হানিফ, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মো. শাহজাহান, সাবেক সভাপতি কাজী শাখাওয়াত হোসেন আজম ও মুনির আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খোকন কে চৌধুরী, সাবেক সদস্য কামাল হোসেন মিন্টু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ চৌধুরী, সৈয়দ এম হোসেন বাবর, টি আলম, শওকত হোসেন স্বজল, শফিকুল আলম, ফরিদ আহমেদ, আবুল কালাম, জাবের শাকি, মোহাম্মদ নুরুল আমিন, ইমরুল কায়সার, মোহাম্মদ ইসা, নওশাদ কামাল, মো. আজিম সম্রাট, কাউসার চৌধুরী, মেজবা আহমেদ প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য আরিফুল ইসলাম বলেন, সম্প্রতি অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে হাড্ডাহাড্ডি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে এতে ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট জমা পড়ে। চূড়ান্ত ভোট গণনা শেষে দেখা যায় চারটি পদে এই ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট ফলাফলে ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা আছে। তাই নির্বাচনের দিন থেকেই উপরোক্ত ছয়টি চ্যালেঞ্জ ভোট নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ইউনাইটেড ব্যালট' কাছে চলে যায়। নিরীক্ষণ শেষে মোট ছয়টি ভোট হতে দুটি ভোট বাতিল বিবেচিত হয় এবং চারটি ভোট গণনার জন্য ইউনাইটেড ব্যালটকে নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড ব্যালট চারটি ভোট গণনা করে ২৫ অক্টোবর নির্বাচনী ফলাফলের সার্টিফায়েড কপি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রেরণ করেন। নির্বাচন কমিশন এই ফলাফলটি তাদের অফিসিয়াল ইমেইলের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীকে অবগত করেন। পত্রপত্রিকায় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, নির্বাচনের দিন রাতে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট ভাষায় জানায়, চ্যালেঞ্জ ভোট গণনার পরেই চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হবে। কিন্তু একটি মহল অত্যন্ত শিশুসুলভভাবে আংশিক ফলাফলে অতি উৎসাহী হয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। যদিও এই উল্লাস ছিল ক্ষণিকের। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদসহ নয়টি পদে জাবের-আরিফ পরিষদের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হন। অন্যপক্ষে মাকসুদ-মামুন পরিষদের দশজন নির্বাচিত হন। নির্বাচনে নেতৃস্থানীয় পদে হেরে গিয়ে কতিপয় প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা উদ্ভট আচরণ শুরু করেন। পরাজিত সভাপতি প্রার্থী মাকসুদুল হক চৌধুরী প্রকাশ্যে ফেসবুক লাইভে এসে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কর্ণবিদ্বেষী বক্তব্য দেন। নির্বাচনে হেরে গিয়ে মাকসুদ গং নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেন। 'নো আইডি নো ভোট' অপব্যাখ্যা দেয়া শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এরপর সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চট্টগ্রাম ভবনে প্রবেশ করে অসাংবিধানিকভাবে এবং ত্রাসের সৃষ্টি করে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে শপথ গ্রহণের নাটক করে।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, চট্টগ্রাম সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হয়েও যথাযথভাবে শপথ গ্রহণ করেননি, তারা যদি অবিলম্বে শপথ না নেন তবে নির্বাচনে দ্বিতীয় ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীদের শপথ না নেওয়া পদে নির্বাচিত ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছি। কমিশন এসব পদে নতুন প্রার্থীদের নির্বাচিত ঘোষণা করলে তাদের নিয়েই সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, চট্টগ্রাম সমিতি একটি কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান।

সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

১ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৩ সালে একই প্রতিবেদনে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত উল্লিখিত নিহতের সংখ্যা ছিল ৪৫। এছাড়া এই মুহূর্তে জিম্মি রয়েছে ৫৫ জন সাংবাদিক। যাদের ২৫ জনই ইসলামিক স্টেটের (আইএস) হাতে আটক। পাশাপাশি, ২০২৪ সালে ৯৫ জন সাংবাদিক নিখোঁজ হয়েছেন। নতুন করে এই তালিকায় এখন পর্যন্ত যোগ হয়েছে আরও চার জন।

মহান বিজয় দিবসে সম্পাদকের শুভেচ্ছা

১ পৃষ্ঠার পর

এনেছিল লাল সবুজের বিজয় পতাকা। সমগ্র বাঙালি জাতির গর্ব ও অহংকারের দিন ১৬ ডিসেম্বর। গর্বিত এই দিনটির জন্য সারা দেশের মানুষ বছরব্যাপি অপেক্ষায় থাকেন। প্রবাসি বাংলাদেশিরা এদিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করে থাকেন। মহান বিজয় দিবসে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে আমি শাহ নেওয়াজ সকল সম্মানিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 'আমরা প্রবাসে আমাদের মাতৃভূমির লাল সবুজের এই পতাকার মর্যাদা শীর্ষে তুলে ধরবো। দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে আগামীর বাংলাদেশ।' টানা নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রায় ৯১,৬৩৪ সদস্য আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এর ফলে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়। প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন লাখ লাখ ছাত্র-জনতা এবং আপামর জনগণ।
বিশ্বের রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দিবসটি উদযাপনের জন্য নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আয়োজন করেছে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কমিউনিটির সকল আয়োজনের সফলতা কামনা করছি। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক।

খানস'র টিউটরিয়ালে ভর্তি পরীক্ষার গাইড

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পড়াশোনার বোঝাপড়া এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণের পরীক্ষা করে। গণিত, অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, জ্যামিতি এবং ওয়ার্ড প্রবলেম কভার করে। পরীক্ষাটি এর চ্যালেঞ্জিং চরিত্র জন্য পরিচিত। যা মজবুত ভিত্তিমূলক জ্ঞান এবং কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা প্রয়োজন। খানস টিউটরিয়াল কর্তৃক এটি সম্পূর্ণ একটি গাইড বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
এসএইচএসএটি-এর কঠিনতার ব্যাপক বিষয় কাভারেজ, জটিল প্রশ্ন এবং সময় নির্ধারিত ফরম্যাটে, যা অনেক ছাত্রছাত্রীর জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সফলতা প্রায়ই নির্ভর করে সঠিক প্রস্তুতির ওপর, যার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিকভাবে অধ্যয়ন শুরু করা, পরীক্ষার ফরম্যাটের সাথে পরিচিত হওয়া, নিয়মিত অনুশীলন করা এবং ভুল থেকে শেখা। পড়াশোনা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়ন করা, অফিসিয়াল উপকরণ ব্যবহার করা এবং পরীক্ষার পরিবেশ অনুকরণ করে অনুশীলন করা পারফরম্যান্স উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে।
এসএইচএসএটি শুধুমাত্র জ্ঞানের পরীক্ষা নয় বরং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং প্রস্তুতির মাপকাঠি। যদিও এটি চ্যালেঞ্জিং, কৌশলগত এবং নিবেদিত প্রস্তুতি সাফল্যের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

দুই বোনের ব্যাংক হিসাব তলব

১ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে লেনদেন, হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসিসহ যাবতীয় তথ্য পাঠাতে হবে।
গত ৯ ডিসেম্বর সোমবার এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে কোথা থেকে কীভাবে টাকা এসেছে, তা জানাতে হবে। আবার সেই অর্থ পরবর্তী সময়ে কোথায় খরচ হয়েছে, নগদে উত্তোলন হয়েছে কি না-এসব বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। এই ট্রাস্টের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবন। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা। তার বোন শেখ রেহানা অন্যতম ট্রাস্টি। এছাড়া অন্য যারা এই ট্রাস্টের সঙ্গে জড়িত কিংবা যেসব অ্যাকাউন্টে ট্রাস্টের হিসাব থেকে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে, জমা হয়েছে, তাদের তথ্যও দিতে বলা হয়েছে।
ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর প্রায় ৫৫০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করেছে ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। এসব হিসাবে জমা আছে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এ তালিকায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার সন্তান ও পরিবারের একাধিক সদস্যের নাম থাকলেও প্রথমবারের মতো তাদের দুই বোনের হিসাবের তথ্য চাওয়া হলো।
ব্যাংকে পাঠানো বিএফআইইউর অন্য এক চিঠিতে গোপালগঞ্জের বাসিন্দা ও ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরউল্লাহ শরাফত, তার ভাই চৌধুরী হাবিবুল্লাহ শরাফত এবং তাদের মা জাকিয়া চৌধুরীর হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর আগে তাদের আরেক ভাই ও পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ শরাফতের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট স্থগিত করে বিএফআইইউ। তাদের পরিবার শেখ হাসিনা পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত।
সরকার পতনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববির অ্যাকাউন্ট স্থগিত করেছে বিএফআইইউ। আওয়ামী লীগের গবেষণা সেল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) এবং সিআরআই-ইয়ং বাংলা প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অ্যাকাউন্ট স্থিতের তালিকায় শেখ পরিবারে আরো আছেন শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর পরিবারের ৭ জন, চাচাতো ভাই শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েলের পরিবারের ৯ জন, শেখ ফজলুল করিম সেলিমের পরিবারের ৫ জন এবং শেখ হেলাল উদ্দিন, তার স্ত্রী রূপা চৌধুরী ও ছেলে শেখ তন্ময়।
অবৈধ সম্পদ অর্জন, রাজস্ব ফাঁকি ও অর্থ পাচারে সন্দেহভাজন ১০ প্রভাবশালীর দেশি-বিদেশি সম্পদ অনুসন্ধানে গত সপ্তাহে ১২টি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। দুদক, সিআইডি ও এনবিআরের সমন্বয়ে গঠিত ১০টি টিম এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। সার্বিকভাবে তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করবে বিএফআইইউ। আইনি সহায়তা দেবে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়। মূলত কারো অর্থ পাচারের প্রমাণ পেলে যেন দ্রুত সে অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া যায়, সেজন্যই এই পাঁচটি সংস্থার সমন্বয়ে কাজ করা হচ্ছে। তদন্তের আওতায় আনা প্রভাবশালীদের তালিকায় পদত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার পরিবার এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপ রয়েছে।
এরই মধ্যে এসব ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত হিসাব স্থগিত করেছে বিএফআইইউ। শেখ হাসিনা পরিবারের বাইরে যৌথ তদন্তের আওতায় আনা ব্যবসায়ী গ্রুপ হলো- এস আলম, বেক্সিমকো, সামিট, সিকদার, বসুন্ধরা, ওরিয়ন, নাসা, জেমকন ও নাবিল গ্রুপ। এছাড়া সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের পরিবার ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের পরিবারের বিষয়ে বিশদ তদন্ত করা হবে। এসব ব্যক্তি ও গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কোথায় কী সম্পদ আছে, তা বের করা যৌথ তদন্তের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে দ্রুত কীভাবে অর্থ ফেরত আনা যায়, তা নিয়েও তারা কাজ করবে।

১৬ ডিসেম্বর
বিজয়ের উল্লাস
Quality Changes Way of Life.....
DISCUSS & INSIGHT
BUSINESS ANALYSIS
BUSINESS DEVELOPING
CREATIVE CONCEPT
MARKETING STRATEGY
CALL ME FOR MORE INFO
+1 929 538 7903
MD. BADRODDUJA SAGAR
PRESIDENT & CEO
ihope print.com
Galaxy media
LUDO MUSIC
Flixza
Flixza
ellexo WWW.ELLEXO.US
XPRESS
save the smile
169 22 Hillside Ave FL 2 Jamaica NY 11432 | Tel: +1 929 538 7903 Fax: +1 347 829 3286
ihopeprint.com | galaxymediaus.com | flixaglobal.com | goflixa.com | ellexo.us | savethesmile.org

ব্যক্তির সম্পদে সমাজ ও পরিবারের অধিকার

২৫ পৃষ্ঠার পর

তাহলে জেনে রাখুন, আপনার ধনসম্পদে তার অধিকার রয়ে গেছে। আর বঞ্চিত বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যে আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আসে না; কিন্তু সে নিজের জীবিকা সংস্থান করতে পারে না এ কথা আপনি জানেন। আপনার অর্থসম্পদে এমেন ব্যক্তিরও অধিকার আছে। এ অধিকারগুলো ছাড়াও ইসলাম মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকারও কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদি হতে হবে। স্বার্থনিষ্ঠার প্রবণতা পরিহার করে নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি সৎকাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে। এটি একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী নৈতিক শক্তি। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানের পর ইসলাম আর একটি দানকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। সেটি হচ্ছে জাকাত। সঞ্চিত ও সংরক্ষিত অর্থ, ব্যবসার পণ্য, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, কৃষিজাত দ্রব্য ও গবাদি পশুর ওপর জাকাত ধার্য করা হয়। এ ছাড়া ইসলামে একটি উত্তরাধিকার আইন আছে। কোনো ব্যক্তি কমবেশি যে পরিমাণ সম্পদ সম্পত্তি রেখে মারা যাক না কেন একটি নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী তাকে বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেটি হলো ইসলামের উত্তরাধিকার আইন। সর্বপ্রথম পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারী হয়, অতঃপর ভাই-বোনেরা হয় উত্তরাধিকারী এবং তাদের পর হয় নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন। যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং তার কোনো পর্যায়ের কোনো উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায়, তাহলে গোটা জাতিই তার উত্তরাধিকারী হবে এবং তার সম্পত্তি বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) অন্তর্ভুক্ত হবে।

লেখক: ইসলাম বিষয়ক লেখক।

ছেলের বউকে ট্রাম্প রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিলেন

৩ পৃষ্ঠার পর

বছর ধরে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মিত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে তার ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। সামাজিকমাধ্যম ট্রুথে ট্রাম্প লিখেছেন, আইন, মিডিয়া এবং রাজনীতিতে গিলফয়েলের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের পাশাপাশি তার বুদ্ধিমত্তা তাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অত্যন্ত যোগ্য করে তুলেছে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হলে করণীয় কী?

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রথমেই আমরা অল্প মাত্রায় ইনসুলিন দিয়ে দেখি যে ইনসুলিনে কন্ট্রোল হচ্ছে কি-না। অনেক সময় তিন দিন পর পর তাকে পরীক্ষা করতে হয়। অথবা যখন তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল থাকে, তখন অনেক সময় আমরা কিন্তু তাকে এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ পরে ডায়াবেটিস বা রক্তের সুগার পরীক্ষা করাই।

কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে যে, নিয়মিত ডাক্তারের কাছে আসতে হবে এবং ইনসুলিন নেয়াটা রেগুলার নিতে হবে। তার ব্লাড সুগার বা রক্তের শর্করাটা মাপতে হবে। এখানে একটা জিনিস আমরা বুঝি যে, অনেক সময় রোগীরা ডাক্তারের কাছে আসার আগে খুব বেশি কন্ট্রোল করে আসে। দেখা যায় যে তার ব্লাড সুগার বা রক্তের শর্করা একেবারেই স্বাভাবিক। সে জন্য আমরা একটা টেস্ট করি, হিমোগ্লোবিন A1C। এই হিমোগ্লোবিন A1C করলে বুঝা যায়, গত তিন মাসে রোগীর কি রকম ব্লাড সুগার ছিল। কাজেই এটা একটা ব্যবস্থা।

এছাড়া আমরা এতক্ষণ যেটা বললাম, খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ সেটা হচ্ছে, মেডিকেল নিউট্রেশন থেরাপী MNT। এছাড়া তাকে আমরা একটা খাদ্য তালিকা ঠিক করে দেই রোগীর ওজন অনুযায়ী। সে কতবার খাবে। ডায়াবেটিসে কিন্তু একটু ঘনঘন খেতে হয়। মেইন খাবার যেটা সেটা তিন বেলা খাবে আর এছাড়াও তিনবেলা স্ন্যাকস্ খেতে হয়।

এমনকি ঘুমের আগেও তাকে একটা হালকা খাবার খেতে হয়। যাতে তার হাইপো না হয়। হাইপো মানে হলো, রক্তের সুগারটা কমে যাওয়া। কারণ হাইপো হলে যেটা হয়, বাচ্চা ও মা দুইজনেরই মারাত্মক অবস্থা হয়। কাজেই আমরা তাদের সচেতন করে দেই। তারপর তাদের আমরা একটু হাটাহাটি করতে বলি। হালকা ব্যায়াম করতে পারে সে। এবং তার অন্যান্য যে ওষুধ যেমন আয়রন, ক্যালশিয়াম এগুলো তার রেগুলার খেতে হবে। এবং ঘনঘন ডাক্তারের কাছে আসার কথা আমরা এজন্য বলি, যে তার বাচ্চার কোনো অসুবিধা আছে কি-না। একটা হলো যে, এসমস্ত রোগীদের গর্ভপাত বেশি হয়। কাজেই গর্ভপাত যাতে না হয় তাই আগে থেকেই তাকে চিকিৎসা দেই।

দেখা যায় যে, রোগীর পেটে বাচ্চাটিরও অনেক ওজন হয়ে গেছে। সেটাকে আমরা বলি, ম্যাক্রোসোমিয়া। সুস্থ, নাদুসনুদুস বাচ্চা দেখতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু সেটা যদি ডায়াবেটিসের কারণে হয়, তাহলে কিন্তু সেটা ভালো না। কাজেই বাচ্চার ওজনও যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেজন্য আমরা চিকিৎসা দেই। এছাড়াও মাঝে মাঝে তার ইউরিন পরীক্ষা করতে হয় এবং তাদের ব্লাড প্রেসারটা যেন বেশি না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, প্রি-এক্লামশিয়া অথবা এক্লামশিয়া এই সময় বেশি হতে পারে। এখন এই সমস্ত রোগীদের ব্যাপারে একটা কথা হলো যে, অনেক সময় রোগীর ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোলে না থাকে তখন, আমরা ৩৭ সপ্তাহ হয়ে গেলে পরে, যদি বাচ্চার ওজন ২.৫ কেজির উপরে হয়ে যায়, তখন আমরা বাচ্চাকে ডেলিভারী করিয়ে দিই। কারণ এই শেষের দিকে, অনেক সময়, বাচ্চা পেটের মধ্যে মারা যেতে পারে। যদি ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলে না থাকে।

আর যদি ডায়াবেটিস খুব চমৎকার কন্ট্রোলে থাকে, তাকে ইনসুলিন দিতে দেয়া হয়। তাহলে সে চল্লিশ সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। স্বাভাবিক ডেলিভারী অবশ্যই হতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক মেজর (অব.) ডা. নায়লা আর্যুমান্দ বানু, চিফ কনসালটেন্ট, অবস্ অ্যান্ড গাইনি, ল্যাবএইড, ঢাকা।

গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ৩ মাসের ডায়েট ও কিছু জরুরি টিপস

২০ পৃষ্ঠার পর

- আয়রন মায়ের শরীরে অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করে। এ ছাড়া সময়ের আগে শিশুর জন্মানোর আশঙ্কা কমায়। বীট, কলা, খেজুর, পালং শাক, ছোলা, কাজু বাদাম, ডিম, মাংস ইত্যাদি আয়রনের খাদ্য উৎস। তবে গর্ভাবস্থায় শুধু খাদ্য উৎস থেকে আয়রনের চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। তাই এই সময় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আয়রন সাপ্লিমেন্টও গ্রহণ করতে হবে।
- ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মা ও শিশু উভয়ের জন্যই উপকারী। এই প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এসিড ভ্রূণের মস্তিষ্ক, চোখ, হৃৎপিণ্ড, স্নায়ুতন্ত্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া প্রসব পরবর্তী সময় হওয়া ডিপ্রেশন কমাতেও সাহায্য করে। একজন গর্ভবতী মায়ের প্রতিদিন ৬৫০ মিলিগ্রাম ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড প্রয়োজন। এর খাদ্য উৎস হলো মাছ, চিয়া সীড, আখরোট, এভোকাডো ইত্যাদি।
- ফলিক এসিড গর্ভাবস্থায় কতটা জরুরি আমরা জানি। ফলিক এসিড শিশুর জন্মগত ত্রুটি রোধ করে, সময়ের আগে শিশু জন্মানোর আশঙ্কা কমায়, গর্ভের শিশুর ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। শিশুর কাটা ঠোঁট ও কাটা তালুর মতো জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধ করতে পারে, ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলিক এসিড মায়ের হার্টের অসুখ, স্ট্রোক, এমনকি কিছু ক্যান্সার ও প্রতিরোধ করে। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ৬০০ এমসিজি ফলিক এসিড প্রয়োজন। কমলালেবু, ডিম, ব্রোকলি, বিট, লেবু, ডাল, পেস্তা বাদাম ইত্যাদি ফলিক এসিডের খাদ্য উৎস।

কী কী খাবেন না

- সামুদ্রিক মাছে পারদের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এই সময় সামুদ্রিক মাছ এড়িয়ে চলাই ভালো। পারদ ভ্রূণের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে ও বৃদ্ধি ব্যাহত করে।
- কফি, ডার্ক চকলেট, এনার্জি ড্রিংকস ইত্যাদিতে ক্যাফেইন প্রচুর থাকে। তাই এইসব খাবার এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন ভ্রূণের ক্ষতি করতে পারে, এমনকি গর্ভপাতও ঘটাতে পারে।
- এই সময় ডিম ডোক বা মাংস বা মাছ, ভালো করে সেদ্ধ করে খেতে হবে। আধাসেদ্ধ প্রোটিন খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সব প্রোটিনে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া থাকে যা ভ্রূণের ক্ষতি করতে পারে, এমনকি গর্ভপাতও ঘটাতে পারে।
- দুধ ভালো করে না ফুটিয়ে খাবেন না।
- আনারসে ব্রোমেলিন থাকে যা জরায়ুর সংকোচন ঘটাতে পারে, জরায়ু নরম করতে পারে। এর ফলে মিসক্যারেজ বা সময়ের আগে শিশুর জন্ম হতে পারে। এ ছাড়াও আনারসে থাকা টক বদহজম ও এসিড তৈরি করতে পারে। তাই আনারস খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

লেখক: ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ।

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমান যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারনার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ডীলে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেষ্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে নয়া দিগন্তের দ্বার উন্মোচন

৫২ পৃষ্ঠার পর

আক্তার লিসা, দিশা বিশ্বাস, নাহিদা আক্তার, মুমতা হেনা শিখা, ফুয়ারা বেগম, লতা মণ্ডল, শারমিন আক্তার, সুবর্ণা কর্মকার ও নাদিয়া ইসলাম।

নর্থ জোন: সোবহানা মোস্তারি (অধিনায়ক), ফারজানা হক পিংকী, ইশমা তানজিম, শারমিন সুলতানা, রিতু মনি, মিষ্টি রাণি সাহা, রচনা আক্তার, ফারিহা ইসলাম, শাকি খাতুন, ফাতেমা জাহান, মারুফা আক্তার, অচেনা জান্নাত, শানজি আক্তার ও জান্নাতুল ফেরদৌস।

দক্ষিণ জোন: রাবেয়া (অধিনায়ক), শামিমা সুলতানা, বিথি পারভীন, রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক, উন্নতি আক্তার, রুমানা আহমেদ, আয়শা রহমান, রুপা রায়, সালমা খাতুন, সুলতানা খাতুন, সানজিদা আক্তার, ফাতেমা তুজ জহুরা, লেকি চাকমা ও প্রীতি দাস।

আমাদের সেবাসমূহ
- পাসপোর্ট সাইজ ছবি প্রিন্ট
- ফটোকপি
- পাসপোর্ট ফর্ম পূরণ
- যে কোন অনলাইন ফর্ম পূরণ
- নো ভিসা রিকোয়ার্ড (NVR) সেবা
- লিগাল ডকুমেন্ট ড্রাফটিং
- অনুবাদ ও নোটারি
- পাওয়ার অব অর্টনি
- স্টুডেন্ট ভিসা ও ভর্তি পরামর্শ
- সকল ধরণের ভিসা আবেদন সেবা
- EB1 ভিসা, ইমিগ্রেশন, অ্যাসাইলাম (এটর্নি কর্তৃক সহায়তা)
- ডিজিটাল মার্কেটিং
- ওয়েব ডিজাইন ও হোস্টিং সেবা
- এয়ার টিকেটিং
- বিজনেস কার্ড, বার্থডে কার্ড, ওয়েডিং কার্ড, ইনভাইটেশন কার্ড, পোস্টার, ব্যানার ডিজাইন ও ছাপানো হয়।
DURONTO BANGLADESH LLC
দুরন্ত বাংলাদেশ এলএলসিতে স্বাগতম। পাসপোর্ট সাইজ ছবি প্রিন্ট, ফটোকপি, পাসপোর্ট ফর্ম পূরণ, যে কোন অনলাইন ফর্ম পূরণ, EB1 ভিসা, ইমিগ্রেশন, অ্যাসাইলাম এবং যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আমাদের অফিস বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের মাত্র ১৫০ গজ দূরে, অ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ এ অবস্থিত। আমরা ভিসা সহায়তা, ডিজিটাল মার্কেটিংসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকি। আপনি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেই হোন না কেন স্বল্পতম সময়ে, ন্যায্য মূল্যে সর্বোচ্চ মানের কাজ প্রদান করা ও আপনার সন্তুষ্টি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আপনার সন্তুষ্টিই আমাদের সফলতা ও চলমান বিজ্ঞাপন এবং ভবিষ্যতের পথ চলা...
পাসপোর্ট, নো ভিসা রিকোয়ার্ড, EB1 VISA এর জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের অফিস বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের কাছে মাত্র ১৫০ গজ দূরে, অ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক। ১১৩৭৭
929 708 4213
929 708 5167
347 788 9063
Jalalabad Bhaban
1st Floor, 3607 31st Street, Astoria, NY 11106, USA
info@durontobangladesh.com
www.durontobangladesh.com

MARRIAGE REGISTRY OFFICE
(Certified By City)
MUFTI ABDUL ALIM
Imam: Baitul Ahad Islamic Center Inc
We provide Marriage Services with Islamic Sariah and Issue Marriage Certificate According to New York's Law
107-58 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Contact: 917-463-6918

কাজী অফিস
(সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত)
মুফতি আব্দুল আলীম
ইমাম: বাইতুল আহাদ ইসলামিক সেন্টার ইনক
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়
১০৭-৫৮ সাটফিন বুলবার্ড, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৬৩-৬৯১৮

বিশ্বনবী (সা.)-এর জন্য যে সাহাবি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন

২৫ পৃষ্ঠার পর

৩/১৬০; আল-ইসাবাহ ৩/৪৫০)। উহুদ যুদ্ধে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়েও নবীজি (সা.)-কে রক্ষায় জীবনবাজি রেখে লড়াই করেছেন। এ কারণে পরবর্তী সময়ে রাসুল (সা.) তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবিত শহীদকে দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে। বীর এই সাহাবি ইসলামের সূচনাপর্বে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই আবু বকর (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আবু বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। (উসদুল গাবাহ : ২/৪৬৮)
তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বড়ই চমকপ্রদ। ১৫ বছর বয়সে তিনি একবার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া যান। বসরা শহরে পৌঁছে কাফেলার লোকজন বিভিন্ন স্থানে বেচাকেনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তালহা (রা.) তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। এমন সময় এক খ্রিস্টান পাদরি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ করে বলল, আপনাদের মধ্যে মক্কার কোনো লোক আছে কি? তালহা ছিলেন তার খুব কাছে। একটু অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি মক্কার লোক। পাদরি বলল, তোমাদের মধ্যে কি 'আহমদ' আত্মপ্রকাশ করেছেন? চলতি মাসে তিনি আত্মপ্রকাশের কথা। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। হে যুবক, খুব শিগগির তাঁর কাছে যাওয়া উচিত তোমার। তালহা (রা.) বলেন, পাদরির এ কথা আমার অন্তরে দারুণভাবে প্রভাব ফেলল। আমি আমার কাফেলাকে ফেলে রেখে একাকী বাহনে সওয়ার হলাম। মক্কায় পৌঁছেই লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, এরই মধ্যে মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবি করছে এবং আবু বকর (রা.) তাঁর অনুসারী হয়েছে। এরপর আমি ছুটে গেলাম আবু বকরের কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম, মুহাম্মদ (সা.) নবুয়তের দাবি করেছেন, আর আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন কথাটি কি সত্য? তিনি 'হ্যাঁ' বলে আমাকেও দাওয়াত দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন রাসুল (সা.)-এর খেদমতে। আমি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। (আত-তাবাকাতুল কুবরা : ৩/১৬১)।

লেখক: ইসলামিক লেখক।

ছড়িয়ে দিন ধর্মীয় সম্প্রীতির আলো

২৫ পৃষ্ঠার পর

করতে শিক্ষা দেয়? এ বিষয়ের ওপর পবিত্র কুরআন প্রচুর পথনির্দেশনা দান করে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'বল, হে আহলে কিতাব! আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমশিক্ষাপূর্ণ একটি নির্দেশের দিকে এসো-যা হচ্ছে, আমরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমরা তার সঙ্গে আর কাউকেই শরিক করি না এবং তাকে ছাড়া আমরা আর কাউকেই প্রভু-প্রতিপালক বলে মান্য করি না।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৬৪)। একই বিষয়ে পবিত্র কুরআন আরও বর্ণনা করে, 'এবং ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় পরস্পরকে সাহায্য কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরকে সাহায্য করোনা।' (সুরা আল মায়েদা, আয়াত : ২)। ধর্মের কোনো উল্লেখ এখানে করা হয়নি। পবিত্র কুরআন বলে, তোমাদের উচিত, সর্বদাই প্রত্যেক সৎকর্ম ও মহৎ-উদ্দেশ্যের আহ্বানে যোগদান করা, সে আহ্বান যদি কোনো ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা যে কোনো ধর্মের অনুসারী, এমনকি নাস্তিকের তরফ থেকেও আসে, ইসলাম মুসলমানদের এ ধরনের লোকদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া। তাদের উচিত কেবল সেই কারণটির প্রতিই তাকানো, যে জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, কে আহ্বান করছে, সেদিকে নয়।
উত্তম আচরণের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং পরকালের জান্নাত নিশ্চিত হয়। যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন মোমেনের আমলনামায় সুন্দর আচরণের চেয়ে বেশি ভারী আমল আর কিছুই হবে না। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও কটু কথা বলে বা অশোভন আচরণ করে, তাকে মহান আল্লাহতায়ালা ঘৃণা করেন। আর যার ব্যবহার সুন্দর, সে তার ব্যবহারের কারণে নফল রোজা ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে' (সুনানে তিরমিজি)। মহানবি (সা.) আরও বলেছেন, 'সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো, মহান আল্লাহতায়ালার ভয় ও সুন্দর আচরণ। আর সবচেয়ে বেশি, যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে তা হলো (মানুষের) মুখ এবং লজ্জাস্থান' (সুনানে তিরমিজি, হাকিম আল মুসতাদরাক)। আসলে মুসলমানদের আবারও বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে হলে, পুরোনো গৌরব ফিরে পেতে হলে সবারই উচিত ধনী-গরিব, জাতি, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সুন্দর আচরণ ও উত্তম ব্যবহার করা।
ইসলাম সোনালি এক নীতিনির্ধারণ করেছে, যা সব মানুষই অনুসরণ করতে সক্ষম এবং তা থেকে সবাই উপকৃত হতে পারে। ইসলাম এ শিক্ষা দান করে, সব আচরণের ভিত্তি সর্বদাই ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে, 'হে যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহর ব্যাপারে স্থির সংকল্প হও, সাক্ষ্যদানে নিরপেক্ষতা বজায় রাখ এবং মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচারহীন কোনো কাজে প্ররোচিত না করে। সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই হচ্ছে সততার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন' (৫ : ৮)।
নিশ্চিত থাকুন, সেটাই হচ্ছে খাঁটি ইসলাম, আল্লাহর পরম বাক্য পবিত্র কুরআনের আইনসংগত কর্তৃত্বের নিদর্শনের সেটা বহন করে এবং যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র নবি (সা.) এর কথা ও মহৎ অনুশীলনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এ ইসলাম শান্তি বই আর কিছুই নয়। আল্লাহপাক আমাদের প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনার তৌফিক দিন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট।

শিশুর ঠাণ্ডা-সর্দিতে কী করবেন

২০ পৃষ্ঠার পর

তবে সোডাযুক্ত বা সাইট্রিক পানীয় না খাওয়ানো ভালো, তা গলার ক্ষত আরো বাড়িয়ে দেবে
* শিশুর নাক পরিষ্কার রাখতে লবণ-জলের নাকের ড্রপস ব্যবহার করা যায়
* শিশুকে কখনো কাশির ড্রপস বা নিরাপত্তাহীন মেডিসিন না খাওয়ানো

মেডিক্যাল ব্যবস্থাপনা যদি-
* প্রচণ্ড কাশি, দফায় দফায় কাশি ও বুকে শাঁইশাঁই আওয়াজ
* শিশু ধুলাবালি, ফুলের রেণু-এসব জাতীয় কিছুর সংস্পর্শে এসে কাশিতে পড়ে এবং এই কাশি একনাগাড়ে যদি তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয়, যা প্রতিবছর একই সময়ে দেখা দেয়
* শ্বাসকষ্ট বা দ্রুত শ্বাস
* কাশির সময় বা পরে ঠোঁট, জিভ নীলচে বর্ণ ধারণ করছে

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
* শিশু যদি অ্যাজমা বা অ্যালার্জিতে ভোগে, তাহলে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনমতো ব্যবস্থাপনা
* সর্দিতে আক্রান্ত বা ধূমপায়ী ব্যক্তিকে সর্বদা এড়িয়ে চলা
* শিশু যেন ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশির টিকা ও বুস্টার ডোজ সময়মতো নিয়ে নেয়
* শিশুর যেন হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে
* শিশু সব বমি করে দিচ্ছে, কিছুই পেটে রাখতে পারছে না

রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা
* লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ, রোগীকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা রাখা
* রোগীর কফ, কাশি, থুতু, গুটিগুলোর ওপর থেকে খসে পড়া চামড়ার টুকরা ও ব্যবহৃত জামাকাপড় অন্য শিশুর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা এবং সাবান-পানি দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ
* বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে পক্সের সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ভেরিসেলা জস্টার ইমুনোগ্লোবুলিন প্রয়োগ
* আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে র‍্যাশ দেখা যাওয়ার দুই দিন পূর্ব থেকে র‍্যাশ বেরোনোর তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত রোগ জীবাণু ছড়াতে সক্ষম। এ কারণে বিদ্যালয়গামী শিশুর র‍্যাশ দেখা যাওয়ার ন্যূনতম ছয় দিন পর্যন্ত স্কুলে না যাওয়া
* চিকেন পক্স প্রতিরোধে ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, যা ৯৫ থেকে ৯৮ শতাংশ কার্যকর। ১২ মাস থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুকে যখনই সম্ভব এই টিকা দিয়ে দেওয়া উচিত। সাধারণভাবে এক ডোজ টিকাতেই কাজ হয়।
১৩ বছরের বেশি বয়সীর ক্ষেত্রে ৬ থেকে ১০ সপ্তাহ বিরতিতে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া ভালো। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণভাবে টিকা দেওয়ার দুই সপ্তাহ পরে অর্জিত হয়। চিকেন পক্স টিকা যথেষ্ট নিরাপদ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নগণ্য
* একবার এই রোগ হয়ে গেলে শরীরে যে ইমিউনিটি জন্মায় তাতে দ্বিতীয়বার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

লেখক : সাবেক বিভাগীয় প্রধান, শিশুস্বাস্থ্য বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল।

বাংলাদেশি মুসলমানদের নাম রাখার সংস্কৃতি

২৫ পৃষ্ঠার পর

বাঙালি মুসলমানের নামের সঙ্গে ডাকনাম রাখার প্রবণতা দেশপ্রেম থেকে উদ্ভূত। তাই আরবি ভাষায় নাম রাখা হলেও বাঙালি মুসলমানের নাম আরব দেশগুলোর নাম রাখার সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই। আরব দেশগুলোতে একটি মাত্র নাম রাখার সংস্কৃতি চালু রয়েছে। তবে তাদের নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মিসর, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে এক ব্যক্তির একাধিক নাম রাখার সংস্কৃতি চালু রয়েছে। এর পাশাপাশি অনেকের রয়েছে ডাকনাম। আর ডাকনাম সাধারণত মাতৃভাষায় রাখা হয়। ইসলামের একাধিক নাম রাখার অবকাশ আছে, যদিও তা আরব দেশগুলোর সংস্কৃতিতে নেই। কোরআনে মহান আল্লাহর একাধিক নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে...।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৮০)। মহানবী (সা.)-এরও একাধিক নাম রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর মূল ব্যক্তিবাচক নাম দুটি মুহাম্মদ ও আহমাদ। এ ছাড়া তাঁর বহু গুণবাচক নাম আছে। বাঙালি মুসলমান একই সঙ্গে নিজেকে মুসলমান ও বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাই কখনো কখনো তারা আরবি নামকে মাতৃভাষার আদলে গড়ে তোলে। যেমন আয়শা থেকে আশা, মায়মুনা থেকে ময়না, কুলসুম থেকে কুসুম, মালিহা থেকে মালা, লতিফা থেকে লতা, চেমন আরা থেকে চম্পা, মকবুল থেকে মুকুল ইত্যাদি নাম ব্যবহার করে থাকে।
আবার অনেকে মাতৃভাষায় নাম রাখতে পছন্দ করে। ইদানীং বাঙালি মুসলমানের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বাংলা ভাষায় নাম রাখার প্রবণতা বাড়ছে। নাম রাখার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, অর্থবোধক সুন্দর নাম রাখতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজ নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা সুন্দর নাম রাখো।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩০০)। নাম রাখা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এ বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে নাম অভিনব হওয়া চাই। জাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে জাকারিয়া, আমি (আল্লাহ) তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। এই নামে এর আগে আমি কারো নামকরণ করিনি।' (সুরা : মারিয়াম, আয়াত : ৭)। ইসলামে নাম রাখার কয়েকটি স্তর আছে। এক. 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান' এ দুটি নাম রাখা সর্বোত্তম। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৩৯৮)। দুই. মহান আল্লাহর উবুদিয়াত তথা দাসত্বের অর্থজ্ঞাপক নাম রাখা উত্তম। যেমন আবদুল আজিজ (আজিজ তথা মহাপরাক্রমশালীর বান্দা), আবদুর রহিম (পরম করুণাময়ের বান্দা), আবদুল মালিক (রাজাধিরাজের বান্দা) ইত্যাদি নামে আল্লাহর দাসত্বের অর্থ আছে। এগুলো রাখা উত্তম।

লেখক: ইসলামিক লেখক।

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

সাপ্তাহিক আজকাল
বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/ পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

আপনি আমাদের অফিসে এসে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা ফোন, ইমেইল, ফ্যাক্সেও বিজ্ঞাপন নেই। ফোন-ইমেইল-ফ্যাক্সে বিজ্ঞাপন দিলে আপনার ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের নাম্বার এবং এক্সপাইরেশন ডেট দিতে হবে। আমাদের পেপার শুক্রবারে ছাপা হয়। আমরা সারা সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞাপন নেই। আমাদেরকে বিজ্ঞাপন দেবার শেষ সময় বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন >> ৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১
Email: ajkalnews@gmail.com

এফবিআই ডিরেক্টর ক্রিস্টোফারের বিদায়

৩ পৃষ্ঠার পর

ক্রিস্টোফার রে-এর পদত্যাগ প্যাটেলের নিয়োগের আরোহণের পথ পরিষ্কার করে দেবে। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হোয়াইট হাউসের একজন কর্মী, প্যাটেল জোর দিয়ে বলেছেন, ফেডারেল সরকারকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রকারীদের' থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

এই মন্তব্যগুলি আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে যে তদন্তের যথাযথ ভিত্তি নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী নজরদারি সত্ত্বেও শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের জন্য এফবিআইকে ব্যবহার করতে চাইতে পারেন।

১৫ প্রেক্ষাগৃহে '৮৪০'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

নওগাঁর বেশ কিছু স্থানীয় অভিনয়শিল্পী।

সিনেমাটি প্রসঙ্গে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর মন্তব্য এমন, 'ট্রেলার দেখে দর্শক যেমন বুঝতে পারছেন, বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশটা কেমন ছিল, সেটা একটা জেলা শহরের মধ্য দিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি। এটিকে আমরা বলতে পারি, আওয়ামী দুঃশাসনের এক্স-রে রিপোর্ট। আমি বিশ্বাস করি, এই দুঃশাসন নিয়ে আরও এক্স-রে রিপোর্ট সামনে হবে।' আরও বলেন, 'সিনেমার কাজ তো বাস্তব থেকে মধু আহরণ করে পর্দায় উপস্থাপন করা। এটার শুটিং করেছি ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে, তখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায়। তার সব ফ্যাসিবাদী যন্ত্রও ক্ষমতায়। এটা ঠিক যে শুটিং করার সময় আমরা আশঙ্কার মধ্যে থাকতাম। আমরা যে চিত্রনাট্য নিয়ে শুটিং করছি, এটা যদি কেউ টের পেয়ে যায়, তাহলে আমাদের কী হবে!'

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা, সঙ্গে থাকছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। চিত্রগ্রহণে করেছেন শেখ রাজিবুল ইসলাম, সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পাভেল আরিন ও সাউন্ড ডিজাইনার রিপন নাথ। সম্পাদনায় তাহসিন মাহিন ও শিল্প পরিকল্পনা করেছেন ইব্রাহিম এইচ বাবু। পোশাক পরিকল্পনা করেছেন পুষ্পাঞ্জলি চৌধুরী ও মেক-আপ এ ছিলেন মো. খাইরুল ইসলাম।

এদিকে শুটিংয়ের পাঁচ বছর পর মুক্তি পাচ্ছে বাঁধন চৌধুরী অভিনীত সিনেমা 'ডেঞ্জার জোন'। সায়েন্স ফিকশন ও ভৌতিক গল্পনির্ভর এই ছবি পরিচালনা করেছেন সোলায়মান সানী। এটি তার প্রথম ছবি। ছবিটির মুক্তির জন্য চলতি মাসের ১০ তারিখে সেন্সরের ছাড়পত্র হাতে পেয়েছেন পরিচালক। যাতে বাঁধনের নায়িকা হিসেবে আছেন জলি।

সর্বশেষ 'শত্রু' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল বাঁধনকে। কিন্তু তারপর আর নতুন কোনও কাজে পাওয়া যায়নি তাকে।

ফারুকীর প্রিমিয়ারে এসে যা বললেন দুই তরুণ উপদেষ্টা : সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সিনেমার প্রিমিয়ার। তাতে অন্য উপদেষ্টাদের উপস্থিতি থাকবে না, তা কি হয়! হয়েছেও তাই। বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মহাখালীর মাল্টিপ্লেক্সে আয়োজিত প্রিমিয়ারে দর্শক সারিতে দেখা গেছে অন্তর্বর্তী সরকারের দুই তরুণ উপদেষ্টাকে।

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, দুজনেই পুরো সিনেমাটি মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, "শুরু থেকেই আমাদের লড়াই চলছিল। আমরা সবেমাত্র সেই লড়াইয়ের একটা ধাপ পার করলাম। মাঠের লড়াইটা সাময়িক সময়ের। কিন্তু যেটা দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বজনীন, সেটি হলো সাংস্কৃতিক লড়াই। এই লড়াই ফারুকী ভাইয়েরা আগে থেকেই করে আসছিলেন। আশা করি তার এই সিনেমাটি পূর্বের '৪২০' নাটকের চেয়ে বেশি সাড়া জাগাবে। আমাদের আগামীর সর্বজনীন সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে ফারুকী ভাই আরও অবদান রাখবেন।"

এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, 'একজন শিল্পী, নির্মাতা, সাহিত্যিক সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরবেন। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে আমাদের শিল্পী, সাহিত্যিক বা আমাদের নির্মাতারা অনেক সময় অনেক বিষয় তুলে আনতে পারেনি। এখন আমাদের সময় সেই কথাগুলো বলা। সেই কাজটাই করেছেন ফারুকী ভাই। আমরা রাজনৈতিক একটা লড়াইয়ের মাধ্যমে এসেছি। সেই লড়াইটা এখনও চলমান। যারা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে আমাদের আহ্বান, সিনেমার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি বিষয়গুলো তুলে আনার চেষ্টা করুন।'

এর আগে নির্মাতা ফারুকী বলেন, 'এটি রাজনৈতিক বিদ্রুপধর্মী একটি সিনেমা। এটা নির্মাণ করেছি গেলো বছরের নভেম্বর মাসে, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। ছবিটা যারা দেখবেন তারা হয়তো বুঝতে পারবেন নির্মাণের সময় আমরা কতটা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। সে সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর লোকেরা আমাদের সবসময় পাহারায় রেখেছে। প্রতিদিন রাতে আমি ভাবতাম, কখন যে আমাকে ধরে ফেলে। এমনকি নওগাঁয় ডিসি অফিসের শুটিংয়ের সময়ও তারা আমাদের ঝামেলায় ফেলতে চেয়েছে। অবশেষে ছবিটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে, এটাই আশার কথা।'

এদিন প্রিমিয়ার শোতে আরও ছিলেন '৮৪০' সিনেমার অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান, ফজলুর রহমান বাবু, বিজরী বরকতউল্লাহ, নাসের চৌধুরী, শাহরিয়ার নাজিম জয়, জাকিয়া বারী মম ও প্রান্তর দস্তিদার। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা রায়হান রাফী, মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ, শঙ্খ দাশগুপ্ত, অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ, কণ্ঠশিল্পী দিলশাদ নাহার কণা, জেফার রহমানসহ অনেকে।

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা, সঙ্গে থাকছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। চিত্রগ্রহণে করেছেন শেখ রাজিবুল ইসলাম, সংগীত পরিচালনায় ছিলেন পাভেল আরিন ও সাউন্ড ডিজাইনার রিপন নাথ। সম্পাদনায় তাহসিন মাহিন ও শিল্প পরিকল্পনা করেছেন ইব্রাহিম এইচ বাবু। পোশাক পরিকল্পনা করেছেন পুষ্পাঞ্জলি চৌধুরী ও মেকআপ ছিলেন মো. খাইরুল ইসলাম।

Amader Service.com
Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড স্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিসট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IN ON App Store

CONTACT
+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

১৫ প্রেক্ষাগৃহে ‘৮৪০’

২৫টিতে ‘ডেঞ্জার জোন’

আজকাল বিনোদন

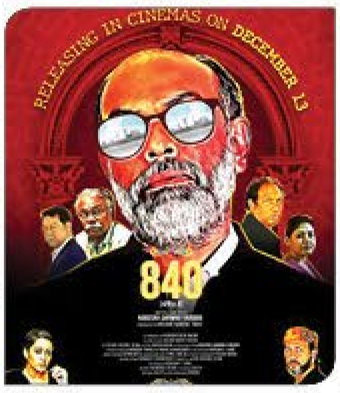

সংখ্যার বিচারে অবিশ্বাস্য কম। শুক্রবার থেকে মাত্র ১৫টি প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে সংস্কৃতি উপদেষ্টা তথা আলোচিত নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর সিনেমা ‘৮৪০’। বিপরীতে একই দিনে দেশের ২৫ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে রাজ্জী চৌধুরী অভিনীত ‘ডেঞ্জার জোন’।

‘৮৪০’ সিনেমাটির জন্ম হয়েছে ২০০৭ সালের তুমুল আলোচিত পলিটিক্যাল স্যাটায়ার টিভি ধারাবাহিক ‘৪২০’-এর রেশ ধরে। অন্যদিকে সায়েন্স ফিকশন ও ভৌতিক গল্পনির্ভর ‘ডেঞ্জার জোন’ নির্মাণ করেছেন বেলাল সানী।

‘৮৪০’-এর আশাতীত হল সংখ্যা কমের বিষয়ে সরাসরি কোনও বক্তব্য মেলেনি প্রযোজক নুসরাত ইমরোজ তিশা কিংবা নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর পক্ষে। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ইচ্ছে করেই হলের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে। চেষ্টা ছিলো দেশের মানসম্মত হলগুলোতে ছবিটি সম্প্রচারের। অতীতের মতো সরকার কিংবা প্রশাসনের প্রভাব খাটিয়ে হল সংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টাও ছিলো না ‘৮৪০’-এর পক্ষ থেকে।

সেই সূত্রে দেশের সবচেয়ে আধুনিক মাল্টিপ্লেক্স চেইন স্টার সিনেপ্লেক্সের ঢাকা ও চট্টগ্রামের ছয়টি শাখায় দেখা যাবে সিনেমাটি। এছাড়াও ঢাকার ব্লক বাস্টার সিনেমাস ও শ্যামলী সিনেমা, সিলেটের গ্র্যান্ড মুভি থিয়েটার, নারায়ণগঞ্জের সিনেস্কোপ, চট্টগ্রামের সিলভার স্ক্রিন ও সুগন্ধা সিনেমা, রাজশাহীর গ্র্যান্ড রিভারভিউ, বগুড়ার মম ইন এবং পাবনার রূপকথায় সিনেমাটি দেখা যাবে প্রথম সপ্তাহে।

এরমধ্যে প্রকাশ হয়েছে ছবিটি পোস্টার ও ট্রেলার। হয়েছে প্রিমিয়ার শো। যা দেখে বেশ শোরগোল তৈরি হয়েছে দর্শকদের মধ্যে।

এতে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান, মাহবুব রাসেল, ফজলুর রহমান বাবু, জাকিয়া বারী মমসহ রাজশাহী ও এরপর ৪৪ পৃষ্ঠায়

অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে বিয়ে বিতর্ক, মুখ খুললেন বুবলী

আজকাল বিনোদন

নববধূর সাজে নেটদুনিয়ায় রীতিমতো ঝড় তুলেছেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইতোমধ্যে চিত্রনায়িকার বিয়ের সাজের কিছু ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এতেই শোরগোল পড়ে গেছে নেটিজেনদের মাঝে।

আর সেসব ছবি ঘিরে রটে গেছে নতুন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন বুবলী! কেউ আবার জানতে চেয়েছেন, অভিনেত্রীর সঙ্গে বরের সাজে থাকা অল্প বয়সী ছেলেটির নামও। এবার সেই বিয়ে বিতর্কে মুখ খুললেন বুবলী।

সম্প্রতি এক ওয়েডিং ফটোশুটে অংশ নেন তিনি। সেখানেই তোলা কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

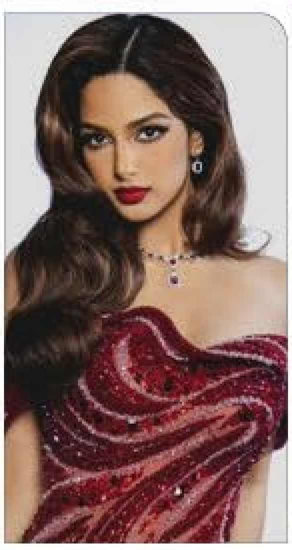

২০২১ সালের মিস ইউনিভার্স নাম লেখালেন বলিউডে

আজকাল বিনোদন

মিস ইউনিভার্স ২০২১ এর মুকুটজয়ী হারনাজ সান্ধু। গেল তিন বছর ধরে নানা রকম মডেলিং ও সিনেমায় কাজ করছেন তিনি। পাঞ্জাবের এই শিখ সুন্দরী এবার বলিউডে পা রাখতে চলেছেন। তিনি বলিউডের অ্যাকশন ঘরানার হিট মুভি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘বাঘি’-তে যুক্ত হচ্ছেন। সিরিজটির চতুর্থ কিস্তিতে তাকে টাইগার শ্রফের নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে। হারনাজ সান্ধু এর আগে পাঞ্জাবি চলচ্চিত্র ২০২২ সালে ‘বাইজি কুটটাঙ্গে’ এবং ২০২৩ সালে ‘যারান দিয়ান পাউন বারান’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘বাঘি ৪’ হতে যাচ্ছে তার প্রথম হিন্দি সিনেমা।

ছবিটির নায়িকা হিসেবে দুদিন আগেই জানানো হয় সোনাম বাজওয়া জুটি বাঁধবেন টাইগারের সঙ্গে। এবার আরও এক নায়িকা থাকবে জানিয়ে ঘোষণা দেয়া হলো হারনাজের নাম। আজ ১২ ডিসেম্বর ইনস্টাগ্রামে এই ঘোষণা দেন ছবির প্রযোজক ও পরিচালকেরা।

পরিচালক এ হারশা এবং প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা পরিচালিত এই ছবিটি ২০২৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে। দ্রুতই শুরু হবে শুটিং। এরইমধ্যে ছবিতে টাইগার শ্রফের পাশাপাশি এর ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জয় দত্তের লুক প্রকাশ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোচনা পেয়েছে সেগুলো।

সিনেমার সূত্রে জানা গেছে, আগের পর্বগুলোর চেয়ে ‘বাঘি ৪’ হবে আরও বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ও অ্যাকশনে ভরপুর। গল্প হবে আরও জমজমাট। যার ফলে এই সিনেমাটি ব্লকবাস্টার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

‘ভূতের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক ভয়’

আজকাল বিনোদন

‘ভয়’ শব্দটা বললেই ভূতপ্রেত বা অশরীরী কিছু একটা ঝাপসা হয়ে ওঠে মনের দৃশ্যপটে। কিন্তু ভয় শুধু কি ভূত-প্রেতেই হয়? মানুষের ভয় তৈরি হয় আরও অনেক কিছুতেই, সময়ের সঙ্গে ভয় হতে থাকে নানারকম। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভয় আর দূরের কিছু নয়, যেন জড়িয়ে গেছে পারিপার্শ্বিকতায়।

এমন ভাবনা থেকেই নির্মিত হয়েছে নতুন ওয়েব সিরিজ ‘২ষ’। এটি নির্মাণ করেছেন নুহাশ হুমায়ূন। চার পর্বের সিরিজটির প্রথম পর্ব ‘ওয়াক’ মুক্তি পাচ্ছে ১৮ ডিসেম্বর, রাত ১২টায়।

সিরিজের অন্য পর্বগুলো হলো ‘ভাগ্য ভালো’, ‘অন্তরা’ ও ‘বেসুরা’। প্রতিটি গল্পের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা। নুহাশ জানান, ‘ভাগ্য ভালো’ গল্পটি ভাইরাল হওয়া এক জ্যোতিষীকে নিয়ে। অতিপ্রাকৃতিক বিবাহিত জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘অন্তরা’-এর গল্প। সুর-ছন্দ ছাড়া জন্মানো এক শিল্পীর গল্প থাকছে ‘বেসুরা’-তে। আর ‘ওয়াক’-এ থাকছে ৫ বন্ধুর, ৫টি ভিন্ন সময়ে ৫ ধরনের পরিণতির গল্প।

প্রথম সিজন ‘পেট কাটা ষ’-এ নির্মাতা তুলে এনেছিলেন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ভৌতিক গল্পগুলো। ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া সিরিজটি পায় জনপ্রিয়তা।

নুহাশ হুমায়ূন জানান, ‘দ্বিতীয় সিজনের গল্পগুলোতে অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বা চেহারা-অবয়ব রাখার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছি। একসঙ্গে দেশ ও সাম্প্রতিক সময়ের ভয়াবহতাকেও ভয় হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।’ নুহাশের মতে, ‘দেশে ভূতের ভয়ের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক ভয়’। ‘২ষ’-এর প্রতিটি পর্বে মানসিকতার সেই অন্ধকার দিক খোঁজার এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

কুলি থেকে শীর্ষ অভিনেতা রজনীকান্ত

আজকাল বিনোদন

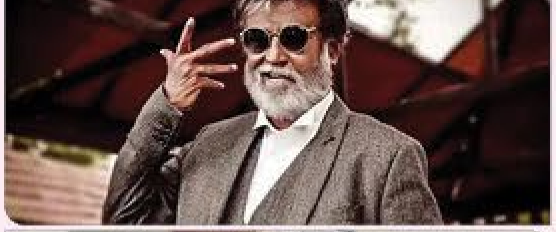

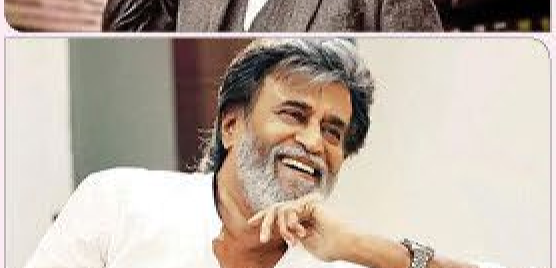

তাকে দক্ষিণী সিনেমার ‘ঈশ্বর’ বলা হয়। সুপারস্টার তকমাও রয়েছে এ অভিনেতার। তিনি হলেন রজনীকান্ত। আজকে যে আসনে তিনি বসে আছেন সেখানে আসতে তার দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অভিনয়ে নামার আগে সংসার চালানোর জন্য এ অভিনেতা বাস কনডাক্টার, কুলি, ছুতোরের কাজও করেছেন। জানা গেছে, তিনি এখন ৪০০ কোটি রুপির মালিক। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫৬৩ কোটি টাকারও বেশি।

রজনীকান্তের রয়েছে একটি ব্যক্তিগত জেট বিমান। পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই বিমানে ভ্রমণ করেন তিনি। বর্তমানে তিনি দক্ষিণী সিনেমায় সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নেওয়া তারকা। প্রতিটি সিনেমার জন্য তিনি ১১০ কোটি রুপিরও বেশি পারিশ্রমিক নেন। এ অভিনেতার একটি ম্যারেজ হল রয়েছে। ভারতের চেন্নাইয়ের নামী এলাকায় অবস্থিত সেই হলটির বর্তমান মূল্য প্রায় ২০ কোটি রুপি।

বিলাসবহুল গাড়ির শখ রয়েছে এ অভিনেতার। তার কাছে রোলস রয়েস ঘ্যান্টম। যার দাম প্রায় ১৭ কোটি রুপি। এছাড়াও মার্সিডিজ, বেনজ, বিএমডব্লিউ, ল্যাম্বরগিনির মতো দামি গাড়ি রয়েছে রজনীর গ্যারেজে।

১২ ডিসেম্বর ভারতীয় সিনেমার ‘থালাইভা’ খ্যাত অভিনেতা রজনীকান্তের ৭৪তম জন্মদিন। প্রতিবারের ন্যায় এবারের জন্মদিনও উদযাপন করলেন তার অনুরাগীরা। এবারের জন্মদিনেও সিনেমা হলের সামনে তার ছবি দেখার জন্য ভক্তদের ভিড় দেখা গেছে। এ সুপারস্টারের জন্মদিনে শুভেচ্ছা এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

কিংবদন্তি শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার আর নেই

আজকাল বিনোদন

বুধবার সন্ধ্যায় রটে যাওয়া মৃত্যুর গুঞ্জনটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত দেশের অন্যতম রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার। তবে রাত পোহাতেই গুঞ্জনটি সত্যি হয়ে বেদনা ছড়ালো। শেষ পর্যন্ত ‘নাই টেলিফোন, নাইরে পিয়ন, নাইরে টেলিগ্রাম’-এর দেশে পাড়ি জমালেন ৭২ বছর বয়সের এই কিংবদন্তি।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। খবরটি গণমাধ্যমে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

TITLE SPONSOR

GOLDEN AGE HOME CARE

17th ANNUAL CONVENTION

ASAAL
ANNUAL CONVENTION
WASHINGTON 2024

SPEAKERS ON SCHEDULE:

SINGERS FOR CULTURL SHOW

Hon. Charles Schumer, Senate Majority Leader
Hon. Hakim Jeffries, Speaker of the house soon
Hon. Van Hollen, State of Maryland
Donald S Beyer, United States Representative
Hon. Jamie Raskin, Representative for Maryland's 8th District
Hon. Kirstin Gillibrand, State of New York
Hon. Alexandra Ocasio-Cortez, Congresswoman
Hon. Grace Meng, Congresswoman, NY 6
Hon. Muriel Elizabeth Bowser, Mayor of Washington DC
Gerry Connolly, United States Representative
Hon. Andrea Stewart-Cousins, NY State Senate Majority Leader
Hon. Carl E. Heastie, NY State Speaker of the Assembly
Hon. Antonio Delgado, Lieutenant Governor of New York State
Hon. Letitia James, Attorney General of New York
Hon. Thomas P. DiNapoli, Comptroller of the State of New York
Hon. Sheikh Rahman, Member of the Georgia State Senate
Hon. John Liu, New York State Senator
Hon. Nabilah Islam Parkes, Member of the Georgia State Senate
Hon. Phara Souffrant Forrest, Assembly District 57
Hon. Charles D. Fall, Assembly District 61
Hon. Shahana Hanif, New York City Council District 39
Hon. Shekar Krishnan, Council Member
Hon. Linda Lee - Council Member - New York City Council
Hon. Judge Hon. Soma Sayed

DECEMBER 13 - 14, 2024

Friday, Dec 13, 6:00 pm - 11:00 pm & Saturday, Dec 14, 5:00 pm - 12:00 am

VENUE: SHERATON PENTAGON CITY HOTEL
900 South Orme Street, Arlington, VA 22204

RSVP: 917-209-9772

SPONSORS:

MEDIA PARTNER

PRINT PARTNER: ihope print.com

MOSTOFA SARWAR, PH. D.
Chair
Convention Committee
Professor, University of New Orleans

MAF MISBAH UDDIN
President, ASAAL
President Local 1407,
Treasurer DC 37, AFSCME

BHAIRAVI DESAI
1st Exe VP, ASAAL
Director, Taxi Workers Alliance
Vice President, AFL-CIO

MD. KARIM CHOWDHURY
Secretary, ASAAL
Labor Leader, PEF
Exe Bd Richmond DEM

SHARAFAT HUSSAIN BABU
National Vice President
President, US Capital Chapter
khabor24@gmail.com

HOST: US CAPITAL CHAPTER ASAAL, 703-332-5189

জ্যাকসন হাইট্স, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

C&A CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

জ্যামাইকার হিলসাইডে অভিজ্ঞ ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান

IRS e-file

নুসরাত জেরিন

CALL: 917-436-0954

- সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্ন
- কম সময় এবং নূন্যতম ফি
- ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন
- কন্সালটেশন, নোটারী পাবলিক
- নির্ভুল, ঝামেলামুক্ত ও সঠিক ট্যাক্স ফাইলিংসহ যাবতীয় কাজ এর জন্য যোগাযোগ করুন।

168-47 Hillside Avenue (FL2)
Suite B, Jamaica, NY 11432
718-480-6904, 917-436-0954
Email: globalnusrat@gmail.com

সেলিম-আলী পরিষদকে বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির সংবর্ধনা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্যানেলের সদস্যরা সোসাইটির সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সোসাইটিকে একটি ভালো সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা। কমিউনিটি এক্টিভিস্ট মোর্শেদ আলমের সভাপতিত্বে ও আমীন মেহিদী বাবুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সিটি কম্পট্রোলার প্রার্থী জেনিফার রাজকুমার, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জহরান মামদানী, নিউইয়র্ক সিটি স্পিকারের চিফ অব স্টাফ তাহি এরাজুন, ডাইরেক্টর অব ক্যাটালিনা কুরুজ জিমি কান্তি, জেনিফার রাজকুমারের ক্যাম্পেইন মেনেজার তানজির। বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নেতৃবৃন্দের মধ্যে আজহারুল হক মিলন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক শাহ নেওয়াজ, আলী ইমাম শিকদার, ওসমান গনি, ফখরুল আলম, রহিম হাওলাদার, ফারুক হোসেন মজুমদার, আহসান হাবীব, ফখরুল ইসলাম

দেলওয়ার সেলিম খানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সোসাইটির নবনির্বাচিত কমিটির মধ্য উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোহাম্মদ আমরুল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, সমাজকল্যান সম্পাদক মাওলানা জামিল আনসারি, সদস্য জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী প্রমুখ। আরও উপস্থিত ছিলেন, আবু যুবায়ের দারা, আলমগীর খান আলম, আহসান হাবীব, সেজান চৌধুরি (সিজার), বদরুদ্দোজা সাগরসহ অনেকে।

প্রধান অতিথি নাজমুল হুদা সবাইকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, অনেকেই বাংলাদেশ সোসাইটিকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে আসার জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন। তাদের সবাইকে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাদের কারণেই সোসাইটি আজ মহিরুহে পরিণত হয়েছে। প্রবাসে একটি বড় সংগঠন হিসেবে এটিকে দাবী করতে পারি। প্রবাসের সকলের প্রতিনিধিত্ব করে এই সোসাইটি। আমার সাথে বাংলাদেশ সোসাইটি একটা বড় মিল আছে। আমিও প্রতিনিধিত্ব করি, আপনারাও করেন। আমার যা কাজ আপনাদের কাজ একই পদ্ধতিতে না হলেও মানুষ এবং সমাজের সেবা করাই আমাদের কাজ পাবলিক সার্ভিস। কিন্তু আমাদের মূল কাজ কিন্তু একই। প্রবাসে যারা বসবাস করেন তাদের সুবিধা অসুবিধায় এগিয়ে আসা এবং সর্বোপরি তাদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করা। সেই হিসেবে বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিকদের পাশে আমরা সবসময় আছি। বাংলাদেশ সোসাইটির কাঁধে কাধ মিলিয়ে আমরা আমাদের সকল বাংলাদেশীদের সেবা করায় আমরা বদ্ধ পরিকর। আসুন আমরা সকলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশকে আরো উপরে নিয়ে যেতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ সোসাইটির মাধ্যে পাবলিক সার্ভিসের পাশাপাশি আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে তা না হলে আমাদের জাতি সবসময়ই পিছিয়ে থাকবে। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আপনাদের সবাইকে ভোট রেজিস্ট্রার করতে হবে।

শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির নতুন নেতৃত্বকে সম্মানিক করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। সবার সহযোগীতা, বুদ্ধি ও ধারণা নিয়ে সকলে মিলেমিশে বাংলাদেশিদের জন্য কাজ করবে বাংলাদেশ সোসাইটি। সেখানে কোন দল থাকবে নাহ রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসা থাকবে না, দ্বিধা বিভক্তি থাকবে না। তিনি অতীতের মতো ভবিষ্যতেও সোসাইটির পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নরসিংদী সমিতির নতুন কমিটি

৩ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি আজহারুল ইসলাম খোকা, বিদায়ী সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাত্তার ভূঁইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, সাবেক সাধারণ

সম্পাদক জসিম খন্দকার, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাকির খানসহ নরসিংদী জেলা সমিতির নতুন কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। নবনির্বাচিত সভাপতি শামীম গফুর ও সাধারন সম্পাদক আহসানুল হক বাবুল সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সকলের সহযোগিতায় সমিতিকে গতিশীল, দায়বদ্ধতা, নিরপেক্ষ ও সততার সাথে পরিচালনা করার আশ্বাস দেন।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস'র বাংলাদেশে যাত্রা শুরু

৩২ পৃষ্ঠার পর

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে ঢাকার সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে এক অনাড়ম্বর আয়োজনে সংস্থাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন হিউম্যান রাইটস বিডি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সাইফুল হক সাঈদ। প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক ধর্ম ও পানি সম্পদমন্ত্রী এম. নাজিমউদ্দিন আল আজাদ। সংস্থার বাংলাদেশ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোজাম্মেল হোসেন শাহিনের ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শাখার প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এডভোকেট মো. শফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক শায়ন আলহাজ্ব সালেহ আহমেদ মিয়া। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংগঠনের নবগঠিত কেবিনেট মেম্বার কালাম ফয়েজি, মোঃ কামাল হোসেন, মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, জিয়া উদ্দিন খান, হাসিনা আক্তার, সৈয়দ ফখরুল ইসলাম, মো. শামসুদ্দিন ও অঞ্জন রায় প্রমুখ।

১৬ ডিসেম্বর
বিজয় দিবস
design: ihopeprint.com, 929-538-7903
BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
১৬
ডিসেম্বর
মহান
বিজয়
দিবস
design: ihopeprint.com, 929-538-7903
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
SNG
SHAH NAWAZ
GROUP
GOLDEN AGE HOME CARE
আজকাল
NY CAR & LIMO
DMV SERVICES
SSRR Properties

হোয়াইটওয়াশ বাংলাদেশ

৩২১ রান করেও পারলো না জিততে

আজকাল স্পোর্টস

বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের সময় চাপে পড়েছিল শুরুতে। পরে দুই বড় জুটিতে ভালো সংগ্রহ পায় তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজও শুরুতে খেই হারায়। তবে তাদের হয়ে হাল ধরেন কেসি কার্টি ও আমির জাঙ্গু। কার্টি না পারলেও সেঞ্চুরি পেয়েছেন জাঙ্গু, জিতিয়েছেন দলকেও।

বৃহস্পতিবার সেন্ট কিটসে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষটিতে বাংলাদেশকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরুতে ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩২১ রান করে লাল-সবুজরা। ওই রান তাড়ায় নেমে ২৪ বল আগে জয় পায় ক্যারিবীয়রা। ওয়ার্নার পার্কে এত রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড ছিল না। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২৯৪ রানের রেকর্ডটি ছাড়িয়ে গেছে তারা।

শুরুতে ব্যাট করতে নেমে তৃতীয় ওভারে প্রথম উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৫ বলে কোনো রান করার আগেই সাজঘরে ফেরত যান তানজিদ হাসান তামিম। আলজারি জোসেফের বলে ক্যাচ দেন তিনি। এক বল পর শূন্য রানেই আউট হন তানজিদ হাসান তামিমও।

এরপর তৃতীয় উইকেট জুটিতে ১২৭ বলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন সৌম্য ও মিরাজ। গুডাকেশ মোতির বলে সৌম্য এলবিডব্লিউ হলে এই জুটি ভাঙে। ৭২ বল খেলে ৬ চার ও চারটি ছক্কায় ৭৩ রান করে আউট হন তিনি। মিরাজও রান আউট হয়ে যান ৭৩ বলে ৭৭ রান করে।

এই সিরিজেই দলে সুযোগ পাওয়া আফিফ হোসেন ব্যর্থ হন আরও একবার। ২৯ বল খেলে ১৫ রান করেন তিনি। তবে বাংলাদেশকে পথ হারাতে দেয়নি মাহমুদউল্লাহ ও জাকের আলির জুটি। ১১৭ বলে ১৫০ রানের জুটি গড়েন তারা।

তাদের জুটিতে ভর করে বাংলাদেশের রানও তিনশ ছাড়িয়ে যায়। ৬৩ বলে ৭টি চার ও চারটি ছক্কায় ৮৪ রান করেন মাহমুদউল্লাহ। ৫৭ বলে ৬২ রান আসে জাকের আলির ব্যাট থেকে। দুজনেই থাকেন অপরাজিত।

রান তাড়ায় নেমে বেশ চাপে পড়ে যায় ক্যারিবীয়রা। ৩১ রানে তিন উইকেট হারায় তারা। এরপর শেরফান রাদারফোর্ডের সঙ্গে ৫৫ রানের জুটি গড়েন কেসি কার্টি। ৩৩ বলে ৩০ রান করে তানজিমের বলে ক্যাচ দিয়ে রাদারফোর্ড ফিরলে এই জুটি ভাঙে।

কিন্তু তার বিদায়ের পরই ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়া জুটি পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কেসি কার্টির সঙ্গে ১৩২ রানের জুটি গড়েন আমির ↘ এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

সাকিবের হারানো সিংহাসন থেকে একটু দূরে মিরাজ

আজকাল স্পোর্টস

বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ওঠার কীর্তি রয়েছে কেবল সাকিব আল হাসানের। এক সঙ্গে ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই নম্বর ওয়ান অলরাউন্ডারের সিংহাসন দখল করে রেখেছিলেন এই টাইগার ক্রিকেটার। এবার দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসাবে বিশ্বসেরা ↘ এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ধর্ষণ মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন এমবাপে

আজকাল স্পোর্টস

অক্টোবরে সুইডেনের স্টকহোম সফরে গিয়েই অভিযোগের মুখে পড়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করা হয়। এ ঘটনায় তদন্তও শুরু করা হয় ফরাসী এই তারকার বিপক্ষে।

তবে দুই মাস পর এসে সেই ধর্ষণ মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসী এই তারকা। সুইডেনের যে প্রসিকিউটর এই মামলার তদন্ত করছিলেন, তিনি এমবাপের বিপক্ষে অভিযোগ তুলে নিয়েছেন। কারণ, এমবাপের বিপক্ষে অভিযোগ গঠন করার মতো কোনো কিছুই পাননি তিনি।

অক্টোবরে ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু করা হলেও, ওই সময় সুইডিশ প্রসিকিউটররা সন্দেহভাজন কারও নাম প্রকাশ করেনি। তবে একাধিক সুইডিশ সংবাদমাধ্যম, রিয়াল মাদ্রিদ ও ফ্রান্সের তারকা ফরোয়ার্ড এমবাপের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু হওয়ার কথা নিশ্চিত করে।

এমবাপের প্রতিনিধিরা অবশ্য এই অভিযোগ 'পুরোপুরি মিথ্যা' বলে দাবি করেন। তাদের মতে এটা পুরোপুরি মিথ্যা এবং গুজব। এমনকি সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একই কথা বলেন এমবাপে। ↘ এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে নয়া দিগন্তের দ্বার উন্মোচন

আজকাল স্পোর্টস

নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে নারীদের তিন দিনের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ (বিসিএল)। এর আগে নারী ক্রিকেটারদের দুই দিনের ম্যাচ আয়োজন হতো। চলতি মাসের ২১ ডিসেম্বর থেকেই শুরু হচ্ছে তিন দিনের প্রথম শ্রেণির এই ম্যাচ।

এতদিন ছেলেদের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট লিগ আয়োজন করেছে বিসিবি। এবার ছেলেদের মতোই চার দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে নারীদের বিসিএল। দলগুলো হলো উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল।

রাজশাহীর দুই স্টেডিয়ামে হবে খেলা। রাজশাহীর বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ২১ ডিসেম্বর লড়বে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। একইদিনে রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে লড়বে মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল।

দ্বিতীয় রাউন্ডে ২৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে লড়বে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল। একইদিনে শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে লড়বে মধ্যাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। আপাতত দুই রাউন্ডের সূচি প্রকাশ করেছে বিসিবি।

চার দলের স্কোয়াড

ইস্ট জোন: ফাহিমা খাতুন (অধিনায়ক), দিলারা আক্তার দোলা, শম্পা বিশ্বাস, শারমিন আক্তার সুপ্তা, সুরাইয়া আজমিন হৃদ্ধা, নাসিমা খাতুন, সাবিকুন নাহার, তেজ নেসার, শরিফা খাতুন, খাদিজাতুল কুবরা, ফারজানা আক্তার ববি, দিশা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌস তিথি ও আশরাফি ইয়াসমিন।

সেন্ট্রাল জোন: নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), মুরশিদা খাতুন, পূজা চক্রবর্তী, স্বর্ণা আক্তার, ফারজানা ↘ এরপর ৪২ পৃষ্ঠায়

সৌদিকে বিশ্বকাপের আয়োজক বানিয়ে তোপের মুখে ফিফা

আজকাল স্পোর্টস

প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। গতকাল ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে তাদের নাম ঘোষণা করেছে ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফা।

তবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পেশাদার ফুটবলারদের ইউনিয়ন। তারা জানায়, এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে মানবাধিকার ঝুঁকির বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে জড়িত রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই ঝুঁকি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ফিফার সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তারা।

পেশাদার ফুটবলারদের নিয়ে গঠিত ইউনিয়নের সহ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বেয়াউ বুশ বলেন, 'এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে যুক্ত গুরুতর মানবাধিকার ঝুঁকিগুলো সুস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত। বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টের আয়োজনের অধিকার অর্জনের মাধ্যমে, সৌদি আরব এবং ফিফাকে নিশ্চিত করতে হবে যে ২০৩৪ সালের বিশ্বকাপে সকলের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তবে ফিফার চলমান প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং মানবাধিকার রক্ষায় তাদের জবাবদিহিতার অভাব কোনোভাবেই আশ্বস্ত করে না যে, এই ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।'

পেশাদার ফুটবলারদের ইউনিয়নের প্রতিবাদের বিপরীতে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি সৌদি সরকার ও ফিফা। এর আগে অনেকবারই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে সৌদি আরব। আইনের মাধ্যমেই নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে তারা।

গত বছরই ফিফা জানায়, ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজকস্বত্ব দেওয়া হবে এশিয়া কিংবা ওশেনিয়া মহাদেশের কোনো দেশকে। এই লড়াইয়ে সৌদি আরবের বিপক্ষে যৌথভাবে দাঁড়ানোর চিন্তা করেছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়া। পরে অবশ্য আর আনুষ্ঠানিকভাবে বিড করেনি তারা। তাই এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনও (এএফসি) এককভাবে সৌদি আরবকে সমর্থন করে। ↘ এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

গিলেস্পিকে নিয়ে নতুন ঝামেলায় পাকিস্তান

আজকাল স্পোর্টস

নেতিবাচক কারণে খবরের শিরোনাম হওয়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এবার নতুন করে তারা ঝামেলায় পড়েছে লাল বলের কোচ জেসন গিলেস্পিকে নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দিতে অনিচ্ছুক তিনি।

মূলত সাম্প্রতিক সময়ে পিসিবির কয়েকটি সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন গিলেস্পি। তবুও বৃহস্পতিবার টেস্ট দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান ধরার কথা ছিল তার। কিন্তু সাবেক এই অজি পেসারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ক্রিকেট ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ জানায়, হয়তো ↘ এরপর ৩৭ পৃষ্ঠায়

HELP WANTED

ব্রুকলীনে বিভিন্ন সাবওয়ে সেন্ডুইচ রেষ্টুরেন্টে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফুল টাইম/ পার্ট টাইম লোক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৮৯২-৯৮৬৪.

অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে বিয়ে বিতর্ক, মুখ খুললেন বুবলী

৪৬ পৃষ্ঠার পর

মিডিয়ায়। মূলত গৌতম সাহার ফোটোগ্রাফিতে বউ সাজেন বুবলী। সঙ্গে ছিলেন তরুণ মডেল ওয়াসিফ খান। কিন্তু মডেলের সঙ্গে বুবলীর বয়সের পার্থক্যটা স্পষ্ট। যে কারণে তাদের ফটোশুট নিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে ভক্তদের মাঝে। অনেকেই আবার নায়িকার সঙ্গে তরুণের যুগলবন্দীকে 'অসম' জুটি হিসেবেও দেখছেন।

গণমাধ্যমে বুবলী বলেন, সবসময় কিছু ভিন্নতা না আনলে সেটা নিয়ে আলোচনা হয় না। আমরা ফটোশুটের সময় জানতাম, এটা নিয়ে আলোচনা হবে। কেউ পজেটিভলি নিবে, কেউ বিষয়টা ভিন্নভাবে দেখবে। সেদিক থেকে আমরা সাকসেস, কারণ সবাই এটা নিয়ে কথা বলছে।

অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে ফটোশুট প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমরা যদি নতুনদের সঙ্গে কাজ না করি, বিশেষ করে আমার ক্যারিয়ারের ৮-৯ বছর হয়ে গেছে। সেই আমরা যদি কিছু ভিন্নতা না আনার চেষ্টা করি তাহলে দর্শক পরিবর্তনটা দেখবে না। গৌতম সাহা বলেন, বুবলীকে নিয়ে তিনটি শুট করেছি। ওয়েডিং, হলুদ ও মেহেদী। কাজের জায়গায় সে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে সময় দেয়। সময়মতো কাজে চলে আসে। ওর সঙ্গে কাজ করে ভীষণ ভালো লেগেছে। তিনি আরও বলেন, কাজ ছাড়া বুবলী কিছুই চিন্তা করে না। যখন সেটে থাকে, খেতে বললেও খায় না। সবসময় বলে, আগে কাজ তারপর খাওয়া-দাওয়া। সম্প্রতি বুবলীকে নিয়ে একটা বিউটি পার্লারের ফটোশুট করেছি। ভাইরাল ছবিগুলোতে বুবলীর সঙ্গে থাকা মডেলের নাম ওয়াসিফ খান।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিভিন্ন স্টেজ শো, প্রোমোশন ও ফটোশুটে ব্যস্ত রয়েছেন শবনম বুবলী। শিগগিরই নতুন ছবিতে দেখা যাবে তাকে। বর্তমানে তার হাতে রয়েছে, 'চালবাজ', 'জংলি', 'পুনর্মিলন', 'প্রেম পুরাণ', সাইফ চন্দনের 'কয়লা', 'তুমি যেখানে আমি সেখানে', 'ছায়া'সহ বেশ কয়েকটি সিনেমা।

BECOME A REALTOR

রিয়েল এস্টেট পেশায় আসুন

Make SIX-FIGURE ($$$$$$) or more income/ year !

মাত্র ১ মাসেই লাইসেন্স করা সম্ভব

বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার ($$$$$$) আয় করুন

YES, Sky is the Limit! NO MORE ODD JOB!
No Bossing! Work Independently
Work Part-time/ Full-time, We Help You:

Pass Real Estate Exam

[Salesperson in New York State]
মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়

Unlimited Package Deal- Flat Fee - Until You Pass
পাশ-চুক্তি পড়ানো- পাশের নিশ্চয়তা ১০০%

Real Estate Productivity Coaching

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Consultant, Coach & Licensed Realtor
148-45 Hillside Avenue, Suite 201B
Jamaica, NY 11435
Phone: 347 451 7307
Email: realtorhoque64@gmail.com

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

•Residential •Commercial •Investment
•Foreclosures •Auctions •Co-Op & Condo
•Short Sale •Hud •Rentals
•Bank Owned/ REO Properties

List Your Property Faster with TOP $$$
Free Market Analysis
Consultation

Azizul Hoque
[Realtor Hoque]
Licensed Realtor

realtorhoque64@gmail.com
azizul.hoque@kw.com
www.azizul-hoque.kw.com

347-451-7307
347-846-1200
347-846-1201

75-35 31st Avenue Suite, 202
Jackson Heights, NY-11370

realtorhoque64 AzizulH48770125
azizul-hoque-880064245

কুলি থেকে শীর্ষ অভিনেতা রজনীকান্ত

৪৬ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন অন্য তারকারাও। দক্ষিণের আরেক সুপারস্টার কমল হাসানসহ অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রজনীকান্তের মায়ের নাম জিজাবাই ও বাবার নাম রামোজি রাও গায়কোয়াড়। এরা মহারাষ্ট্রের দম্পতি, থাকতেন বেঙ্গালুরুতে। তিনি বেঙ্গালুরুর মারাঠি পরিবারের জন্ম নিয়েছিলেন। পুরো নাম শিবাজি রাও গায়কোয়াড়।

কিংবদন্তি মারাঠি যোদ্ধা রাজা ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের নামে তার নামকরণ হয়। প্রথমে কন্নড় ভাষায় নাটকে কাজ করতে শুরু করেছিলেন রজনীকান্ত। সেই নাটকগুলো তৈরি হয়েছিল পুরাণের উপর নির্ভর করে। তার উল্লেখযোগ্য চরিত্র ছিল দুর্যোধন। রজনীকান্ত তার ৫০ বছরের কর্মজীবনে প্রায় ১৭০টির বেশি সিনেমা অভিনয় করেছেন। টি রামা রাওয়ের 'অন্ধা কানুন' রজনীর প্রথম বলিউড সিনেমা। ১৯৮৮ সালে রজনীকান্ত ইংরেজি অ্যাকশন সিনেমা ব্লাডস্টোনে অভিনয় করেন। রজনীকান্তের লেখা প্রথম চিত্রনাট্য 'ভালি'। সেই সিনেমায় একটি চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালে মুক্তি পায় তার অভিনীত 'বাশা', ভারতীয় সিনেমার সব রেকর্ড ভেঙে দেয়। সেই সময়ে এ সিনেমাটি ২৩০ কোটি রুপি আয় করেছিল। তিনি একমাত্র ভারতীয় অভিনেতা যাকে নিয়ে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের সিলেবাসে একটি অধ্যায় রয়েছে, নাম 'ফ্রম বাস কন্ডাক্টর টু সুপারস্টার'।

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৭১৮ ৬৯৭ ৭৭১৭

কিংবদন্তি শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার আর নেই

৪৬ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিত করেছেন শিল্পীর স্বামী সারওয়ার আলম। তিনি জানান, মরদেহ আজ (বৃহস্পতিবার) বারডেম হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হবে। কাল (১৩ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

শিল্পীর দুই মেয়ে জারা ও জিশান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় থাকেন। মায়ের খবরে তারা দুজনই ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

কয়েক বছর ধরে ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন পাপিয়া সারোয়ার। নভেম্বরে মাসে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সর্বশেষ তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

জন্ম দরকার, পাপিয়া সারোয়ারের জন্ম বরিশালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীতে ডিগ্রি নিতে সেদেশে যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সেখানে স্নাতক করার সুযোগ পান।

তার আগে তিনি ১৯৬৬ সালে ছায়ানটে ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন ও জাহেদুর রহিমের কাছে এবং পরে বুলবুল ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে সংগীতে দীক্ষা নেন। ১৯৯৬ সালে 'গীতসুধা' নামে একটি গানের দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

দীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে রবীন্দ্র-গানের জন্য কোটি শ্রোতার ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন। আধুনিক গানেও আছে তার সাফল্য। বিশেষ করে 'নাই টেলিফোন' গানটিতে কণ্ঠ দিয়ে এই শিল্পী গোটা বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে আছেন। ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ লাভ করেন। ২০২১ সালে পেয়েছেন একুশে পদক।

Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

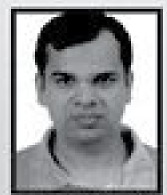
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

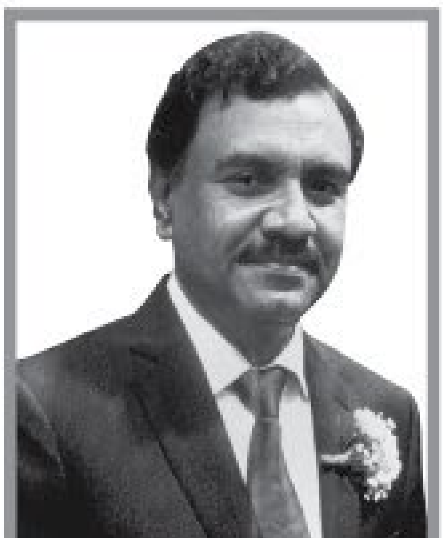

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মুল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন
বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :
- The easiest way to buy and sell a home
- Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
- Buying and selling a home as an investment
- The market price of house goes up and down
- Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
- What to do to buy your own house
- Rules of buying and selling properties
- Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

জব জব হেল্প জব
Job Help Application Processing Service
917-500-3937

- * পোষ্টাল জব
- * ফেডারেল জব
- * স্টেট জব
- * এম. টি. এ জব
- * সিটি জব
- * রেজুমী তৈরী
- * কভার লেটার
- * সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
- * নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
- * ডুয়েল সিটিজেনশীপ
- * ফুড স্ট্যাম্প
- * ডিজএবিলিটি (SSI)
- * সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
- * রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 203 (A)
Jamica, NY 11435
Phone/Fax: 917-300-6160

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান জ্যাকসন হাইটসে

৬২ পৃষ্ঠার পর

১৮ বছরের শিশুরা আলাদা বিভাগে চিত্রাঙ্কণে অংশগ্রহণ করবে। হাড়াও কবিতা পর্বে ৪ থেকে ৮ বছর এবং ৯ থেকে ১৬ বছরের প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করবে। নাট্যাংশে অংশগ্রহণ করবেন অভিনেত্রী শিরীন বকুল। এছাড়া থাকছে নৃত্যানুষ্ঠান। সঙ্গীত পরিবেশন করবে বহ্নিশিখা, সংগীত পরিষদ এবং রবীন্দ্র একাডেমী। বিজয় দিবসের এই আয়োজনে সহযোগিতা দিচ্ছে মুক্তধারা নিউইয়র্ক। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে থাকছে মুক্তিযুদ্ধের বইয়ের প্রদর্শনী। আগামী ১৫ ডিসেম্বর রোববার বিকেল ৫টা থেকে জ্যাকসন হাইটসের ৭৭ স্ট্রিটের জুইশ সেন্টারে এই আয়োজন সফল করার আহবান জানিয়েছেন আয়োজক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

টাইম ম্যাগাজিনে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' হলেন ট্রাম্প

৬২ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের নাম ঘোষণা করে। সোমবার এ বছর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করে টাইম।

এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পকে এবার দ্বিতীয়বারের মতো 'পারসন অব দ্য ইয়ার' করা হল। এর আগে ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো তাকে এই খেতাব দেয়া হয়। ওয়াল স্ট্রিটে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের উদ্বোধনী ঘণ্টা বাজানোর মাধ্যমে এই উপলক্ষ উদযাপন করলেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সুবাদে ২০২৪ সালে বছর জুড়েই আলোচনায় ছিলেন ব্যবসায়ী থেকে রাজনীতিক ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্বাচনী প্রচারণাকালে দুই দুইবার হত্যাচেষ্টার শিকার হন তিনি।

বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ গত মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ট্রাম্প। তিনি আগামী ২০ জানুয়ারি ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে হোয়াইট হাউজে ফিরবেন দ্বিতীয়বারের মতো।

ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র

৬২ পৃষ্ঠার পর

সেখানকার মিডিয়ার অসত্য খবর প্রচার প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। বাংলাদেশ ও ভারত শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদমান মতপার্থক্য দূর করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের এক সাংবাদিক জানতে চান, ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই সম্প্রতি ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই ঘটনাপ্রবাহ এবং বাংলাদেশকে লক্ষ্য করে ক্রমবর্ধমান বক্তব্য সম্পর্কে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কি? জবাবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, দেখুন, আমরা চাই উভয় পক্ষ তাদের মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে মিমাংসা করুক।

'ভূতের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক ভয়'

৪৬ পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা করেছেন বলে জানান নুহাশ।

'২য়' এর 'ওয়াক' পর্বে ৫ বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যালেন শুভ্র, রিজভী রিজু, রেফাত হাসান সৈকত, আবদুল্লাহ আল সেন্টু ও রাফায়াতুল্লাহ সোহান। 'অগা অলোতে' আছেন মোশাররফ করিম, জেসুরেখা সোবহান (টুনটুনি), আদনান আদীব খান ও নাদিয়া আথৈ। কাজী নওশাবা আহমেদ, আফজাল হোসেন, শিল্পী সরকার অপু আছেন 'অন্তরা' পর্বে। আর 'বেহুলা'য় অভিনয় করেছেন আরফান মৃধা শিবলু, ইনলাম উদ্দিন পালাকারসহ অনেকে।

দেড় হাজার সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে ক্ষমা করলেন বাইডেন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রথম। গত বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের দেয়া এই বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, যাদের ক্ষমা করা হয়েছে তারা বিভিন্ন অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন। অনেকে 'মারিজুয়ানা' গ্রহণের মতো অহিংস অপরাধের জন্য সাজা ভোগ করছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করার দুই সপ্তাহ পর এই ঘোষণা দেওয়া হলো।

হোয়াইট হাউজ বিবৃতিতে আরও বলেছে, বাইডেনের এই ঘোষণায় পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াদের পুনর্মিলন ঘটানো, সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ানো এবং বিচ্ছিন্নদের পরিবারে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile | SIMPLE Mobile | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

FAMOUS DRIVING SCHOOL
73-16 Roosevelt Ave., 2nd FL, Jackson Heights, NY 11372.
Between 74 Street & 73 Street
Tel: 718-424-8890 /347-497-8544
(Full Insured & Licenced by New York State, DMV)
1 5 Lesson Package Include
- 5 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
- Easy Way to Teach: Paralal Park, Broken U Turn & Everything
2 10 Lesson Package Include
- 10 Road Lesson
- Car For Road Test
- Road Test Apointment
- 5 Hrs Class
We Provide Individual Lesson Also
We provide Defensive Class (DDC) for TLC, Insurance & 4 points
Please Call Now

ঘরে বসে আয় করুন
আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?
তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।
যোগাযোগ : ৭১৮-৬৯৭-৭৭১৭

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

ড্রাইভিং শিখুন
বিশ্বাসযোগ্য ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখুন। অভিজ্ঞ মহিলা ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা মহিলাদের যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়।
যোগাযোগ
৯২৯ ৩৮৬ ৯৩০৫
ব্রডওয়ে ড্রাইভিং স্কুল

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

* INCOME TAX (ALL STATES)
* BUSINESS TAX
* INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
* OPEN NEW BUSINESS
* IMMIGRATION HELP
* NOTARY AND MANY MORE

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors) M.S.S (Economics)
Dhaka University, Bangladesh.

IRS ACCEPTANCE AGENT
IRS E-FILE PROVIDER

168-25 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্টে-এর উপরে)

Cell: 718 -736- 4095

Email: rashidtax2@gmail.com

Magical Natural & Homeophathy Inc

25 Years of Experience and Reliable in NM

মোঃ সালাহউদ্দিন
আমেরিকায় গ্রীণ মেডিসিন সনদপ্রাপ্ত
Email: magicalhomeo2016@gmail.com

চিকিৎসা-

কোভিড, যৌন, কিডনি, ক্যান্সার, পেইন, পাইলস, মেয়েলি কিংবা জটিল রোগে ভুগছেন। বারবার চিকিৎসা করেও ভালো হচ্ছেন না? ন্যাচেরাল মেডিসিনে ফ্রি পরামর্শ ও ঔষধ পেতে (যে কোন ষ্ট্যাট) আজই মেসেজ অথবা কল করুন।

By Appointment only or Call : +1-917-470-6395

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES

জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman | EGYPTAIR | QATAR | ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | Saudi Arabia

IATA ACCREDITED AGENT

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

PLACID EXPRESS | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

হ্যান্ডস অন ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় এটিক-এ ৩ বেডরুম ভাড়া হবে, ভাড়া ১৮০০ ডলার। লং আইল্যান্ডের অ্যালবার্টসনে ২ বেডরুম ভাড়া হবে, ৩০০০ ডলার; ১ বেডরুম, ২০০০ ডলার। ইস্ট নিউইয়র্ক, ব্রুকলিনে ৪ বেডরুম এবং ইস্ট এল্মহার্স্টে ৩ বেডরুম ভাড়া হবে। ব্রঙ্কসের পেলহাম বে-তে ২ বেডরুম ২৮০০ ডলার, ১ বেডরুম ১৮০০ ডলার এবং পেলহাম গার্ডেনে বড় স্টুডিও ১৮০০ ডলার ভাড়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২০০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি। (১২/১৩/০০/০৭/পি)

House for Rent

House for Rent In Richmond Hill. 3 bed-room, 1 bathroom living room, kitchen and bal-cony. Address 89-04-104th street (2nd floor) Richmond Hill, NY-11418. Rent : 2900+ Utilities. One block away from J train and Q56 Bus. 3 Block way from Q24 Bus.
CAll : 347-567-4052
(11/06/13/04)

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকার ১১১ স্ট্রিট ও লিন্ডেন বুলেভার্ডের সন্নিকটে নিউলি রেনোভেটেড বেসমেন্ট (২ বেডরুম) ১ জানুয়ারি-২০২৫ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। মুসলিম স্বামী-স্ত্রী অথবা ২ জন মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : ৬৪৬-৫১৫-৭২৮৯, ৩৪৭-৫৩৬-২০৭২
(১২/০৬/১৩/০৩)

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৬১ স্ট্রিটে, ৩২ এভিনিউ ও নর্দান বুলেভার্ডের মাঝে নতুন রেনোভেটেড সেমি বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। বাসার সামনে মসজিদ আছে। সাবওয়ে ৪ ব্লক দূরে। ফোন : ৯২৯-৪৬৩-৮০৫৩
(১১/১৫/২২/২৯/১৩)

বাসা ভাড়া

আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কুইন্সের সাউথ জ্যামাইকার একটি ছোট ছিমছাম স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সেপারেট এন্ট্রান্স, এটাচড বাথরুম, এসি, হিটার, রেফ্রিজারেটর, কার্পেট সবই আছে। 15514 115 Drive, Jamaica,NY-11434.
ফোন : ৩৪৭-৪৮৪-০৬৩৭

House for Rent

সেমিবেসমেন্টে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য রুম ভাড়া দেওয়া হবে। খুব সুন্দর এবং সুরক্ষিত পাড়া। হলিসউড, NY- 11423. 179, F ট্রেন ১৫ মিনিট এবং Q17 বাস ২ মিনিট হাটার দূরত্ব। ভাড়ার সঙ্গে সমস্ত ইউটিলিটি+ফ্রী ওয়াইফাই সহ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-২০৬-১৫৬৪
(১২/১৩/২০/০৫)

বাসা ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412., দ্বিতীয় তলা ০৩ বেড, ০২ বাথ ও লিভিং ডাইনিং সহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পুন নতুন এবং খালি বাসা। আলাদা এন্ট্রান্স, অতিনিকটে Q2 বাস, সুপার মার্কেট, ফার্মেসী, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও সোলার আছে। পার্কিং পাওয়া যায়।
ফোন : ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩ ও ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪
(১২/১৩/২০/০৭)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন বুলেভার্ডে সম্পূর্ণ নতুন রেনোভেটেড ২ বেডরুম এবং ১ বেডরুম সেমিবেজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। বাসার নিকটে এফ ট্রেন রয়েছে।
ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-৯৪৩৫, ৩৪৭-২৮৫-৪৮৪১
(১২/১৩/০০/০৯)

বাসা ভাড়া

১৯৭-০৬ ৯১ রোড হলিস, ১১৪২৩- এ ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, ১ কিচেনসহ বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৮৬৩-৩৩১০
(১১/১৫/২২/২৯/০৮)

বাসা ভাড়া

১৩৩ স্ট্রিট ও জ্যামাইকা এভিনিউতে জ্যামাইকা হাসপাতালেরে পেছনে ১ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ই-ট্রেনের সাবওয়ে থেকে হেঁটে ৫ মিনিটের দূরত্ব।
ফোন : ৩৪৭-৭০৬-৬৬৫৫
(১১/১৫/২২/২৯/১০)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬১ স্ট্রিট, কুইন্স হাসপাতাল সংলগ্ন, প্রাইভেট বাড়ির প্রথম তলায় একটি দুই বেড রুম, ১ বাথরুম, ১টি বড় লিভিংরুমের একটি ইউনিট ভাড়া হবে। ফোন : ৪৬৯-৮৮৮-

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়া ইস্টওয়ে ৩৬ এভিনিউয়ে ২টি আলাদা রুম এবং জ্যামাইকা হলিসে দুই বেড রুমের বেইজমেন্ট জরুরি ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৩৪৭-৫৯৬-০৭১০, ৯১৭-৬৩৭-৯৫৬৬
(১২/০৬/১৩/১০)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড/পারসনস-এর নিকটবর্তী ১ম তলায় ১ বেডরুম সাথে বাথরুম কিচেন সহ স্টুডিও বাসা শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলার কাছে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। ইলেকট্রিক, গ্যাস আর পানি সব সহ। এফ ট্রেন, কিউ ২৫, কিউ ৬৫ বাস কাছেই।
যোগাযোগ সাইফুল-৩৪৭-৭২০-১৫০৪
(১১/২৯/০০/০৮)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডে লিবার্টি এভিনিউ ও ১৭৭ স্টিটে এলাকায় প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলায় ১ জানুয়ারি থেকে ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। কিউ-৪২, কিউ-৮৩ বাসস্টপ কাছেই।
ফোন : ৩৪৭-২৩৪-৮২৯৫, ৩৪৭-৭৯৪-০০৯৬
(১১/১৫/২২/০৩)

বাসা ভাড়া

উডসাইড, ৬৫ প্লেস, কুইন্স বুলেভার্ডের এক ব্লক সাউথে একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন : ৭১৮-৪৭২-৫৮২৭, ৯১৭-৬৫০-০৯৯১
(১১/১৫/২২/১২)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিস, জ্যামাইকায় বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৭৫৩-৪৮৮৩
(১১/১৫/২২/০৫)

বাসা ভাড়া

আগামী ১ ডিসেম্বরের থেকে জ্যামাইকার ১০৮-১৬, পাইনগ্রোভ স্ট্রিটে একটি নতুন বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, লিভিং, কিচেনসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে। শুধুমাত্র ফ্যামিলি। বাসার কাছেই কিউ-৪০ বাস স্টপ। ই-ট্রেনের সাবওয়ে ১০ মিনিট হাঁটা দূরত্বে।
ফোন : ৭১৮-৭৮৫-৭৫৬৩
(১১/০৮/১৫/০৫)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসে সন্নিকটে এল্মহার্স্ট হাসপাতালের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি মাস্টার বেডরুম জানুয়ারি মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। মুসলিম ছোট ফ্যামিলি।
ফোন : ৯১৭-৮১৫-১৩৫১
(১২/০৬/১৩/০৮)

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় ৩৫ স্ট্রিট, ৩৬ ও ৩৭ এভিনিউর মাঝে বাসার দোতলায় এক রুম একজনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৮৬৪-১৪২৬, ৬৪৬-২৮৮-১৪৭১
(১২/০৬/১৩/০১)

রুম ভাড়া

আগামী জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি থেকে একটি মাস্টার বেডরুম, বাথরুম+ ফ্রিজসহ স্বামী-স্ত্রী বা এক জন কর্মজীবি মহিলা বা মা-মেয়ের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(১২/১৩/০০/১৩)

রুম ভাড়া

আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ব্রঙ্কসে ৪ ট্রেনের শেষ স্টপেজের কাছে এক জনের নিকট এক রুম ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৮৪-৮৮১৭

রুম ভাড়া

(১২/০৬/০০/০২)
এস্টোরিয়ায় ৩৬ এভিনিউ ও ৩০ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুম এক জনের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার।
ফোন : ৯২৯-২৮২-৯২১৪ (বিকাল)
(১১/২৯/০০/০৫)
আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে নর্দান বুলেভার্ডে এম ও আর ট্রেনের

রুম ভাড়া

সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি মনোরম প্রাইভেট বাড়িতে একটি ছোট রুম একজন চাকুরীজীবি ছেলের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৩৪৭-২৬১-৭৪৬৭, ৩৪৭-৮০৪-০৯৪৪

রুম ভাড়া

১৪৪ স্ট্রিট এবং হিলসাইড এভিনিউ নিকটে ১ ডিসেম্বর থেকে ১টি রুম ভাড়া দেয়া হবে। বেসমেন্টে স্বতন্ত্র রুম। সাবওয়ে, মসজিদ ও গ্রোসারি অতি নিকটে।
যোগাযোগ : রহমান : ৯১৭-৫৮২-৩৫৩০
(১১/১৫/২২/২৯/০১)

রুম ভাড়া চাই

উডসাইড, জ্যাকসন হাইটস, এল্মহার্স্ট, ৬৯ স্ট্রিট ও আশপাশের এলাকায় সেমিবেসমেন্টে একজনের থাকা উপযোগী একটি রুম ভাড়া চাই। বিকেলে কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৭১৮-০৬৩৫
(১১/১৫/২২/০৯)

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা বেইজলি পন্ড পার্ক এলকায় প্রাইভেট ফ্যামিলি হাউজে ফার্নিসড দুইটি রুম ভাড়া হবে। ১ম তলার রুমে প্রাইভেট এনট্রেন্স ও এটাচড বাথরুম। তবে কিচেন শেয়ার করতে হবে। গোপনীয়তা পছন্দ করেন এমন মানুষদের জন্য প্রযোজ্য।
২য় তলার রুমে বাথরুম ও রান্নাঘর শেয়ার করতে হবে। ভাড়ায় সব বিল অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেট, আর নেটফ্লিক্স, ম্যাক্স, প্রাইম ফ্রি। একজন কর্মজীবী পুরুষ ও নারী। তবে নারীদের বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পরিবার বা দম্পতি চলবে না।
ফোন : ৭১৮-৯০৮-২৫৪৫
(১১/২২-১২/১৩/০৪)

রুম ভাড়া

৩৭ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে দোতলায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এছাড়া সানিসাইডে সাবওয়ে সংলগ্ন বাসায় দুই রুম ভাড়া হবে।
ফোন : ৯১৭-৫৭৯-৬৯৬৬ (কল/টেক্সট)
(১২/১৩/২০/০১)

রুম ভাড়া

উডহ্যাভেনে ৮৫ স্ট্রিটে জে ট্রেনের কাছে বেজমেন্টে একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ ব্যাচেলর অথবা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেয়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-৫১৭-৫২৯৫
(১১/২২/২৯/০৮)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে প্রাইভেট হাউজের ২য় তলায় সম্পূর্ণ আলাদা ১টি বড় রুম ১জন অথবা দুইজনের কাছে ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : ৭১৮-৯৭৪-২৯৩৩ ৯২৯-৭৫৭-৬৩৭৯
(১১/২২/০০/০৭)

Construction Work

Bloomberg Construction Co. Inc.
Jackson hits NY-11377

* Pointing, Roofing
* Water Proofing
* Lintel Replacement
* Masonry, Concrete
* Side Walk, Driveway
* Painting
* Carpentry
* Electric
* Plumbing
* Finish Basement

– Call Mohammed –
718-478-7000, 347-652-9500

সাপ্তাহিক আজকাল

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

বাসা ভাড়া/রুম ভাড়া/রুমমেট চাই: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ২৫ ডলার
পাত্র/পাত্রী চাই: এক সপ্তাহ ২০ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩৫ ডলার
লোক আবশ্যক: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
বেবি সিটার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার
ড্রাইভার: এক সপ্তাহ ১৫ ডলার, দুই সপ্তাহ ৩০ ডলার

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন।
৬৪৬-২৬৭-৭৭৫১ | ৯১৭-৫১৯-১১৫১
Email: ajkalnews@gmail.com

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুমমেট আবশ্যক

উডসাইডে ৬৯ স্ট্রিট এবং রুজভেল্ট এভিনিউ সংলগ্ন প্রাইভেট হাউজের সেমিবেসমেন্টে নিরিবিলি পরিবেশে ধূমপানমুক্ত মুসলিম পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। পাশেই মসজিদ, আর-এস ট্রেন ও বাস। ৭ ট্রেন এক ব্লক দূরত্বে।
ফোন : ৩৪৭-৭৫৭-১৩০০
(১২/১৩/২০/১৫পি)

রুমমেট আবশ্যক

আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে সানিসাইড ৭ ট্রেনের সাবওয়ের সাথে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় একটি রুমে একজন ধূমপানমুক্ত মুসলিম রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৯২৯-৪৬২-৮৩৬৮
(১১/২২/২৯/০১)

রুমমেট আবশ্যক

৬৪-০৫ উডসাইড এভিনিউয়ে এপার্টমেন্টের সেকেন্ড ফ্লোরে একটি বড় বেডরুমে একটি মেয়ের সঙ্গে শেয়ারে থাকার জন্যে একজন জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে মুসলিম কর্মজীবি মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। সেভেন ট্রেনের বাসওয়ের কাছেই।
ফোন : ৬৪৬-৫৯৫-৬৮৫৯
(১১/২২/০০/০০)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-৫১৫-২০৯৪
(১২/০৬/১৩/০৬)

রুমমেট/ রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ৭১ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। রুম ভাড়াও দেয়া হবে। শুধু মাত্র ব্যাচেলর ছেলে বা মেয়ে। ফোন : ৯১৭-৬৬০-৫১৩২ (টেক্সট), ৩৪৭-৬১৭-০৪৭৬ (টেক্সট) (6pm-9pm)
(১২/০৬-২৭/০৬)

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৩৪ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রিটে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে জানুয়ারি থেকে ১ জন এবং ফেব্রুয়ারি থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। নম্র, ভদ্র, দায়িত্বশীল ও ভালো মন-মানসিকতার হতে হবে।
ফোন : ৯১৭-৪১৫-৯১৬৫
(১২/১৩/২০/০২)

বিজনেস লোন

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির রুমে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা ও ২টি বড় জানালা আছে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। এখনই উঠতে পারবেন।
ফোন : ৬৪৬-৩২৩-৩২২৩

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

ব্রুকলিনে একটি বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে।
61 Church Ave,
Brooklyn, NY 11218.
৭১৮- ৯৩০-০০২৫

গ্রোসারি বিক্রি

ব্রুকলিনে একটি চালু গ্রোসারি বিক্রি হবে। হালাল মিট।
1401 Nostrand Ave,
Brooklyn, NY-11207.
৭১৮- ৯৩০-০০২৫

কন্ডো বিক্রি

জ্যামাইকায় পার্কিং ও বেজমেন্টসহ ২ ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে, ৯৫০,০০০ ডলার। এছাড়া ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে রেগুলার ও ব্যাংকের বাড়ি বিক্রি হবে।
ফোন : ৩৪৭-৪৬৫-৩২০০
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

জ্যামাইকায় বাড়ি বিক্রি

সাউথ জ্যামাইকাতে ১৫৩ স্ট্রিটে ৫ বেডরুমের বড় ১ ফ্যামিলি হাউজ ভাড়া হবে। লট সাইজ ৫০/১০০। যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

ওজোন পার্কে বাড়ি বিক্রি

ওজন পার্কে ১০৬ স্ট্রিটে দুই ফ্যামিলি হাউজ কর সেল। রেন্টাল ইনকাম ১০,০০০ হাজার ডলার। যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

বাড়ি বিক্রি

জ্যামাইকায় হিলসাইড ও কুইন্স বুলেভার্ডে সাবওয়ের কাছে টু-ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে। সেকেন্ড ফ্লোরে ৩ বেডরুম, ফুল বাথ, কিচেন এবং ফার্স্ট ফ্লোরে টু বেডরুম, ফুল বাথ, কিচেন। ফিনিশড বেসমেন্ট, দুই রুম উইথ কিচেন। ফোন : ৯১৭-৪১৫-৮৪৭৫ (১১/১৫/২২/২৯/১১)

কন্ডো বিক্রি

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের প্রাইম লোকেশনে ফুললি রেনোভেটেড কন্ডো এপার্টমেন্ট বিক্রি হবে। ২ বেডরুম, বড় লিভিং উইথ ডাইনিং, ১ বাথরুম, ৪ ক্লজিট। এখনই থাকার উপযোগী। স্টারলিং এভিনিউ বাংলা বাজারের পাশেই। এছাড়া কাছেই মার্শাল, মেসি, সাবওয়ে, গ্রোসারি, রেস্টুরেন্ট, মসজিদ রয়েছে।
2075 St. Raymonds Ave, Apt # 6G, Bronx, NY 10462.
1569 Matro politon Ave. 6th floor, Bronx, NY 10462.
Call : Imad Ahmed (Sunny) Lic Real Estate Saleperson.
929-257-7527
realtorimad@gmail.com
(১১/২৯/০৬/০৬)

House for Sale

Elmhurst, In Good location 1100 SQ Feet Big Three bed With living-Dinning-Bath-Kitchen Condo for Sale. Good Price.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

কুইন্সে বাড়ি বিক্রি

কুইন্স ভিলেজে ২২০ স্ট্রিটে ভালো লোকেশনে ব্রান্ড নিউ টু ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি হবে।
যোগাযোগ : রিয়েলটর সাইদ, ৫১৬-৯৩৭-৮৩৩৬

House for Sale

Hollis, House for sale in Prime location. Big One Family House, 4 bed room, 3 Full bathroom, Full basement, Detached Garage.
Call: SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Hollis, Nice Two Family house for sale, 189 St & 104 Ave. 4 bedroom, 2 bath room. Full Finished basement, Detached Garage. Good price
Call :SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Jamaica, One Family House for sale in prime location, 109 Ave & 153 St. Bank Property, Good price, $589K only. 3 Bed Duplex.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

House for Sale

Flushing, big 2 bed, 1400 SQ Feet Apartment (Co-Op) for Sale. 2 Full Bath With Big Balcony, Corner View, 34 Ave & Parson Blvd.
Call now : SAYED, 646-302-2153, 646-291-9845, Remax

TLC CAR Rent

Wheel chair accessible TLC vehicle for rent. $400 weekly In great condition. Nissan NV 200
Contact : Lucy : 347-584-3340 or 929-326-6029
(12/13/20/03)

ইয়েলো ক্যাব ভাড়া

Rav-4, ২০২৩ হাইব্রিড, ইয়েলো ক্যাব ভাড়া হবে।
ফোন : ৬৪৬-২৫৫-৬৫১৪
(১২/১৩/০০/০৪)

টিএলসি গাড়ি ভাড়া

টয়োটা Rav-4 2018 টিএলসি গাড়ি উবার/লিফটের জন্য ভাড়া দেয়া হবে।
৯১৭-৬৬৪-১৪০৫
(১২/০৬/১৩/০৫)

ড্রাইভার আবশ্যক

টিপটপ কন্ডিশনের টিএলসি কার ভাড়া দেয়া হবে। সাপ্তাহিক ভাড়া $375 & Up। টয়োটা ক্যামরি ও সাবআরবান, ২০১৭-২০২৪।
ফোন : ৯১৭-২০২-৮৬৭৭
(১১/০১-১১/২৯/০২)

ড্রাইভার আবশ্যক

নতুন ২০২৪ সালের টয়োটা Rav-4 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার চাই।
ফোন : ৩৪৭-৪১৯-৭৬৪৭, ৬৪৬-২৮০-৯৯৫০
(১২/১৩/২০/১১)

ড্রাইভার আবশ্যক

২০২৪ এবং ২০২৩ সালের Rav-4 হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য ড্রাইভার আবশ্যক। টেসলা-২০২৩ ও Rav-4 ২০২০ সালের হাইব্রিড গাড়ির জন্য উবার/লিফট ড্রাইভার আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ব্রঙ্কস এলাকা। ফুলটাইম/পার্টটাইম।
ফোন : ৯২৯-২৪২-৫৫০৩, ৯১৭-৫৮২-৮৯২০
(সকাল ১০ টা থেকে রাত ১০ টা)
(১২/১৩/২০/১২)

TLC CAR Rent

Good Condition TLC Car's For Rent. $375 & Up Weekly. Camry's & Suburban 2017-2024.
Phone : 917-202-8677
(11/01-11/29/03)

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক, প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এলইডি, চ্যানেল লেটার, মেনু বোর্ড, ব্যানার, ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমিং ইত্যাদি কাজ করা হয়।

NOVA CONSTRUCTION & SIGN INC.

CONSTRUCTION &RAKA SIGN INC.
70-34 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

LOTTO ম্যান চাই

ম্যানহাটান একটি কনভেনিয়েন্ট স্টোরে LOTTO কাজ জানা একজন দক্ষ ফুলটাইম / পার্টটাইম লোক আবশ্যক।
ফোন : ৬৪৬-৫০৬-৩৫৭৭, ৩৪৭-৫৭৯-৯৭০৭
(১১/০৮-২৯/০২)

কর্মী আবশ্যক

ওয়াশিংটন স্টেটে অবস্থিত একটি গ্যাস স্টেশন ও একটি গ্রোসারি শপে চারজন কর্মী আবশ্যক। দুইজন পুরুষ ও চারজন মহিলা। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। থাকার ব্যবস্থা ফ্রি। স্যালারি আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : ৪৮০-২৫৮-৩১২৫
(১০/১১//১১/০১/১১)

লোক আবশ্যক

উত্তসাইড এলাকায় পোল্ট্রি ফার্মে কাজের জন্য লোক আবশ্যক।
ফোন : ৩৪৭-৬৮৩-৩৩৮২
(১০/০০/০০/১৩)

লোক আবশ্যক

Wingstop রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম অথবা ফুলটাইম কাজের জন্য লোক আবশ্যক।
ফোন : ৩৪৭-৫৭০-১৪১৬
(১১/১৫/২২/১৭)

পিজাম্যান আবশ্যক

মিটতাউন ম্যানহাটনে একটি পিজা স্টোরে একজন পিজাম্যান আবশ্যক। অধূমপায়ী ও দুইবছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফোন : ৩৪৭-৭৬১-২৬৪২
(১১/২২/০০/১০)

শেফের কাজ চাই

আমি একজন শেফ। গ্রিসে প্রতিষ্ঠিত রেস্তোরাঁয় বাংলা খাবার, গ্রিক খাবার, কিংবা এরাবিয়ান খেপসা রান্নার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে। রেস্টুরেন্ট, বাসা বাড়ি বা যেকোন ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রান্নার কাজ করতে ইচ্ছুক। অনুষ্ঠানে অর্ডারে খাবার সরবরাহ করে থাকি।
ফোন : ৫১৬-৯২৮-৮৫৩৪

পাত্র /পাত্রী চাই

পাত্র চাই : ভাল পরিবারে গড়ে উঠা আমেরিকান চাকুরীজীবি পাত্রির জন্য ৩৪ বছর বয়স উর্ধ বয়সের পাত্র নিজে বা অভিভাবকগণ অতিসত্বর কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৯৭৫-৯৪১৫

পাত্র চাই : বাংলাদেশে বসবাসরত ২৫ বছর বয়সী, ৫"-১', আইনে স্নাতক মুসলিম নামাজী পাত্রীর জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী পাত্র চাই।
ফোন : ৬৪৬-৪০৭-৬২২৬
(০৯/০৬/১৩/২০/২৭/০৪/০০)

পাত্র চাই : বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৯২৯-২৮৮-৯৪৬১
bmchoudhury1960@gmail.com

পাত্রী চাই : বাংলাদেশে চাকরিরত ৩২ বছর বয়সী, ৫"-৮' উচ্চতা, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) মুসলিম পাত্রের জন্য ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী নামাজী ও ধার্মিক পাত্রী চাই।
ফোন : ৯২৯-৬৯৮-৩৬০৭
(০৮/২৩/৩০/০০)

বান্ধবী চাই

আমি সিহাব, দীর্ঘদিন প্রবাসে নিঃসঙ্গ একা। তাই আকাশের মতো উদার ও মুক্ত মন নিয়ে কথা-বার্তা বলে আপনজন হতে চায়, এমন একজন বান্ধবী চাই।
ফোন- ৭১৬ ২৯২-৮৬৭৪

পাত্রী চাই

৫৫ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘটক বা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
৮৫০-৮৬৬-৯০১২

পাত্র চাই

ইউএসএ বসবাসরত সুশিক্ষিত মুসলিম পাত্রীর জন্য সুশিক্ষিত ইসলামিক মাইন্ডেড, ভদ্র ও সৎ মুসলিম পাত্র চাই। পাত্রীর বয়স ৩০ বছর। পাত্রের বয়স ৪০ বছরের বেশি হবে না। সম্পূর্ণ ইসলামিক ভাবে জীবন যাপন করে, এমন পাত্র বা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন : ৭১৮-৭৯৫-৫৮৭৯

পাত্র চাই

২৩ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। শুধুমাত্র আমেরিকাতে বসবাসরত পাত্ররা যোগাযোগ করুন।
৯২৯-৬৪৯-৮৫৯৮

কুরআন শিক্ষা

অর্থসহ ছহি-শুদ্ধভাবে নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন, নামাজ ও মাছলা-মাছায়েল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর ও বয়স্করা পড়তে পারেন।
ফোন : 267-206-4162

TLC PLATE-CAR SALE

টয়োটা সিয়েনা ২০১৯. ১৬৭০০০ মাইলেজ, ডিএমভি ইন্সপেকশন ও রেজিস্ট্রেশন ২ বছর, টিএলসি ইন্সপেকশন, ডায়মন্ড ২ বছর আপডেট করা বিক্রি হবে। প্রাইস ২৬,০০০। ক্যাশ বিক্রি। শুধুমাত্র সিরিয়াস কাস্টমাররা কল করুন।
ফোন : ৩৪৭-৮৩৭-৭৩৩৪

খাবার সরবরাহ

যে কোন অনুষ্ঠান বা ডেইলি হোম মেইড খাবার সরবরাহ দেওয়া হয়।
লাঞ্চ স্পেশাল : রাইস, ফিস/মিট, ডাল, ভর্তা
ডাইস স্পেশাল : খিচুড়ি, কোলাও-রোস্ট
কারি : বিফ ভুনা, বিফ কারি, চিকেন কারি
এছাড়া পছন্দ মতো অর্ডারে কাস্টমাইজড খাবার সরবরাহ করি।
ফোন : ৯২৯-৭১০-৩২৯৭

কুরআন শিক্ষা

অনলাইনে কুরআন মাজীদ শেখার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়া বাচ্চাদের সরাসরি কোরআন মাজীদ ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়।
* ফ্রি ট্রায়াল ক্লাসের সুযোগ * লাইভ টিচার
* সুবিধামতো টাইম ফিক্সড * ওয়ান টু ওয়ান ক্লাস
* তাজবীদ সহকারে পাঠদান * ক্লাস শেষে ভিডিও রেকর্ড
ফোন : 347-872-4577

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: 646-991-9653

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ২১৯ স্ট্রিট ও ১১২ এভিনিউয়ে একটি বেসমেন্ট ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৭৮০-৯৬৯২
৬৪৬-৪৫৭-৬৬৩৯

BEST TAX EXPRESS INC

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অফিস সহকারী পদে পরিশ্রমী প্রার্থী আবশ্যক। ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে। ট্যাক্স ফাইলিং কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নবর্তী ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: 929-206-9520
BEST TAX EXPRESS INC
159-06 Hillside Avenue Jamaica NY 11432.
besttaxexpress@gmail.com

Carpet World

উত্তর আমেরিকায় কার্পেটের একমাত্র বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Free Shop at Home Service

আপনি কি সুলভমূল্যে কার্পেট কেনার কথা ভাবছেন?
তাহলে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

69-01A Northern Blvd, Woodside, NY 11377
Email: carpetdeco@yahoo.com, www.carpetdeco.com
Tel : 718.429.1920 Fax : 718.429.3739

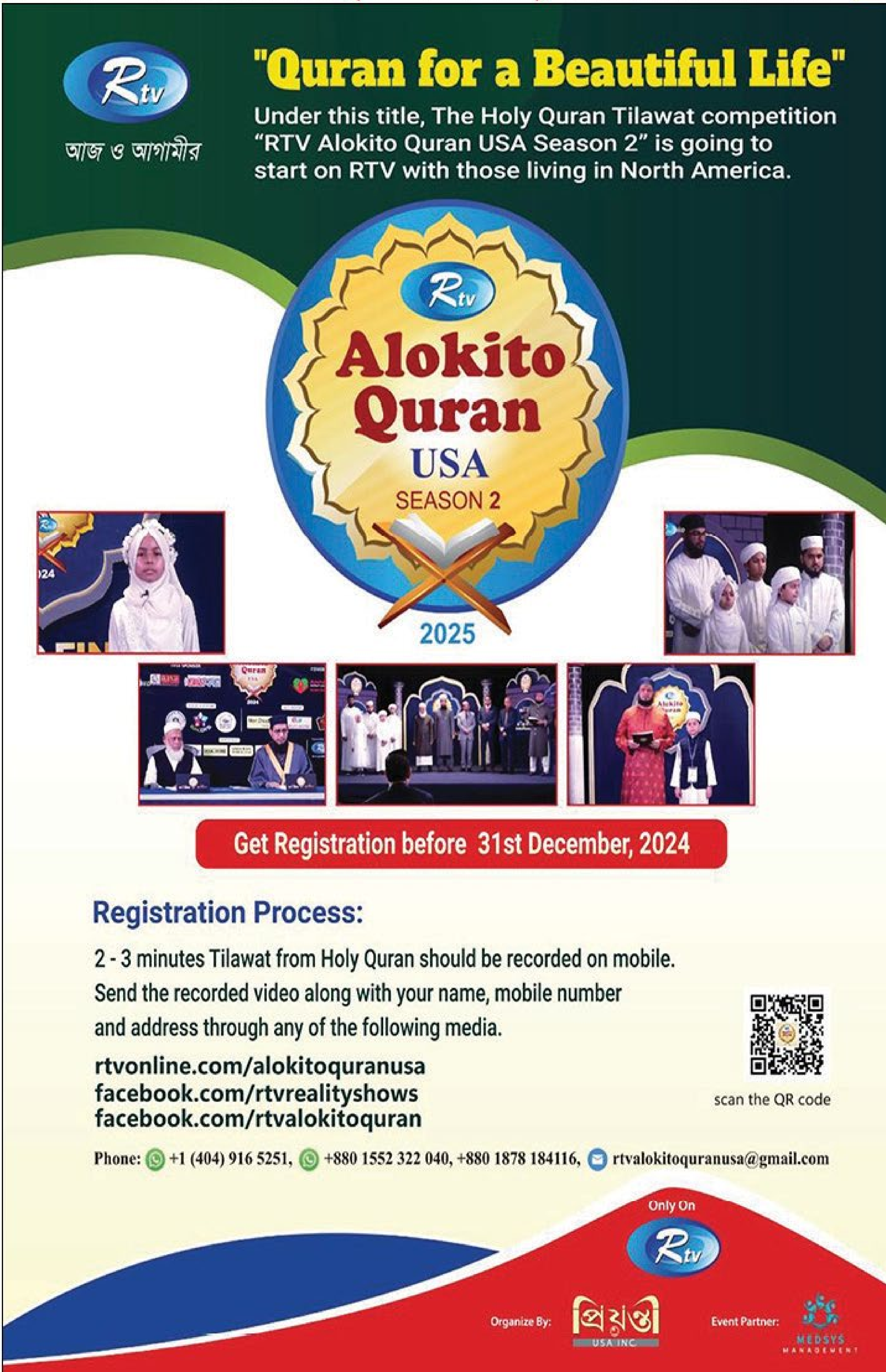
Rtv
আজ ও আগামীর
"Quran for a Beautiful Life"
Under this title, The Holy Quran Tilawat competition "RTV Alokito Quran USA Season 2" is going to start on RTV with those living in North America.
Rtv
Alokito Quran
USA
SEASON 2
2025
Get Registration before 31st December, 2024
Registration Process:
2 - 3 minutes Tilawat from Holy Quran should be recorded on mobile.
Send the recorded video along with your name, mobile number and address through any of the following media.
rtvonline.com/alokitoquranusa
facebook.com/rtvrealityshows
facebook.com/rtvalokitoquran
scan the QR code
Phone: +1 (404) 916 5251, +880 1552 322 040, +880 1878 184116, rtvalokitoquranusa@gmail.com
Only On
Rtv
Organize By: প্রিয়ন্তী USA INC
Event Partner: MEDSYS MANAGEMENT

মুহাম্মদ ইরফান সাদিক-এর কলাম বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা সংকট
১২ পৃষ্ঠায়

সৈয়দ আব্দুল আজিজ-এর কলাম 'টম অ্যান্ড জেরি': অদম্য জেরি'কে হারানো সম্ভব নয়!
০৭ পৃষ্ঠায়

খাজা মাঈন উদ্দিন-এর কলাম যে কারণে ভারতকে তার বাংলাদেশ নীতি বদলাতেই হবে
০৫ পৃষ্ঠায়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান

যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ সিরিয়ার মুক্তিকামীদের সঙ্গে

আজকাল রিপোর্ট

বাইডেন প্রশাসনের দুই কর্মকর্তা ও মার্কিন কংগ্রেসের এক সহযোগী সিরিয়ার বিদ্রোহী জোটের নেতৃত্ব দেওয়া গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এ সময় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তুরস্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনের সঙ্গে এইচটিএসের যোগাযোগ হয়। এইচটিএস সরাসরি দেশটির নেতৃত্ব গ্রহণ না করে তার বদলে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন জানান, এই যোগাযোগের বিষয়ে বাইডেন প্রশাসন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের টিমকেও সবকিছু জানাচ্ছে। তিনি জানান, গোষ্ঠীটিকে সিরিয়ার জন্য একটি এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

টাইম ম্যাগাজিনে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' হলেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

প্রভাবশালী সাময়িকী টাইমের 'পারসন অব দ্য ইয়ার' হিসেবে আবারও কভার স্টোরি হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি বছর তাঁকে নিয়ে আবার কভার স্টোরি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তোরে ম্যাগাজিনটি এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি কার্যকর হচ্ছে নিউইয়র্কে

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেটে গর্ভবতী কর্মীরা ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত বেতনসহ-গর্ভকালীন ছুটি পাওয়ার বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে এটি কার্যকর হবে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল গত ২ ডিসেম্বর সোমবার, এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন। এই নীতি নিউইয়র্ক স্টেটের গর্ভবতী কর্মীদের সময় এবং এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়

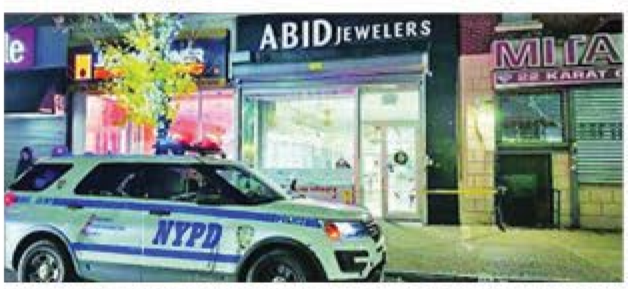

জ্যাকসন হাইটসে 'আবিদ জুয়েলার্স'-এ ডাকাতির পর পুলিশ প্রহরা। ছবি: আজকাল

জ্যাকসন হাইটসে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ব্যস্ততম ব্যবসায়ি কেন্দ্র জ্যাকসন হাইটস এলাকায় একটি স্বর্ণের দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। জ্যাকসন হাইটস ডাইভারসিটির পাশে ৭৪ স্ট্রিটের মাথায় 'আবিদ জুয়েলার্স' নামের ওই দোকানে গত ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ডাকাতি করে স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্বৃত্তরা এরপর ২৩ পৃষ্ঠায়

ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ-ভারতের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে হামলা এবং ঢাকার বিরুদ্ধে এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস'র বাংলাদেশে যাত্রা শুরু

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে যাত্রা শুরু করেছে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ ইনক। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ড. রফিকুল ইসলামের অনুমোদনে ১০ ডিসেম্বর 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ বিডি সোসাইটি' সরকারী নামকরণে বাংলাদেশ শাখার যাত্রা শুরু হয়। এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান জ্যাকসন হাইটসে

আজকাল রিপোর্ট

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণে বিজয় দিবস ২০২৪ পালিত হবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে। ছবি আঁকা, কবিতা পাঠ, নাটক, গান ছাড়াও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনাবেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। এই পর্বে বীর মুক্তিযোদ্ধা সীরু বাঙালি, জিয়াউদ্দীন আহমেদ এবং তাজুল ইমাম ১৯৭১ সালের যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করবেন। এছাড়া ৪ থেকে ৭ বছরের শিশুরা অংশগ্রহণ করবে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায়। এছাড়া ৮ থেকে ১১ এবং ১২ থেকে এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর
Govt License No: 10401380352
SSRR Properties
• অকশনের বাড়ি
• ব্যাংকের বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
• We Buy House All Cash
• Around 10 Days Closing
• Residential Investment
• Commercial Investment
646-591-8396
GET IN TOUCH
SSRR PROPERTIES INC
71-18 35th Avenue, Jackson Heights
New York-11372, Tel: 646-591-8396
Email: ssrrproperties@gmail.com
www.ssrrproperties.com
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Shah Nawaz MBA
President & CEO

BANQUET HALL!

The Royal Palm
BANQUET & CATERERS

লং আইল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে
মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা
সুস্বাদু খাবার ও আন্তরিক পরিবেশনায়
বাঙালী মালিকানাধীন একমাত্র ব্যাঙ্কুইট হল

The Royal Palm

The Royal Palm
2143 Boundary Ave
Farmingdale
NY 11735

Info@royalpalmny.com
www.royalpalmny.com

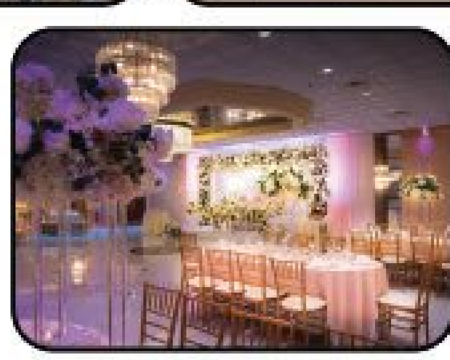
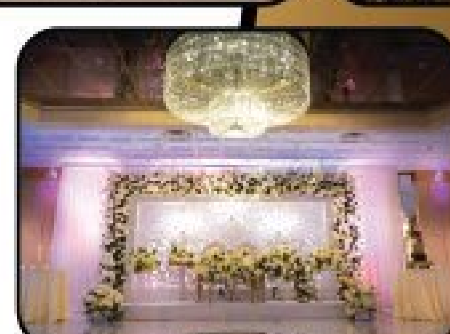

- Outdoor Ceremony & Cocktail Area
- Deshi DJ Entertainment
- Private Bridal Suite
- Stage Decoration
- Photography
- Free Parking

حلال
Halal

Full Package এ
এখন চলছে
30% discount
নির্দিষ্ট ও সীমিত সময়ের জন্য

আপনার পরবর্তী অনুষ্ঠান বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন

(516) 845 1151

সাপ্তাহিক আজকাল

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 848 | 13 December 2024

বিজয় দিবসের বিশেষ আয়োজনে লুৎফর রহমান রিটন-এর লেখা 'এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই'...

>> ১৭ পাতায়

মাছ, মাংস, ডিম থেকে কম্পিউটার পর্যন্ত সারিসারি চীনা পণ্য আমদানি

তীব্র হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ

হাসান মাহমুদ

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ক্ষমতা গ্রহণ করার পর চীনের বিভিন্ন পণ্যের ওপর ট্যারিফ আরোপ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এর ফলে চীন থেকে আমদানীকৃত বিপুল পণ্যের দাম বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাতে সাধারণ ভোক্তাকে অনেক বেশি দামে পণ্য ক্রয় করতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ট্রাম্প সরকারের 'বাণিজ্য যুদ্ধ' পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের। ২০২৩ সালে ৫০১.২২ বিলিয়ন ডলারের চীনা পণ্য যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করেছে বলে তথ্যসূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মাছ, মাংস, সী ফুড থেকে শুরু করে মূল্যবান কম্পিউটার পর্যন্ত রয়েছে। বর্তমানে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

২০২৩ সালে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে ১২৪.৫২ বিলিয়ন ডলারের। একই বছর ২.৩৫ বিলিয়ন ডলারের তামাক জাতীয় পণ্য আমদানি করেছে। মাছ, মাংস, সীফুড আমাদানি করেছে ৮৯৮.৩০ মিলিয়ন ডলারের। ৬.২৩ মিলিয়ন ডলারের ডিম আমদানি করা হয়। একই সময়ে মিনারেল, ফুয়েল, অয়েল আমদানি করেছে ৯২৬.১৯ মিলিয়ন ডলারের। এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

সেলিম-আলী পরিষদকে বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির সংবর্ধনা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন নেতৃত্বকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি। গত ১০ নভেম্বর জ্যামাইকার হালাল ডাইনেস্ট্রিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ সবাইকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এ সময় সেলিম-আলী এরপর ৪৯ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে হাসিনার ভার্চ্যুয়াল বক্তব্য

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ বা ভারত সরকার পছন্দ না করলেও আবারও জনসভায় ভার্চ্যুয়াল বক্তব্য দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কের গুজোন পার্কে বক্তব্য দেয়ার পর এবার বিজয়দিবসের সভায় প্রায় ঘণ্টাব্যপী বক্তব্যদেন চারমাস আগে দেশ থেকে বিড়াড়িত এ সাবেকে সরকার প্রধান।

গত ৯ ডিসেম্বর কুইন্স প্যালেসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপনউপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রধান এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

আসছে ৫০০ ডলার রিফান্ড চেক!

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল ২০২৫ সালে জীবনযাত্রার খরচ কমাতে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেটের করদাতাদের ৫০০ ডলার পর্যন্ত রিফান্ড চেক দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। তার প্রস্তাব অনুযায়ী, স্টেট সরকার ৩ বিলিয়ন ডলার ইনফ্লেশন রিফান্ড পমেন্ট পাঠাবে। যা প্রায় ৮৬ লাখ নিউইয়র্কবাসীকে সুবিধা দেবে। এই প্রস্তাবটি গভর্নর হোকুলের ২০২৫ সালের স্টেট অব দ্য স্টেট ভাষণে উপস্থাপন করা হবে। তিনি প্রস্তাব এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

দেড় হাজার সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে ক্ষমা করলেন বাইডেন

আজকাল রিপোর্ট

একদিনে ১৫০০ অপরাধীর সাজা ক্ষমা করে দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একদিনে এতো বিপুল সংখ্যক অপরাধীর সাজা মওকুফ করার ঘটনা কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য এবারই এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

খানস'র টিউটরিয়ালে ভর্তি পরীক্ষার গাইড

আজকাল রিপোর্ট

স্পেশালাইজড কোন হাইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষা 'এসএইচএসএটি' নিউইয়র্ক সিটির নামিদামি হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইংলিশ, আর্টস, ইএলএ, যা এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

হাসিনাকে অনুসরণ করলেন সিরিয়ায় পতিত আসাদ

আজকাল রিপোর্ট

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বাংলাদেশের পতিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পথেই হাঁটলেন। দীর্ঘ ২৪টি বছর টানা ক্ষমতায় থাকার পর পালিয়ে রাশিয়ায় আশ্রয় নিলেন ৭ ডিসেম্বর। রাশিয়া আসাদকে ২৪ এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

তাহের-আরিফ প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

অন্য প্যানেলের বিজয়ীদের শপথ নেয়ার আহ্বান

আজকাল রিপোর্ট

চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনকের (চট্টগ্রাম সমিতি) নির্বাচনে জয়ীদের অবিলম্বে শপথ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তাহের-আরিফ প্যানেলের সদস্যরা। ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এ আহ্বান জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, সভাপতি মোহাম্মদ আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আব্দুর এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

এবিসিসিআই'র সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

আমেরিকা বাংলাদেশ চ্যাম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভা অনুষ্ঠিত হলো গত বুধবার। জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আসেফ বারী এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com